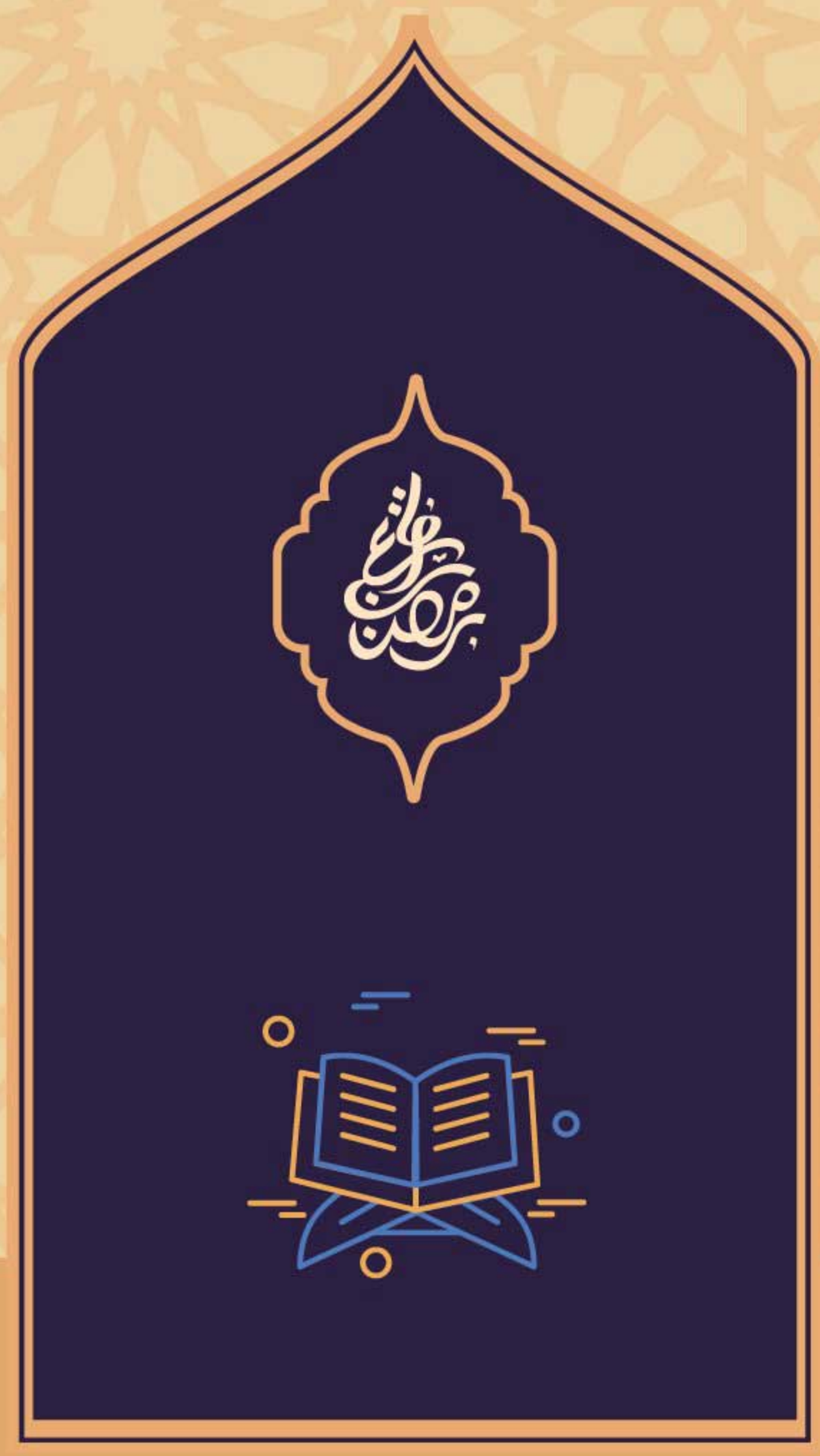

সেরা হোক এবারের
রামাদান

সেরা হোক এবারের রামাদান

রৌদ্রময়ী টীম

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০২১

গ্রন্থসূত্র

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মুদ্রণ

সুরবর্ণ প্রিন্টিং এন্ড প্রেস

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

একমাত্র পরিবেশক

মহাকাল

৩৮, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫

ISBN: 978-984-95663-0-4

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 260.00 US $10.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোনঃ ০১৪০৯-৮০০-৯০০

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'সিয়াম ব্যতীত আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য; কিন্তু সিয়াম শুধুই আমার জন্য। তাই আমি স্বয়ং এর প্রতিদান দেবো।'[১]

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৯০৪, *সহিহ মুসলিম* : ১১৫১

www.QuranerAlo.net

শুরুর আগে

আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের মধুরতম একটি মাস হচ্ছে রামাদান। এ মাসে সকল শ্রেণির সকল বয়সী মুসলিম দ্বীনের প্রতি অনেক বেশি উৎসাহী এবং উদ্যমী হয়ে ওঠে। এতে করে শরিয়তের বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলা তাদের জন্য অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। তাছাড়া, রামাদান মাসে শয়তানের পায়ে শেকল পরানো হয়। তাকে বন্দি করে রাখা হয় কারাগারে। এভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য দৈনন্দিন ইবাদতগুলো সম্পন্ন করা সহজ করে দেন।

রামাদানে সিয়াম রাখা প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরজ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়াবান হতে পারো।'[১] কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে মহিমান্বিত এ মাসটিকে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাসে পরিণত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সিয়াম পালনের মূল উদ্দেশ্য সবাই এখন ভুলতে বসেছে। তাকওয়া অর্জনের পরিবর্তে মূল লক্ষ্য যেন জমকালো পোশাকের হরদম বেচাকেনা, বাহারি খাবার তৈরির হীন প্রতিযোগিতা, ইফতার ও সাহারি পার্টির মাধ্যমে ইবাদতে জল ঢালা এবং নানাবিধ হারাম কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে দেওয়া। অথচ হওয়ার কথা ছিল এর উলটোটা। ভোগবিলাসী জীবন নয়; বরং

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩

www.QuranerAlo.net

সংযমী হওয়ার মাস হচ্ছে রামাদান।

বছর ঘুরে সেই মাসটি আবারও কড়া নাড়ছে আমাদের দুয়ারে। হতে পারে এই রামাদানের পর আর কোনো রামাদান আসবে না জীবনে। হতে পারে নিজেকে বদলানোর সুযোগ আর হবে না কোনোদিন। জীবনের ডায়েরি থেকে আর কোনো মহিমান্বিত মাস যেন হারিয়ে না যায় বিনা আমলে, বিনা ইবাদতে। তাই এ রামাদান থেকেই শুরু হোক আমাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টা, সকল প্রস্তুতি। ইলমে, আমলে আমরা নিজেদের এগিয়ে রাখতে চাই। জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকতে চাই।

আশা করি, *সেরা হোক এবারের রামাদান* গ্রন্থের লেখাগুলো পাঠকদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে, তাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং রামাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন করে ভাবাতে উদ্বুদ্ধ করবে, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ যেন এই রামাদানকে আমাদের জীবনের শেষ রামাদান না করেন এবং ইবাদত ও উপলব্ধির মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ করে নব উদ্যমে জীবন শুরু করার তৌফিক দান করেন। আমিন।

রৌদ্রময়ীদের পক্ষ হতে

হাসনীন চৌধুরী ও নোশিন নাওয়াল

পহেলা শাবান, ১৪৪২ হিজরি।

www.QuranerAlo.net

সূচিপত্র

সুমাইয়া আজ সিয়াম রেখেছে - উম্মে লিলি ১১

সাদাকা - জাকিয়া সিদ্দিকী ১৭

নষ্ট বীজের গল্প - নূরুন আলা নূর ২১

রামাদান, তাকওয়া এবং ট্রেইনিং - শারিন সফি অদ্রিতা ২৪

রামাদান লিস্ট - নাইলাহ আমাতুল্লাহ ৩২

হার না-মানা জীবন - বিনতে খাজা ৩৬

রামাদানের প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা - ইসমাত কনক ৪৩

রামাদান চেকলিস্ট - ডাক্তার সাবিহা সুলতানা ৫০

এপিঠ-ওপিঠ - জাকিয়া সিদ্দীকি ৫৩

নতুন মায়েদের রামাদান - নূরুন আলা নূর ৫৮

নিষ্প্রদীপ হৃদয় - আদিনা আমাতুল্লাহ ৬৩

তার জীবনে রামাদান - উম্মে লিলি ৭০

হঠাৎ একদিন - সাদিয়া জান্নাতি ৭৩

রুদ্ধদ্বার খুলে যাওয়ার মাস - বিনতে খাজা ৭৬

সারপ্রাইজ - তাহনিয়া ইসলাম খান ৭৯

www.QuranerAlo.net

রামাদানে অত্যাচার - রৌদ্রময়ী এডমিন ৮২
সালাতে অবহেলা আর নয় - ফাহমিদা হুসনে জাহান ৮৫
আমার উমরা ডায়েরি - উম্মে আবদুল্লাহ ৯০
তৃপ্তি - বিনতে আব্দুল্লাহ ১১৪
রামাদান : আড়ম্বরের আড়ালে - নুসরাত জাহান ১১৮
নবি-রাসুলদের দুআ - রৌদ্রময়ী ১২২
ইফতার পার্টি - রৌদ্রময়ী এডমিন ১২৮
লা তাহযান - জাকিয়া সিদ্দিকী ১৩৩
অপ্রত্যাশিত - নুসরাত জাহান মুন ১৩৬
সীমানার গণ্ডি ছাড়িয়ে - রাবেয়া রওশীন ১৩৯
দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত - হাবিবা মুবাশ্বেরা ১৪২
লক্ষ্যে অটল - বিনতে আব্দুল্লাহ ১৪৬
সংযমের মাস বনাম অপব্যয়ের মহোৎসব - হাসনীন চৌধুরী ১৪৯
উপহার বিনিময় - হাবিবা মুবাশ্বেরা ১৫৫
অন্যরকম ঈদ - সিহিস্তা শরীফা ১৬০
ঈদ - আনিকা তুবা ১৬৫
ঈদ আনন্দ - উম্মে লিলি ১৭০
ঈদ মুবারক - উম্ম ঈসা ১৭৭

www.QuranerAlo.net

সুমাইয়া আজ সিয়াম রেখেছে

উম্মে লিলি

এক.

'ওঠো আম্মু, সাহারি খাবে না?' আম্মুর এক ডাকেই লাফ দিয়ে উঠে বসে সুমাইয়া। আজকে ওর সাহারি খেতেই হবে। কালই ও সিয়াম রাখতে চেয়েছিল। কেউ ডাকেনি। যখন ঘুম ভেঙেছে ফজরের আযান দিয়ে দিয়েছে। ও অনেক কেঁদেছে। তাই তো মা বলেছে আজ ওকে ডাকবে।

গত বছর সিয়ামে ওর যখন ৪ বছর বয়স ছিল, কেউ ডাকত না ওকে। একদিন ঘুম ভেঙে ও অনেক কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে ঠাস করে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তবে পড়ার আগে ও দেখে নিয়েছে মাথা বিছানায় পড়ছে নাকি মেঝেতে। মেঝেতে মাথাটা ঠাস করে লাগলে অনেক ব্যথা লাগে কিনা! তারপর আম্মু একটা সিয়াম রাখতে দিয়েছিল; কিন্তু দুপুরের পর ও আর পারেনি। গোসল করার সময় ঝরনার পানি অনেকটা খেয়ে নিয়েছিল। তখন তো ও একা গোসল করা শুরু করেছিল। বের হওয়ার পর দাদুমণি জিজ্ঞেস করেছিল, খিদে লেগেছে আপুসোনা? পানির পিপাসা লাগে? সরল মনে সুমাইয়া বলে দিয়েছিল পানি খাওয়ার কথা। দাদুমণির সেকি হাসি। সবাইকে ডেকে ডেকে বলে দিয়েছিল। সুমাইয়া কি আর জানত নাকি ঝরনার পানিও খাওয়া যাবে না। সুমাইয়া খুব রেগে গিয়েছিল। গালটা ফুলিয়ে মুখটা শক্ত করে হতাশ হয়ে আম্মুর দিকে তাকিয়েছিল। ওকে তখন ঠিক রাগী বিড়ালের

www.QuranerAlo.net

মতোই লাগছিল। তারপর আম্মু ডিম ঝোল দিয়ে ভাত খাইয়ে দিলো, সিয়াম আর রাখা হলো না।

হাতমুখটা ধুয়ে খাবার টেবিলে বসল সুমাইয়া। দাদুভাই এখনো আসেনি টেবিলে। দাদুভাইকে উঠাতে অনেক কষ্ট হয়। একবার বাবা ডাকে, একবার মা, আরেকবার দাদুমণি। মা খাবার গরম করে একটা একটা করে বাটি রাখছে টেবিলে। গরুর মাংসও আছে আজ। সুমাইয়ার খুব পছন্দের খাবার। তাই মা সাহারিতে গরুর মাংস রেখেছে।

ভালো মেয়ের মতো ডাল আর মাংস দিয়ে খেয়ে নেয় সুমাইয়া। কয়েকবার বাবাকে জিজ্ঞেস করে, 'আর কয় মিনিট বাকি আছে।' দাদুভাই খাওয়ার মাঝেও অনেক প্রশ্ন করেছে।

'সুমাইয়া কি সিয়াম রাখবে নাকি!'

'ইনশা আল্লাহ!'

'ইনশা আল্লাহ, মানে কী গো!'

'তুমি তো জানো দাদুভাই!'

'ভুলে গিয়েছি। আবার বলো।'

'শোনো মজা করেও মিথ্যা বলবে না, কেমন? ইনশা আল্লাহ, মানে আল্লাহ চাইলে। আল্লাহ যদি চান আমি সিয়াম রাখব। আর প্রশ্ন করো না কেমন? এখনো অনেকটুকু ভাত বাকি। আযান দিয়ে দিলে আর খাওয়া যাবে না।'

সবাই একসাথে হেসে দেয়। সুমাইয়ার রাগ করার মতো সময় নেই, তাই ও খাওয়ায় মন দেয়।

খাওয়া শেষে ওজু করে এসে মায়ের সাথে সালাতে দাঁড়ায় সুমাইয়া। মাত্র চারটা সুরা জানে সুমাইয়া। ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক, নাস। আর যেসব দুআ জানে না সেখানে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ পড়তে থাকে ও। আরেকটু বড় হলে ইনশা আল্লাহ, সব দুআ শিখে নেবে। ভাতগুলো এখনো ঠিকমতো নামেনি, পানিও অনেক খেয়েছে, তাই সিজদা দিতে কষ্ট হয়।

www.QuranerAlo.net

মনে পড়ে—পেটের একভাগ খালি রাখার কথা ছিল। একভাগ খাবার, এক ভাগ পানি আর একভাগ ফাঁকা এমনটাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতে বলেছেন। দুই রাকআত পড়ে আর পড়ে না। আসলে ওর তো এখনো সালাত ফরজ হয়নি। ফরজ হওয়া মানে অবশ্যই পড়তে হবে। সিয়ামও ফরজ না, তবু ও রাখতে চায় আজ। কত বছর বয়সে ফরজ হবে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল। মা বলেছিল বড় হলে এই বিষয়ে বলবে। সুমাইয়া আর কথা বাড়ায়নি।

দুই.

জানালা দিয়ে আসা রোদ চোখের ওপর পড়ায় চোখ কুঁচকে ফেলে সুমাইয়া। ঘড়ির দিকে তাকায়। বাবার থেকে শিখে নিয়েছে ঘড়ি দেখাটা। সবচেয়ে মোটা কাঁটাটা দশের কাছে। মানে ১০টা বাজে। এতক্ষণ ঘুমিয়েছে ও। সব সময় বড়জোর ৮টা বাজে। হঠাৎ মনে পড়ে রাতে ও সাহারি করেছে, আজ সিয়াম রেখেছে। আস্তে আস্তে বাথরুমে গিয়ে দাঁতটা ব্রাশ করে নেয়। খুব সাবধানে করে, যেন পানি গলায় চলে না যায়। বারবার করে থুতু ফেলে। বের হয়ে দাদুমণি আর দাদুভাইয়ের রুমে যায় ও। দাদুভাই পত্রিকা পড়ছে। দাদুমণি নেই। হয়তো এখনই ইফতার সাহারির রান্না জুড়ে দিয়েছে। দাদুভাইয়ের প্রশ্ন থেকে বাঁচতে তাড়াতাড়ি মায়ের খোঁজে বের হয় ও।

টাইলস দেওয়া মেঝেটা দাবার ছক কাটা বোর্ডের মতো। প্রতিটা ছকে মাত্র একবার করে পা ফেলে সুমাইয়া। এটা ওর মজার খেলা। একবারের বেশি কোনো ছকে পা পড়ে গেলে আবার শুরু করে। মা স্টাডি রুমে বসে ল্যাপটপে লিখছে। স্টাডি রুমটা খুব ছোট। সুমাইয়া আরেকটু বড় হলে এই রুমটা ওর হয়ে যাবে। তাই এই রুমের সবকিছু একটু নজরদারিতে রাখে সুমাইয়া। সেদিন ফুপাতো ভাই আরিফ একটু রং পেন্সিল দিয়ে দেওয়ালে দাগ কেটেছিল। সুমাইয়া ভালোমতো বকে দিয়েছে; কিন্তু আরিফ তবুও হেসেছে। আসলে আরিফ বোধহয় কিছু বোঝেনি। ওর এখনো দুই বছর হয়নি।

মা খটখট করে টাইপ করে যাচ্ছে। সুমাইয়াকে দেখে মিষ্টি একটা হাসি দিলো। মায়ের হাসি খুব সুন্দর। সুমাইয়া রেগে থাকলেও মায়ের হাসি দেখলে অল্প হলেও হাসে। ও মায়ের গা ঘেঁষে বসে। খুব সুন্দর গন্ধ মায়ের গায়ে। কোনো ব্র্যান্ডের পারফিউম না, এটা আল্লাহর দেওয়া পারফিউম। অনেক প্রিয় গন্ধ। মা অনেক

www.QuranerAlo.net

লেখালেখি করে। মায়ের বান্ধবীরা বলে মায়ের লেখার হাত নাকি দারুণ। মা বড়দের গল্প লেখে।

সুমাইয়ার জন্যে একটা বাবুদের গল্পও লিখেছিল। গল্পের নামটাই হাসির, ইকিলি বিকিলি। সুমাইয়া অনেক হেসেছিল গল্পটা শুনে। মা যে এত ভালো লেখে—সেটা ফুপিকে একদিন বলেছিল। ফুপি মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, 'বাচ্চাকাচ্চা আরো থাকলে এসব আজগুবি লেখার সময় থাকত না।' সুমাইয়া না বুঝে মাকে বলে দিতেই মায়ের সে কী কান্না। বাবা অফিস থেকে ফেরার পরও মা কেঁদেছে। যদিও ফুপি এসব জানে না। বাবা পরে সুমাইয়াকে বলেছে একজনের কথা আরেকজনকে বলতে নেই। এতে গুনাহ হয়। একজনের কথা আরেকজনকে বলে সম্পর্ক নষ্ট করলে নামিমাহ[১] হয়। এটা ভীষণ গুনাহর কাজ। সুমাইয়া এরপর থেকে সব কথা সবাইকে বলে না, শুধু মাথায় গেঁথে রাখে। মাঝে মাঝে কথাগুলো পেটে খুব গুতোগুতি করে। তখন খুব সমস্যা হয়ে যায়। কথাকে তো আর টয়লেটের সাথে বের করে দেওয়া যায় না!

তিন.

গোসল করার পর একটু ঘুমিয়ে নেবে সুমাইয়া। আজ ঘড়ির কাঁটা কি একটু আস্তে চলছে? অল্প অল্প ক্ষুধা পাচ্ছে সুমাইয়ার। দুপুরে মা ওর পাশে এসে একটু শোয়। তখন মাকে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে যায় সুমাইয়া।

আসরের আযানে ঘুম ভাঙে সুমাইয়ার। ঘুম ভাঙতেই মুখের সামনে রুমকির হাসিমুখ দেখতে পায়। রুমকি ওর পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। ওর থেকে একটু ছোট। রুমকি পড়ে নার্সারিতে, সুমাইয়া কেজিতে। ওরা প্রতি বিকেলে একসাথে খেলে। খেলনা হাঁড়ি-পাতিলগুলো নিয়ে দুইজন একসাথে বসে পড়ে মেঝেতে; কিন্তু সুমাইয়া রুমকিকে সাবধান করে দেয়, আজ কোনোভাবেই ঝগড়া করা যাবে না।

'শোনো আমি সিয়াম আছি। আমরা তো এমনিতেও ঝগড়া করি না। আজ আরো সাবধান থাকতে হবে বুঝলে?'

'সিয়াম আছি মানে কী? আমার ভাইয়ার বন্ধুর নাম সিয়াম।'

---

[১] চোগলখোরি

www.QuranerAlo.net

'সিয়াম মানে সিয়াম। মা বলেছে। তোমার আম্মু তোমাকে বলেনি?'

রুমকি চোখ বড় বড় করে দুইদিকে মাথা নাড়ে। আজ একটা নতুন শব্দ শিখল ও।

এক পাতিলে চা, আরেক পাতিলে গোশত উঠায় দুইজন। সুমাইয়ার চুলাটা জ্বলছে না। রুমকির থেকে একটু আগুন নেয় ও। প্লাস্টিকের চামচটা দিয়ে পাতিলে নাড়তে থাকে, তবুও চামচ গরমে গলে যায় না। রুমকি চায়ে পাতি দেয়। এভাবে ওদের মিছিমিছি খেলা অনেক্ষণ চলতে থাকে। মা ইফতারের আধা ঘণ্টা আগে ডাক দেয়। খেলতে খেলতে ভুলেই গিয়েছিল ক্ষুধার কথা। তাড়াতাড়ি খেলনার বাক্সে পাতিল তুলে রাখে ও। চা আর গোশতের ঝোলে খেলনার বাক্স একাকার হওয়ার ভয় নেই, কারণ, সবই ছিল এমনি এমনি রান্নাবান্না। ওজু করে নিজে থেকেই ওর প্রিয় স্কার্ফটা পরে নেয় সুমাইয়া। কালোর ওপর গোলাপি ফুল ফুল। রুমকিকে নিয়ে খাবার টেবিলে বসে। একটু চোখ ট্যারা করে দেখে নেয় ওর সবচেয়ে প্রিয় আলুর চপ আম্মু করেছে কিনা। খাবার নিয়ে এতক্ষণ বসে থাকতে কষ্ট হয় ওর। আযান দিতে এখনো দেরি। দাদুভাইও পাশে বসে। সুমাইয়া মনে মনে ভাবে, 'এই যে, এখন একশো হাজারটা প্রশ্ন করবে দাদুভাই।' অনেক বোঝাতে সুমাইয়া সব সময় বলে একশো হাজার, ওর মনে হয় এটা অনেক বড় সংখ্যা।

'সুমাইয়া বলো তো তোমার নাম কার নামে রাখা হয়েছে।'

এতদিনে উত্তর মুখস্থ হয়ে গেছে রুমকির। খুব আগ্রহ নিয়ে বলে, 'প্রথম নারী শহিদের নামে। শহিদ মানে যে আল্লাহকে খুশি করতে তাঁর রাস্তায় মারা গেছে।'

দাদুভাই রুমকিকে বলে, 'মা শা আল্লাহ।'

রুমকির মুখটা ঝলমল করে ওঠে। সুমাইয়ার দাদুভাইকে ওর অনেক ভালো লাগে। সুমাইয়ার কী সুন্দর সময় কেটে যায় দাদুমণি-দাদুভাইয়ের সাথে। রুমকির বাসায় শুধু ভাইয়া, মা আর বাবা। ভাইয়া সারাদিন প্লেস্টেশনে গেইম খেলে, মা তো খুব ব্যস্ত, আর বাবা রাত করে ফেরে। সুমাইয়ার বাসায় এলে যা মজা হয়!

সিয়ামরত ব্যক্তির দুআ কবুল হয়, তাই সুমাইয়া দুআ করতে থাকে। খুব মায়াবী লাগে তখন ওর মুখটা। আযান হতেই সবার সাথে সাথে রুমকি আর সুমাইয়া খেজুর তুলে নেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর দিয়ে সিয়াম

www.QuranerAlo.net

ভাঙতেন তাই লোভনীয় শরবতটা ছেড়ে খেজুরই মুখে দেয় সুমাইয়া। আজ ওর প্রথম সিয়াম। আল্লাহর ইচ্ছায় সুমাইয়া সিয়াম রাখতে পেরেছে তেমন কষ্ট ছাড়াই। আলহামদুলিল্লাহ।

www.QuranerAlo.net

সাদাকা

জাকিয়া সিদ্দিকী

ফুলকো বেগুনিগুলো দেখলেই টুপ করে মুখে পুরতে মন চায়। ধোঁয়া ওঠা গরম গরম বেগুনির শরীর থেকে আসছে মন মাতানো ঘ্রাণ। জিভে পানি এসে পড়ল রাইয়ানের। পরক্ষণেই লজ্জা পেয়ে জিভ কাটল ও। যা! আল্লাহ নারাজ হবেন। সিয়াম রেখে বুঝি খাওয়ার কথা ভাবা যায়? রাহেলা খালা একমনে বেগুনি ভাজছে। বিষণ্ন মুখখানা ভারি শুকনো দেখাচ্ছে তার। চোখ দুটো তার বেগুনির মতোই ফোলা।

আপনার খিদে পেয়েছে খালা? ইফতারের আর সত্তর মিনিট বাকি। রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল রাইয়ান।

শুষ্কভাবে হাসল রাহেলা। না বাবা, খিদা লাগেনি। তোমার লাগছে? নাহ, সজোরে মাথা নাড়ল রাইয়ান। ঢোক গিলল একবার।

পিয়াস লাগছে বাবা?

নাহ তো, আগের চাইতেও জোরে মাথা নাড়ল রাইয়ান।

এবার হেসে ফেলল রাহেলা। এতটুকু বাচ্চার ইবাদতে কী আগ্রহ! ভাবতেই মনটা ভরে উঠল রাহেলার। নয় বছরে সবে পা দিলো ছেলেটা। বাবা-মায়ের সাথে বায়না করেই সিয়াম রাখছে। বিকেলের পর থেকে বারবার ঢোক গেলে আর সময় দেখে কিন্তু কাউকেই কিছু বলে না।

www.QuranerAlo.net

মা কখন ফিরবে খালা? প্রশ্ন করল রাইয়ান। ইফতারের আগেই আসব বাবা। চিন্তা কইরো না।

আচ্ছা। সুবোধ বালকের মতো মাথা নেড়ে ব্যাট হাতে হলরুমে চলে গেল রাইয়ান।

আহারে, মা আর সন্তানের কী গভীর টান! বাবা আমার কেমন কইরা আমাকে ছাইড়া আছে? বুক চিরে নিঃশ্বাস বেরুল রাহেলার।

প্রেসক্রিপশানগুলো ফাইলে রাখলেন ইয়াসমিন হক। কপালের ভাঁজে দুশ্চিন্তা নয়; বরং প্রগাঢ় বিষণ্নতা। চিন্তা যতটা না নিজের তার চাইতে অনেক বেশি ছেলেটার জন্য। কত নেক আমল করার ছিল! সময় তো আল্লাহ কম দেননি, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি সেভাবে। এখন শুধু বিদায়ের অপেক্ষা! দুইমাস আগে ব্লাড টেস্টে ক্যান্সারের জীবাণু দেখা দিয়েছে তার। তখন থেকেই চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসা কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত।

আপা, ইফতারির তো দেরি নাই, আসেন। রাহেলার ডাকে ফিরে তাকালেন ইয়াসমিন।

আসছি। স্মিত হাসলেন ইয়াসমিন। আজ তোমার কষ্ট হলো, তাই না? আমি হেল্প করতে পারলাম না একটুও।

মাথা নেড়ে ইয়াসমিনের কথার প্রতিবাদ করল রাহেলা।

তোমার চোখগুলো আজ বড্ড ফোলা ফোলা লাগছে যে!

না, কিছু না। যুহরের পরে ঘুমাইছিলাম তো! ব্লেন্ডারে লাচ্ছি প্রস্তুতে মন দিলো রাহেলা।

সাহারি সেরে ফজরের পরে একটু ঘুম। তারপর ঘরের কাজ আরম্ভ করতে হয়। ইয়াসমিন হক স্কুলটিচার। রামাদানে স্কুল ছুটি থাকে। সালাত শেষ করে আবার ওয়াশরুমে গেল রাহেলা। বের হওয়ার মুখে ইয়াসমিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন থমকে দাঁড়াল ও। ইয়াসমিন হক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

তোমার কি শারীরিক কোনো সমস্যা আছে রাহেলা? স্বাভাবিক কণ্ঠেই জানতে চাইলেন ইয়াসমিন।

www.QuranerAlo.net

না তো, আপা। কোনো সমস্যা নাই। শুকনো মুখে বলল রাহেলা।

আসার পর থেকেই দেখছি তুমি একটু পরপরই ওয়াশরুমে যাও। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

মাথা নিচু করে ফেলল রাহেলা।

আমাকে বলো তোমার কী সমস্যা হচ্ছে?

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে ধীরে ধীরে রাহেলা যা বলল তার সারমর্ম হলো— বাংলাদেশে তার নয়মাসের একটি ছেলে আছে। স্বামী আজ বহুদিন হলো নিখোঁজ। বউ-বাচ্চা কারোরই খোঁজ নেয় না। বৃদ্ধ বাবাও অসুস্থ। দুঃসহ অভাবের তাড়নায় ছেলেকে তার নানীর কাছে রেখে প্রবাসে আসতে বাধ্য হয়েছে গৃহপরিচারিকার কাজ নিয়ে। সন্তান তার দুধ খেত। এখানে আসার পর জমানো দুধ ফেলে দিতে হচ্ছে একটু পর পর।

কিছুটা সময় স্তব্ধ হয়ে রইলেন ইয়াসমিন। তার জীবনঘাতী রোগের কারণে ছেলেকে ছেড়ে অচিরেই হয়তো চলে যেতে হবে কোনোদিন। আর রাহেলাকে জীবনের তাগিদে ছেলেকে ছেড়ে প্রবাসে আসতে হয়েছে!

নিজের চিকিৎসার জন্য জমানো টাকা থেকে হিসেব মিলিয়ে রাহেলার তিন বছরের টাকা আলাদা করলেন ইয়াসমিন।

দেশে ফিরে যাও। ছেলে বড় হলে তারপর না হয় এসো আবার। তবে দুআ করি— আর যেন না আসতে হয়। দেশেই যেন আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখেন। রাহেলার হাতে টাকা দিয়ে বললেন ইয়াসমিন। হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রাহেলা। কিছুটা সময়... বাকরুদ্ধ রাহেলার চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে আরম্ভ করেছে।

আল্লাহু আকবার! আমি আমার পনেরো বছরের মেডিকেল লাইফে এমন কেইস কখনোই হ্যান্ডেল করিনি। আপনার রক্তে ক্যান্সারের কোনো জীবাণুই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রিপোর্ট পুরোপুরি স্বাভাবিক। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ ড. ফয়সালের।

পুরো শরীরজুড়ে কেমন ধাক্কা অনুভব করলেন ইয়াসমিন। কোনো... কোনো ভুল তো হতে পারে ডক্টর! কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন তিনি।

www.QuranerAlo.net

সে সম্ভাবনা নেই। আমরা একাধিকবার ল্যাব টেস্ট করেছি। পুরোপুরি শিউর হয়ে জানাচ্ছি আপনাকে।

বাঁধভাঙা কান্নাটা চেপে রেখে টলমল পায়ে হসপিটাল থেকে বের হলেন ইয়াসমিন হক। পুরো শরীর তার সিজদার জন্য আঁকুপাকু করছে। লুটিয়ে পড়তে মন চাইছে মহান রবের দরবারে। বারবার মনে পড়ছে—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সাদাকা পাপ মুছে দেয়; যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।'[১]

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ১৭২৩

www.QuranerAlo.net

নষ্ট বীজের গল্প

নূরুন আলা নূর

ছোট্ট ছেলে আনাস। মা-বাবার চোখের মণি। এবার সে কেজিতে উঠেছে। রামাদান মাস। সবাই সিয়াম রাখে। রাতে উঠে একসাথে সাহারি খায়। আনাসের খুব মন চায় সেও সবার সাথে সাহারি খাবে, সিয়াম রাখবে; কিন্তু সে যে ঘুম থেকেই উঠতে পারে না। ঘুম নষ্ট হলে শরীর খারাপ করবে ভেবে মা-ও তাকে ডাকেন না। বলেন, 'তুমি তো খুব ছোট, বাবা। বড় হলে সিয়াম রাখবে।'

ইশ! কবে যে সে বড় হবে, মনে মনে ভাবে আনাস।

৫ বছর পর...

এখন আনাসের বয়স দশ। এবারের রামাদানে সে অবশ্যই সিয়াম রাখবে। মনে মনে দারুণ এক্সাইটেড সে। মনের কথা মাকে জানাতেই একবাক্যে নাকচ করে দিলেন মা।

—না বাবা। এবার না। এবার তো রামাদানেই তোমার পরীক্ষা। এর মধ্যে সিয়াম রাখলে পরীক্ষায় খারাপ করবে।

মায়ের কথা শুনে চোখ ফেটে পানি আসে আনাসের। কত্ত আশা করেছিল সে।

আরো ১০ বছর পর...

রাত ৩ : ১৫

www.QuranerAlo.net

—আনাস, বাবা। ওঠো। সাহারির সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

—মা, যাও তো। ঘুমাতে দাও প্লিজ। (ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলে আনাস)
—সাহারি খাবে না? সিয়াম রাখবে কীভাবে?

—রাখব না। সিয়াম রাখলে পিপাসা পায়।

াকে হতবাক করে রেখে পাশ ফিরে কানে বালিশ চাপা দেয় আনাস। আর কোনো থা বাড়াতে রাজি না সে।

☆☆☆

পাঁচ বছর বয়সে আনাসের সিয়াম ফরজ হয়নি, কিন্তু তার হৃদয়ে দ্বীনের প্রতি, ইবাদতের প্রতি ভালোবাসার বীজ বুনে দেওয়ার উপযুক্ত সময় ছিল সেটা। তার বাবা-মা তাকে রামাদানের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে পারতেন। কখনো-সখনো সাহারিতে ডেকে একসাথে সাহারি করতে বলতে পারতেন। তাকে সিয়াম রাখতে উৎসাহিত করতে পারতেন। হয়তো আনাস দুপুরের দিকেই সিয়াম ভেঙে ফেলত ক্ষুধার জ্বালায়; কিন্তু একটু একটু করে তার অভ্যাস হতো সিয়াম রাখার। সে রামাদানের মাহাত্ম্য বুঝত।

১০ বছর বয়সে আনাসকে সিয়াম রাখতে দেওয়া হলো না পরীক্ষার অজুহাতে। আনাস শিখল তার রবের ইবাদত করার চেয়ে স্কুলের পরীক্ষায় ভালো ফল করা বেশি জরুরি।

২০ বছর বয়সের আনাসকে নতুনভাবে গড়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সে এখন সেভাবেই আচরণ করবে—যা সে এতদিন শিখে এসেছে, যাতে সে অভ্যস্ত। তার সিয়াম রাখতে ভালো লাগবে না; কারণ, সে এর মর্যাদাই বোঝে না। ছোট থেকে মানা করে করে তাকে এর প্রতি অনাগ্রহী করে তোলা হয়েছে। সাবালক হওয়ার পরে যখন তার ওপর সিয়াম ফরজ হয়েছে, তখনো তাকে এর গুরুত্ব বোঝানো হয়নি।

আমাদের সাহাবিগণ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম তাদের ছোট সন্তানদের সিয়াম রাখতে উৎসাহিত করতেন। ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়ে রাখতে তাদের কাঠের খেলনা দিয়ে ব্যস্ত করে রাখতেন।

www.QuranerAlo.net

সন্তানের প্রতি আমাদের ভালোবাসা যদি তার আখিরাত নষ্ট করে দেয়, তবে সে ভালোবাসার কোনো মূল্যই নেই। ছোট্ট শিশু যেন একদলা নরম কাদা মাটি। তাকে সঠিক আকারে গড়ে নেওয়া যত সহজ, বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের হৃদয়ে কোনো ছাপ ফেলা ঠিক ততটাই কঠিন। তাই দেরি না করে সন্তানের হৃদয়ে ছোটবেলাতেই দ্বীনের প্রতি পরম ভালোবাসার বীজ বুনে দিন।

www.QuranerAlo.net

রামাদান, তাকওয়া এবং ট্রেইনিং

শারিন সফি অদ্রিতা

রামাদানের নিঃশব্দ রাতগুলোতে জায়নামাযে দাঁড়ানোর মিষ্টতা অনুভব করেছেন কখনো? নিঃশ্বাস নিলে রহমতের সুগন্ধ পাওয়া যায় রাতজুড়ে। কুরআনের পাতাগুলোতে প্রবাহিত অশ্রু লেগে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ভিজে যায়। দুইহাত তুলে গরিবের মতো চাওয়া হয় সব রাজাদের রাজা যিনি, তাঁর কাছে।

বিশ্বাস করুন, রামাদানের রাতে এই এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলতে পারার জন্যে লক্ষ-হাজার আত্মা কবরে শুয়ে আফসোস করছেন! সেই কবরে এখন আমিও শুয়ে থাকতে পারতাম! আপনিও পারতেন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দয়া করে আমাদের এখনো কবরে শোয়াননি। একটু জিজ্ঞেস করি তো নিজেকে, আমরা কি প্রস্তুত?

নিজেদের প্রস্তুত করতে, ঈমান ঝালাই করে মুসলিমদের ট্রেইনিং নেওয়ার একটি দারুণ বুটক্যাম্প মাস হলো রামাদান। 'ট্রেইনিং' শব্দটির সাথে আমরা কম-বেশি সবাই পরিচিত। সাধারণত যে কোনো ট্রেইনিংয়ের শেষে থাকবে একটি অর্জন। যেমন—মিলিটারিরা ট্রেইনিং শেষে বিশেষ স্বীকৃতি অথবা প্রমোশন পায়। মেডিকেল স্টুডেন্ট ট্রেনিং শেষে অর্জন করে নিজের নামের আগে 'ডাক্তার' যোগ করার

www.QuranerAlo.net

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে সুরা বারাকার ১৮৩ নং আয়াতে।

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা 'তাকওয়া' অর্জন করতে পারো।

তাহলে বোঝা গেল, আমরা রামাদানে সিয়াম রেখে ট্রেইনিং শেষে তাকওয়া অর্জন করতে চাই!

তাকওয়া মূলত কী?

'তাকওয়া' শব্দটির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ক্লাস সিক্সের পাতলা 'ইসলাম শিক্ষা' পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে । সেখানে অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে তাকওয়া নিয়ে দু-এক কথা ছিল। সেখান থেকে বুঝলাম, সহজ ভাষায় 'তাকওয়া' অর্থ—'আল্লাহ-ভীরুতা'। আল্লাহকে ভয় পেয়ে খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা। শিখলাম—তাকওয়াবান ব্যক্তির সম্মান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সবচাইতে বেশি![১]

ব্যস! মুখস্থ করে নিলাম সেই অর্ধপৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ তাকওয়ার সংজ্ঞা। পরীক্ষার খাতায় মুখস্থ বাণীগুলো উগড়ে দিয়ে এলাম। রেজাল্ট ভালো হলো। মা-বাবা বেজায় খুশি। সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে ব্রেইনের 'লং-টার্ম মেমোরি লিস্ট' থেকে কবে যে তাকওয়ার সংজ্ঞা ডিলিট হয়ে গেল, টেরও পেলাম না! তাকওয়ার সাথে মোটামুটি পরিচয় ওই পর্যন্তই ছিল।

পরবর্তী সময়ে আমার রব যখন দয়া করে আমাকে মিথ্যা দুনিয়ার ধোঁকা বোঝার তাওফিক দিলেন, দ্বীনি চেতনার বীজ অন্তরে বুনে দিলেন, ধীরে ধীরে তাকওয়ার সংজ্ঞাকে নতুনভাবে চিনতে শিখলাম। সুবহানাল্লাহ! যেখানে তাকওয়া নিয়ে বইয়ের পর বই লিখে ফেলা যাবে, সেখানে ওই অর্ধ-পৃষ্ঠার বর্ণনা কতই-না অসম্পূর্ণ!

---

[১] হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি; যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই লোকই অধিক সম্মানীয়, যে লোক অধিক তাকওয়াবান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখেন।—সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩

www.QuranerAlo.net

তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর ব্যাপারে সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি। আল্লাহকে ভালোবাসা, আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর জন্যই লেগে থাকা এবং আল্লাহর জন্যই বিরত থাকা। তাকওয়া হচ্ছে এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে—আমি তাকওয়া ধরে রাখলে, আর কিছুই আমাকে আটকাতে পারবে না!

যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ বের করে দেবেন এবং তার ধারণাতীত স্থান থেকে তাকে রিযিক দান করবেন।[১]

জাহান্নাম, আগুন, কবরের আজাব, মাটির কামড়—এ সমস্ত বর্ণনা শুনলে যে কেউ ভয় পাবে। কিন্তু ভয়টা স্থায়ী হয় না কেন? ভয়টা ভেতর থেকে নাড়িয়ে আমাদের বদাভ্যাসগুলো গুড়িয়ে দেয় না কেন? কারণ, সামগ্রিকভাবে আল্লাহর প্রতি আমাদের সচেতনতার অভাব।

তাকওয়া কেবল একটা 'ভীতিকর অনুভূতি'র মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যা ভয়ের উদ্রেক করবে আবার চলেও যাবে! তাকওয়া ভেতর থেকে মানুষকে প্রচণ্ড ধাক্কা দেবে, তার চরিত্র সুন্দর করবে, তাকে আমূলে পরিবর্তন করবে! তাকওয়া তাকে ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে, মন্দ কাজের প্রতি অন্তরে ঘৃণা নিয়ে আসবে। তাকওয়া তার নিজের হিফাজত করতে শেখাবে।

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালক আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, 'হে বৎস, আমি কি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেবো?' এই বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে কিছু উপদেশ দেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন—

'তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহকে) হিফাজত করো, আল্লাহ তোমার হিফাজত করবেন। তুমি আল্লাহকে (আল্লাহর বিধানসমূহকে) হিফাজত করো, তখন তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখেই পাবে।

---

[১] সুরা তালাক, আয়াত : ২-৩

www.QuranerAlo.net

যখন তুমি কোনো কিছু চাবে, আল্লাহর কাছে চাবে। যখন কোনো সাহায্য চাবে, আল্লাহর কাছেই চাবে। একটি কথা মনে রাখবে, যদি পুরো উম্মত একত্র হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চায়, আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যতটুকু উপকার লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাইরে বিন্দু পরিমাণ উপকারও তোমার কেউ করতে পারবে না। যদি আল্লাহ তোমার উপকার না চান, তবে সমস্ত উম্মত একত্র হয়ে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যতটুকু ক্ষতি লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাইরে বিন্দু পরিমাণ ক্ষতিও তোমার কেউ করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ও কাগজ শুকিয়ে গেছে।'[১]

সাহাবিগণের জীবনে আমরা তাকওয়ার উদাহরণ কীভাবে দেখি?

এক. বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রচণ্ড গরমে রৌদ্রতপ্ত বালুতে খালি গায়ে শুইয়ে পাথরচাপা সহ্য করার পরেও 'আহাদুন আহাদ' (আল্লাহ এক! আল্লাহ এক!) বলে চিৎকার করার শক্তি দিয়েছিল।

দুই. আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জ্বলন্ত লোহা দিয়ে ঝলসে দেওয়ার পরও ঈমানের ওপর অটল থাকার শক্তি দিয়েছিল!

তিন. জুরারা ইবনু আউফা রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার ফজরের সালাতের ইমামতি করার সময় তিলাওয়াতের একপর্যায়ে তার সামনে সুরা মুদ্দাসসিরের এই আয়াত এলো—যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে; সেদিন হবে কঠিন দিন![২] এই আয়াত পাঠ করতেই তিনি ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েলেন!

চার. উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এত কান্নাকাটি করতেন যে, তার দাড়ি ভিজে একাকার হয়ে যেত! উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু জামাআতে সালাত আদায়ের সময় কুরআন তিলাওয়াতে এমনভাবে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন যে, একেবারে পেছনের কাতারগুলো থেকেও তার কান্নার আওয়াজ শোনা যেত!

পাঁচ. মুসআব ইবনু উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু। উহুদের রক্তাক্ত প্রান্তরে একহাতে মুসলিম বাহিনীর পতাকা নিয়ে অন্য হাতে তলোয়ারের ঝনঝনানির সাথে সাথে

---

[১] *জামি তিরমিযি* : ২৫১৬

[২] সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ৮-৯

www.QuranerAlo.net

যুদ্ধ করতে লাগলেন। একপর্যায়ে, এক মুশরিক সৈন্য তরবারির হ্যাঁচকা টানে তার ডান হাতটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো। তিনি তখন আরেক হাত দিয়ে পতাকা ধরে রাখলেন। ইতোমধ্যে সেই হাতটিও শত্রুসৈন্য একইভাবে কেটে দিলো। এরপরও তিনি রক্তাক্ত দুই বাহু দিয়ে তাওহিদের ঝান্ডা উঁচু করে ধরে রাখলেন এবং চিৎকার করে মুসলিম সৈন্যদের সাহস দিতে লাগলেন। তাকওয়া এবং ঈমানের জোর যে এমনই! যে তাকওয়া অর্জন করতে পারে, নিঃসন্দেহে সে সম্মানিত এবং সফল।

সেই সূর্য-সন্তানদের সাথে আমাদের তাকওয়ার তুলনা করি। হতাশ হওয়ার জন্য এই তুলনা নয়। নতুন উদ্যমে খাঁটি তাকওয়া অর্জনের অনুপ্রেরণা পেতেই এই তুলনা!

এখন এই খাঁটি তাকওয়া আমি কীভাবে রামাদানের মাধ্যমে অর্জন করতে পারি?

তাকওয়ার ট্রেইনিং রামাদানে হয়, যখন খাবার সামনে থাকা সত্ত্বেও আমরা তা খাই না। হয়তো রান্নাঘরে খাবার আছে। প্রচণ্ড ক্ষুধার মধ্যে আমি টুপ করে এক লোকমা মুখে পুরে নিলে কেউ জানবেও না যে, আমি দিব্যি সিয়াম রেখেও চিটিং করছি, খেয়ে যাচ্ছি! অথচ আমরা কেউ সাধারণত এই অকাজ করি না! 'কেউ না দেখলে কী হবে, আল্লাহ তো দেখছেন!' এই চিন্তাটা আমাদের মাথায় থাকে!

খিদায় গুড়-গুড় করা পেট নিয়ে ইফতারের সামনে যখন বসে থাকি আর ভাবি, 'খাবার থেকে এক আঙুল দূরে থেকেও মুখে পুরছি না, কেবল তোমার খুশির জন্য ইয়া রবে কারিম! এই অসিলায় আমার জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আমার জীবন কল্যাণ দিয়ে ভরিয়ে দাও। আমাকে তোমার প্রিয় করে নাও!"

যেই লোক দেখানো 'রিয়া' এবং ইখলাসের অভাবে ১১ মাস আমল দূষিত হতে থাকত, সিয়ামের ওই এক মুহূর্ত যেন সব নষ্টামি ধুয়ে দিলো! স্বয়ং আল্লাহ, আমার রব বলেছেন, 'সাওম কেবল আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেবো!'[১]

শুধু আল্লাহর খুশির জন্যেই রোজা রেখে যাওয়া। মানুষের খুশি, এমনকি নিজের খুশিরও পরোয়া না করা। এটাই তো তাকওয়ার ট্রেইনিং।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৮৯৪

www.QuranerAlo.net

তারাবির নামাজে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যথাতুর দুই পা মালিশ করতে করতে আমরা যখন ভাবি, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশায় রামাদানে কিয়াম করবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।'[১]

এই যে শুধু আল্লাহর কাছেই পুরস্কারের আশায় নেক আমল রামাদানে বাড়িয়ে দিচ্ছি! এটাই তো তাকওয়ার ট্রেইনিং।

তাকওয়া এমন কিছু না যে, সকালে ঘুম থেকে উঠলাম আর আমি তাকওয়াবান হয়ে গেলাম! এর পেছনে অধ্যবসায়, অনুশীলন, পরিশ্রম এবং ট্রেইনিং লাগে!

আর এই একটি মাস জুড়ে চলে এমনি শরীর-মনের এই যুদ্ধ এবং ট্রেইনিং! এই যুদ্ধে মুসলিম সিয়ামরত ব্যক্তির জন্যে শরীরের কামনা-বাসনা পরাজিত হয়। শরীর হাজার খাবার চাইলেও মাগরিবের আযানের আগে তাকে খাবার দেওয়া হয় না। তাকওয়া জয়ী হয়। যারা বুঝে বুঝে এই ট্রেইনিং করছেন, ইনশা আল্লাহ, রামাদান চলে গেলেও তারা সহজেই এবং সামান্যতেই কামনা-বাসনার কাছে আর হেরে যাবেন না।

আমি যদি খাবারের মতো একটা বেসিক চাহিদাকে শুধু আল্লাহর খুশির জন্যে কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে কেন আল্লাহর খুশির জন্যে দুনিয়ার মোহ ছাড়তে পারব না? সিয়ামরত অবস্থায়, আমি যদি আমার রবের খুশির জন্য পানাহারের মতো হালাল কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারছি, তাহলে কীসে আমাকে সেই একই রবের সন্তুষ্টির জন্যে হারাম কাজ থেকে দূরে থাকতে বাধা দিচ্ছে?

এক মাসের ট্রেইনিং শেষে পরবর্তী সময়ে একজন মুসলিমের সামনে হারাম কিছু উঁকি-ঝুঁকি দিলে তার মনে পড়ে যায়—'কেউ না দেখলে কী হয়েছে! আল্লাহ তো দেখছেন!' এটাই হচ্ছে তাকওয়া অর্জনের ফলাফল।

যেভাবে সে প্রচণ্ড ক্ষুধার সময় হাতকে কন্ট্রোল করে রেখেছিল খাবারের দিকে বাড়িয়ে দিতে, ওইভাবেই তার প্রচণ্ড কামনা-বাসনা থাকা সত্ত্বেও ওই হাতকে হারামের দিকে বাড়তে দেবে না।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৭

www.QuranerAlo.net

রামাদান শেষ হলেও সে তার কানকে বলবে, 'আমি আর কতদিন কুরআন ভুলে গিয়ে এই বস্তা-পচা মিউজিক শুনব? আর কেউ না দেখুক, আল্লাহ তো দেখছেন— আমি কী সব অনর্থক বাজে জিনিস শুনি!'

সে তার চোখকে বলবে, 'আর কতদিন এই নির্লজ্জ এবং অসভ্য পূর্ণ টিভি-সিরিয়াল, নাটক, পর্ন দেখে চোখ নষ্ট করব? আর কেউ না জানুক, আল্লাহ তো জানেন— আমি যে কী দেখি!'

হাতকে বলব, 'আর কত কী-বোর্ড চেপে গুনাহ বাড়াব? টেক্সট পাঠিয়ে আল্লাহর ধার্য করা সীমা লঙ্ঘন করব? মা-বাবার কাছে লুকিয়ে কী লাভ? আল্লাহ তো সব দেখছেন এই হারাম সম্পর্কের কু-কীর্তি এবং যিনা!'

মুখকে বলবে, 'আর কত মিথ্যা, গিবত আর রাগে ফুলিয়ে চিল্লা-ফাল্লা করব? এই বেলা থামো! এখনো কি সময় হয়নি রবের কাছে প্রত্যাবর্তনের?'

এটা খুব পাওয়ারফুল। এভাবে অন্তরকে ট্রেইন করতে পারলে প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও আমরা শুধু চ্যাঁচামেচি না, প্রচণ্ড কষ্টেও হতাশ হবো না। প্রচণ্ড ক্রাইসিসের মধ্যেও আশা হারাব না। প্রচণ্ড গুনাহ করার বাসনা মনে জাগলেও আল্লাহকে ভুলে যাব না। আমাদের থেকে মানুষের ভুল ধরা কমে যাবে। অন্যকে মাফ করা আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে। সাদাকার জন্যে পকেট থেকে টাকা বের করে দেওয়া সহজ হবে। ওই যে, আল্লাহ তো দেখছেন! আমার তাকওয়া আমাকে সেটা মনে করিয়ে দেবে। অন্ধকারের মধ্যেও আলোর সন্ধান মিলবে। রামাদানের পরেও ঈমানি জযবা জিইয়ে রাখবে, ইনশা আল্লাহ। ঈমান আপ-ডাউন করলেও কখনোই এতটা নিচে নেমে যাবে না যে, আর উঠে দাঁড়াতে পারছি না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে এত বরকত-রহমত ঢেলে আমাদের সামনে রামাদান রাখলেন, ফ্রি ট্রেইনিং এর সুযোগ দিলেন, চিরশত্রু শয়তানকেও এই মাসে শিকলাবদ্ধ করলেন, তারপরও যদি আমরা এই মাসে আমাদের সময়, শ্রম এবং নিষ্ঠা ঢেলে কাজ না করি, ক্ষতিটা আমাদেরই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের যেন হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত না করেন!

জান্নাতে রোজাদারদের জন্য বরাদ্দ রাখা যে স্পেশাল দরজার নাম 'আর-রাইয়ান', সেখান থেকে কি আমাকে নাম ধরে ডাকা হবে? বলা কি হবে, 'ওই যে অমুকের

www.QuranerAlo.net

সন্তান অমুক! অনেক গুনাহ তো জীবনে করেছ, কিন্তু কেবল আল্লাহর খুশির জন্য সিয়ামটা রেখেছিলে। এবারে আসো, আর রাইয়ান গেইট দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ করো!'

আমিন ইয়া রব!

www.QuranerAlo.net

রামাদান লিস্ট

নাইলাহ আমাতুল্লাহ

এক.

লাবিবা ওর লিস্টটা আরেকবার চেক করল সব ঠিক আছে কি না।

'সালাতের পরের দুআ, চেক! সুরা মুলক মুখস্থ, চেক! যিকির, চেক! কুরআন তিলাওয়াত, চেক!' নিজের মনেই বলতে বলতে লিস্টের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছে লাবিবা। এরপর কিছুক্ষণ একমনে চিন্তা করে দেখল, আর কিছু যুক্ত করা যায় কিনা।

'ক্ষমালাভের দুআ, ভালো রেজাল্ট, দ্বীনি হাসবেন্ড, বাবা-মায়ের জন্য দুআ, বান্ধবীর জন্য দুআ, ফেসবুকের অমুক আপুর বাচ্চাদের জন্য দুআ... সব ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ!'

আবারও লাবিবা নিজেকেই নিজে বলে উঠল।

'এখনো রামাদানের এক মাস আছে। এর মধ্যে লাগলে আরো কিছু যুক্ত করা যাবে ইনশা আল্লাহ।'

নিজের লিস্ট দেখে নিজেই খুব খুশি লাবিবা। এবারের রামাদানটা সে কোনোভাবেই হেলায় ফেলায় কাটতে দেবে না ঠিক করে রেখেছে। এক মাস আগে থেকেই কখন কী করবে—সব কিছুর একটা বিশাল লিস্ট বানিয়ে রেখেছে। রোজ একবার করে লিস্ট চেক করে; কিছু বাদ গেল না তো বা কিছু অ্যাড করা যায় কিনা।

www.QuranerAlo.net

দুই.

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। রামাদানের একদিন আগে রাতে লাবিবার প্রচণ্ড জ্বর উঠল। প্রায় ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট। মা এসে মাথায় পানি দিয়ে লাবিবাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেল। সারারাত ছাড়া-ছাড়াভাবে লাবিবার ঘুম হলো। একদিন পরে রামাদান, এর আগে এত অসুস্থ হলে আমলগুলো করবে কীভাবে? বিছানা থেকেই উঠতে পারছে না, ফরজ সালাতই বা পড়বে কীভাবে? টেনশনে উলটাপালটা স্বপ্ন দেখতে লাগল সারারাত।

পরের দিনও অবস্থার কোনো উন্নতি নেই; বরং সকাল থেকে লাবিবার চোখ একদম হলুদ হয়ে আছে। শরীর এত দুর্বল হয়ে গেছে যে, বিছানা থেকে মাথা ওঠালেও মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। লাবিবার দু-চোখ ভেঙে পানি পড়তে লাগল। এত প্ল্যান, এত প্রস্তুতি, কিছুই কি করতে পারবে না? লাবিবার অবস্থা দেখে সেদিন বিকালেই ওর বাবা-মা ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

তিন.

আজ প্রথম রামাদান, লাবিবা সিয়াম রাখতে পারেনি। এত অসুস্থ অবস্থায় ওকে ওর বাবা-মা সিয়াম রাখতে দেয়নি। আল্লাহ তো রোগীদের জন্য সহজ করেছেন।

লাবিবা নিজেও জানে, সিয়াম ও রাখতে পারবে না। এমনিতেই দুইদিন ধরে কিছুই খেতে পারে না, বিছানা থেকে উঠতে পারে না দুর্বলতার জন্য, তার ওপর পানি না খেতে পারলে আরো অসুস্থ হয়ে যাবে। তবু লাবিবা সিয়াম রাখার জন্য জোর করেছিল; কিন্তু বাবা-মাকে কোনোভাবেই রাজি করাতে পারেনি।

লাবিবার জন্ডিস ধরা পড়েছে। বিলিরুবিন অনেক হাই। এখন ওর জন্য রেস্ট নেওয়া খুব দরকার। লাবিবা সারাদিন শুয়ে থাকলেও মানসিক শান্তি পাচ্ছে না। রামাদান চলে যাচ্ছে, কুরআন দূরে থাক কোনো ইসলামিক বই পড়তে পারছে না, সালাত শুয়ে শুয়ে পড়তে হচ্ছে, মোবাইলটাও নষ্ট হয়ে আছে, নয়তো অন্তত মোবাইলে লেকচার শুনতে পারত। মোবাইল থাকলে রামাদানে ইবাদতের সময় নষ্ট হবে, এজন্য ইচ্ছে করেই মোবাইলটা ঠিক করায়নি ও। এখন তো আর যেতেও পারবে না মোবাইল ঠিক করাতে।

www.QuranerAlo.net

সারাদিন শুয়ে শুয়ে লাবিবা কাঁদতে লাগল। যিকির করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই ওর। সেই যিকিরও মন দিয়ে করতে পারছে না। গুনতে ভুল হচ্ছে, মুখে ঠিকই আওড়াচ্ছে কিন্তু মন কোথায় কোথায় যে চলে যায়! যিকির করেও মনে শান্তি পাচ্ছে না।

চার.

রামাদানের প্রায় ১০ দিন চলে গেছে। লাবিবার অবস্থার কোনো উন্নতি নেই; বরং দিনদিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার-সহ সবার একটাই কথা—রেস্ট নিলেই ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু লাবিবার মনে তো শান্তি আসছে না। ও শুধু সারাদিন কাঁদে। ওর ভার্সিটির বান্ধবীরা এসেও সান্ত্বনা দিয়ে গেল। কোনো লাভই হলো না। ১০ দিনের দিন সকালে উঠে লাবিবা অনেক কষ্টে বসে বসে সালাত আদায় করল। এরপর আল্লাহর কাছে কাঁদতে লাগল নিজের অবস্থার কথা বলে। দুআ শেষে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল লাবিবা, 'আমি কি কোনো গুনাহ করেছি—যার কারণে আল্লাহ আমাকে রামাদানের বরকত লাভ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন?'

লাবিবা নিজের জীবন নিয়ে ভাবতে লাগল, ওর ভার্সিটির কথা, বান্ধবীদের সাথে কাটানো সময়ের কথা, বাবা-মায়ের সাথে কাটানো সময়, বাবা-মাকে বলা ছোট ছোট মিথ্যে কথা—সব নিয়ে ভাবতে লাগল। নিজের জীবনকে আয়নার মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল লাবিবা।

হঠাৎ করেই লাবিবা একটা কথা চিন্তা করে ধাক্কা খেল। ওর জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে পড়াশোনা, বান্ধবী, মোবাইল, মুভি ইত্যাদি নিয়ে। ওর দৈনন্দিন জীবনে সালাত ছাড়া আমলের সংখ্যা খুবই কম।

রামাদানের জন্য যে দৈনিক আমলের বিশাল লিস্ট ও বানিয়েছিল, তাতে ফরজ সালাত ছাড়া ও বলতে গেলে আর কিছুই করেনি সারাদিনে। জীবনের কতটা সময় ও হেলায়-ফেলায় কাটিয়ে এসেছে ভেবে নিজেরই লজ্জা হতে লাগল।

'আমি তো বছরে রামাদান ছাড়া বাকি ১১ মাসে তেমন কোনো আমলই করিনি।' নিজের মনে ভাবতে লাগল লাবিবা, 'সব রেখে দিয়েছিলাম এই একটা মাসের জন্য। আল্লাহ চাইলে আমার জন্ডিস না হয়ে কোনো এক্সিডেন্টে মারাও তো যেতে পারতাম। তখন কী আমলের লিস্ট নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতাম? কত মানুষ

www.QuranerAlo.net

গত রামাদানে জীবিত ছিল; কিন্তু এই রামাদানে তারা কবরে শুয়ে আছে। ভাবতে ভাবতে লাবিবার চোখে পানি চলে এলো। ও উঠে শুকরানা সিজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদতে লাগল—আল্লাহ ওকে যে উপলব্ধি দান করেছেন, তা যেন ও সব সময় মনে রাখতে পারে।

সেবার অনেকদিন পর লাবিবা ভালো মনে ঘুমাতে পারল। কারণ, ও এখন জানে রামাদানে হয়তো নেক আমল করার জন্য ও অনেক বেশি রিওয়ার্ড পেত আল্লাহর কাছ থেকে, কিন্তু আল্লাহ তো মানুষের নিয়ত দেখেন। হয়তো আমল না করেও শুধু ইচ্ছা ছিল বলে ও রিওয়ার্ড পেয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ; কিন্তু সেটা কথা না, কথা হলো আল্লাহ ওকে এখনো সময় দিয়েছেন নিজের আমলের খাতা ভরে ফেলার জন্য। রামাদান চলে গেলেও সুস্থ হলে ও সারা বছর এভাবে লিস্ট করে আমল করবে, ইনশা আল্লাহ।

www.QuranerAlo.net

হার না-মানা জীবন

বিনতে খাজা

এক.

একটা হালাকা শেষে শোভা, রত্না আর শান্তা তিনজন একসাথে বাড়ি ফিরছিল। রামাদান মাস। শেষ দশক চলছে। লাইলাতুল কদরের ওপর আলোচনা হয়েছে হালাকায়। আল্লাহর নাম 'আল-আফুউ'-এর অর্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুনে ওরা কেউই না কেঁদে থাকতে পারেনি এই ভেবে যে—ওদের রব কত্ত বেশি দয়াময়! কতটা ভালোবাসেন তিনি তাঁর বান্দাদের যে, তিনি বান্দাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিতে ভালোবাসেন, সুবহানাল্লাহ!

ওরা তিনজনই অল্প কিছুদিন হলো হালাকায় যাওয়া শুরু করেছে। এত চমৎকার একটা হালাকা শুনে গাড়িতে উঠে তিনজনই বেশ প্রশান্ত মনে ছিল। এমন সময় হঠাৎ শোভার ফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো আম্মা। ... কী? ... কেন হঠাৎ! ... কী জানি এমন তো আগে কখনো দেখিনি ওকে ... আচ্ছা আমি আসছি।'

উদ্বিগ্ন শোভা ফোন রাখতেই বাকিরা ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। শোভা শুধু আস্তে করে বলল, 'তোদের ভাইয়া রাতে ছিল আমাদের বাসায়, এখনো আছে। কিছু সমস্যা হচ্ছে মনে হয়। আম্মা তাড়াতাড়ি যেতে বলল।'

www.QuranerAlo.net

এরপর আরো কয়েকবার শোভার মা ফোন দিলেন। গাড়ি নিয়ে উড়ে যেতে পারলে তাই করত শোভা। টেনশন আর ভালো লাগছে না!

শোভার বিয়ে হয়েছে বছর খানেক হলো। দুইজনই এখনো পড়াশোনার মাঝে আছে, তাই আপাতত ঠিক হয়েছে পড়াশোনা শেষ হলে পরেই ওকে শ্বশুরবাড়ি নেবে। ওর বর এখন মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করে ওদের বাসায়।

দুই.

এরপর সারাটা দিন আর শোভার সাথে ওদের কারো যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। হোয়াটসঅ্যাপে ওদের তিনজনের একটা গ্রুপ আছে। রাতে সালাত শেষ করার আগে রত্না একবার মেসেজ দিয়েছিল কিন্তু শোভার কোনো উত্তর নেই। রাত ১২ টার সময়ও যখন শোভা মেসেজ সিন করল না তখন শান্তা একবার ফোনও দিয়েছিল, কিন্তু সেটাও শোভা রিসিভ করেনি।

শোভার মেসেজ পাওয়া গেল পরদিন সন্ধ্যায়। ওর বর ওদের বাসায় সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বেশ অদ্ভুত আচরণ করছিল, নিজের জামা খুলে ফেলে সিন ক্রিয়েট করছিল। ও বাসায় ফেরার পর ওর বাবাসহ ওর বরকে নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরেছে সারাদিন।

শেষে এক জায়গায় ভর্তি করে রেখে এসেছে মানসিক চিকিৎসার জন্য। এই সময়ের মাঝে ওর বরের আচরণ আরো অসংলগ্ন হয়ে ওঠে। হাসপাতালে ওর গায়ে একবার হাতও তুলতে গিয়েছিল। শেষে ওর চাচা এসে পরিস্থিতি দেখার দায়িত্ব নিলে ওরা বাসায় ফেরে। সবার মনের ভেতর একটা মিশ্র অনুভূতি তৈরি হয় ওর এই মেসেজ দেখে। কেন একটা মানুষ হঠাৎ এমন করবে!

তিন.

'তোরা আমার ফেসবুক একাউন্ট আনফ্রেন্ড করে দে জলদি, হ্যাক হয়েছে।' শোভার মেসেজ দেখে তখনই ফেসবুকে ঢুকল শান্তা। শোভার ওয়ালের লেখাগুলো পড়ে তো ওর মাথা ঘুরে গেল! বাজে ভাষায় উলটাপালটা অনেককিছু লেখা। তবে লেখাগুলো দেখে মনে হচ্ছে হ্যাকার শোভাকে চেনে। এ কথা শোভাকে ও আর না বলে থাকতে পারল না, 'হ্যাকার আমার স্বামী! আমার স্বামী ড্রাগ অ্যাডিক্টেড!' স্তব্ধ হয়ে গেল বাকি দু-জন এই মেসেজ দেখে।

www.QuranerAlo.net

চার.

'আমরা তো ওইদিন বুঝতেই পারিনি ওর কী সমস্যা হয়েছিল। ভাবছিলাম কোনো মানসিক সমস্যা কিনা! পরে আস্তে আস্তে আগের কিছু ঘটনার সাথে মেলাই, ওর এক বন্ধুর থেকেও চাচা জানতে পারে আসল ব্যাপারটা।' শোভা বলে অন্য দুইজনকে।

রত্নাদের বাসার ছাদে বসে কথা হচ্ছিল ওদের মাস দুয়েক পরে। 'এখন তোদের কোনো যোগাযোগ আছে?'

'না রে।'

'ছেলের বাসায় জানত তাদের ছেলে এমন?'

'হ্যাঁ জানত। জেনেই তো বিয়ে দিয়েছে যেন ছেলে বিয়ের পর ভালো হয়ে যায়।'

'হাস্যকর!!' রত্না জোরে বলে উঠল।

'অমানুষ! একটা মেয়ের জীবন যেন কোনো ব্যাপারই না!' রাগ আর দমন করতে পারছে না শান্তা।

'আমাদেরও ভুল হয়েছে আসলে। ওই যে আব্বা খুব অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল... এরপর সুস্থ হয়ে তড়িঘড়ি করে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলে। আমরাও তেমন খোঁজখবর করিনি। ছেলেদের অবস্থা ভালো, ভালো জায়গায় পড়াশোনা করে এটাই দেখা হয়েছিল। এখন হালাকায় গিয়ে যা জানি তা আগে জানলে আমিও এই বিয়েতে এত সহজে রাজি হতাম না। ছেলের দ্বীন আর চরিত্রই আগে দেখতাম।'

'আঙ্কেল-আন্টি কী বলেন?'

'আমার বাসা থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ডিভোর্স নেওয়া হবে। এই খবর পেয়েই তো আমাকে আরো হ্যারাস করার জন্যে আমার ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক করল।'

'তুই একদমই ভাববি না এসব নিয়ে, বুঝলি? সামনে তোর পরীক্ষা, মন দিয়ে পড়াশোনা কর। আল্লাহ সবকিছুর ভালো ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'সেই চেষ্টাই করছি রে! আল্লাহ আমার অস্থির মনটাকে শান্ত করে দিক খুব তাড়াতাড়ি তোরা দুআ করিস।'

www.QuranerAlo.net

শোভাকে জড়িয়ে ধরল রত্না আর শান্তা। মেয়েটা কখনো শ্বশুরবাড়িই গেল না! একসাথে সংসার করার সুন্দর স্বপ্নটা শুরু না হতেই খান খান করে ভেঙে গেল তার।

পাঁচ.

বছর দুয়েক পর।

'তোর ওই বিষয়টা কি ক্লোজ করেছিস তোরা?' টুকটাক মেসেজের ফাঁকে শোভাকে জিজ্ঞেস করল রত্না।

'এখনো না। ছেলের ফ্যামিলি প্রভাবশালী। তাদের সহজে বাগে আনা যাচ্ছে না। তারা আবার মিটমাট করাতে চায়।'

'উফফ! ডিভোর্স নেবে তাতেও এত ঝামেলা!

তাড়াতাড়ি ওই চ্যাপ্টার ক্লোজ করে জীবনটাকে আবার সুন্দর করে সাজা দোস্ত। প্লিজ।'

'আমার জীবন তো আমি সুন্দর করেই সাজাচ্ছি রে! আলহামদুলিল্লাহ পড়াটা শেষ করলাম ভালোভাবেই। এবার লেকচারার হওয়ার চেষ্টা করব। সার্কুলার দিয়েছে। এপ্লাই করব জলদি, ইনশা আল্লাহ। নিজের পায়ের নিচের মাটিটা আগে শক্ত করব। ...বাদ দে তো এই প্রসঙ্গ... দেখ আমি কী কিনেছি...' বলে শোভা একটা ছবি শেয়ার করল।

সমসাময়িক অনেকগুলো ইসলামিক বইয়ের একটা ছবি। ওরা গ্রুপে প্রায়ই নতুন ইসলামিক বই কিনলে ছবি তুলে দেখায় একে অপরকে। বইয়ের কোনো জায়গা বিশেষ ভালো লাগলে সেটাও বাকিদের সাথে শেয়ার করার জন্য ওই পাতার ছবি তুলে দেয়। শান্তা বেশি বই পড়ে ওদের মাঝে। আস্তে আস্তে বাকি দুইজনও আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

আগের মতো আর সময় কাটানোর জন্য অযথা গল্প, উপন্যাস পড়ে না ওরা। এখন ভালো মানের অনেক ইসলামিক বই পাওয়া যায়, যেগুলো পড়ে কিছু জানাও যায় আবার সময়টাও ভালো কাটে। চলতি সাহিত্য এখন যথেষ্টই অশালীন হয়ে গেছে, ওগুলো পড়তে আর ভালোও লাগে না। শান্তা খুব খুশি হয়ে গেল শোভার নতুন কেনা বইগুলো দেখে।

www.QuranerAlo.net

ছয়.

'দোস্ত আজকে চাকরির রেজাল্ট দিয়েছে... আলহামদুলিল্লাহ, আমার চাকরিটা হয়েছে।'

'আলহামদুলিল্লাহ, খুবই খুশির খবর। উই আর সো হ্যাপি ফর ইউ দোস্ত!'

'তোদের মনে আছে, ইন্টারভিউ বোর্ডে এক স্যারের আচরণে খুব বিরক্ত হয়েছিলাম? এই স্যার আমার ব্যাপারে জানে তারপরও ইচ্ছা করে আমার হাজব্যান্ডকে ঘিরে নানা প্রশ্ন করছিল। তাকে আমি তেল দিয়ে চলতাম না তো তাই এমন করেছিল; কিন্তু দেখ, আল্লাহ ঠিকই আমার চাকরিটার ব্যবস্থা করে দিলেন।'

'সেটাই, আল্লাহ আছেন তোর সাথে।'

'আই ক্যান অলওয়েজ ফিল ইট, দোস্ত। তোদেরও আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুক আমাকে সব সময় সাপোর্ট দেওয়ার জন্য।'

'আমরা সব সময় আছি তোর সাথে।'

'আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুব সাপোর্টিভ ফ্যামিলিও পেয়েছি। কষ্ট দিয়ে কথা বলা অল্প কিছু আত্মীয় বাদে আমার চাচা, ফুপু, মামা, খালাসহ নিজ পরিবারের অফুরন্ত সহযোগিতা পেয়েছি। আল্লাহর কাছে অনেক অনেক শুকরিয়া।'

'আল্লাহ তাঁর শুকরিয়া আদায়কারী বান্দার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেন!'
'শোন না, *ফেরা* বইটি পড়ে শেষ করলাম। এত অন্যরকম সুন্দর একটা অনুভূতি হলো! কী অসম্ভব এক অ্যাডভেঞ্চার, অথচ বাস্তব! পুরোটাই বাস্তব! এমনও হয়, সুবহানাল্লাহ!'

'সেটাই দেখ, এই আপুটা অমুসলিম পরিবারে থেকে নিজে উদ্যোগী হয়ে ইসলামকে খুঁজে বের করেছে। দ্বীনের জন্য স্যাক্রিফাইস করেছে। আমাদেরও আসলে আরো চেষ্টা করা উচিত।'

'হুম... আমি কয়েকদিন থেকেই ভাবছিলাম হিজাবটা আরো ভালোমতো শুরু করব। সেদিন হঠাৎই একটা রিয়েলাইজেশন হলো। এই যে সেজে বাইরে বের হলে ছেলেরা আমার দিকে তাকায়, আমিই তো তাদের তাকানোর পথ করে দিচ্ছি

www.QuranerAlo.net

আসলে। আমাকে আকর্ষণীয় না দেখালে তারা তো আর আমার দিকে তাকাত না!'

'এগজাক্টলি দোস্ত! হিজাবের মূল ব্যাপারটাই হচ্ছে অনাকর্ষণীয় লাগা। আর সাজগোজ করার জন্য তো আমরা আছিই, শুধু নিজেরা একসাথে হলে খুব সাজব... আরো ভালো হয় তুই এবার বিয়েটা করেই ফেল... ওদিকেও ফাইনালি সব চুকে গেছে, তোর লেকচারারের চাকরিটাও হয়েছে... তাহলে বরের সামনে যত খুশি সাজতে পারবি, ইনশা আল্লাহ!'

'আমি এখন আর মানুষকে বিশ্বাস করতে পারি না রে... বাদ দে এই কথা।'

সাত.

আরো এক বছর পর।

হঠাৎই শোভার সাথে রত্না আর শান্তা সব যোগাযোগ হারিয়ে ফেলল। না ফেসবুক, না ফোন কোথাও ওরা শোভাকে পেল না। চিন্তিত হয়ে ওরা ওর বোনের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারল যে শোভা ভালো আছে। এখন বাসাতেই আছে।

অনেকদিন ধরেই ওর ফ্যামিলির সবাই ওকে বিয়ের জন্য রাজি করাতে চাচ্ছিল; কিন্তু ও এই নিয়ে কোনো কথাই শুনতে চাইত না। একসময় ওর চাচা শক্ত ভূমিকা নিলেন। জোর করে শখের চাকরিটা ছাড়ালেন। নিজের জীবন নিয়ে আরো সিরিয়াস হতে বললেন। রত্না আর শান্তা শোভার জন্য কিছুটা চিন্তিত হলেও ও ভালো আছে শুনে নিজেদের শান্ত রাখল।

আট.

আরো মাস ছয়েক পর।

একদিন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ফিরে আসল শোভা। ওকে অনেকটাই প্রশান্ত মনে হচ্ছে। ঘরে থেকে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওর মতামত নিয়েই ওর বাসা থেকে বিয়ের জন্য পাত্র দেখা হচ্ছে। ততদিনে রত্না আর শান্তা দুইজনেরই বিয়ে হয়েছে। ছেলের পড়াশোনা, ফ্যামিলি দেখার পাশাপাশি ওরা দ্বীনদারি দেখেও বিয়ে করেছিল।

www.QuranerAlo.net

মাশাআল্লাহ, দুইজনই নতুন জীবনে ভালো আছে। এই সবকিছু দেখে আর পরিবারের সহায়তায় শোভা আবারও নতুন করে কারো সাথে জীবন শুরু করতে আগ্রহী হয়েছে। এবার ও অবশ্যই দ্বীন আর চরিত্র প্রাধান্য দিয়েই বিয়ে করবে।

নয়.

সুখবরটা দুই বান্ধবীকে একসাথে দেওয়ার জন্য হোয়াটসঅ্যাপেই গুছিয়ে একটা মেসেজ লিখল শোভা, 'আজ তোদের আমার নতুন জীবন শুরুর সময় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ইনশা আল্লাহ আগামী ২১ তারিখ আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। ছেলের সাথে আমি নিজে কথা বলেছি। তারও আমার মতো একটা অতীত ঘটনা আছে। তিনিও চান আমি যেন দ্বীনের পথে আরো এগিয়ে যাই। আলহামদুলিল্লাহ, এটাই আমার খুব ভালো লেগেছে। ইস্তিখারা করেছি। আমার মন সামনে এগিয়ে যেতে সায় দিচ্ছে।'

মেসেজটা পড়ে মন থেকে শোভার জন্য দুআ করল ওর দুই বান্ধবী।

দশ.

তিন মাস পর।

শোভার বিয়ের পর এই প্রথম ওদের তিনজনের দেখা হয়েছে শোভার নতুন সংসারে। কথায় কথায় শোভা বাকি দুইজনকে বলল, 'আসলে কি জানিস, খুব বেশি স্বাধীনতাও ভালো না রে... আমি যেমন ভাবতাম, নিজে রোজগার করব, নিজের জীবন একাই চালাব এই ভাবনাটাও ঠিক না। জীবন মানেই তো পরীক্ষা। একা একা পরীক্ষা দেওয়ার চেয়ে কাউকে সাথে নিয়ে পরীক্ষা ফেস করা অনেক বেশি স্বস্তির। আর সে যদি আল্লাহভীরু হয়, জীবনটা তখন অনেক বেশি আনন্দময় মনে হয়।'

'আলহামদুলিল্লাহ,' একসাথে বলে উঠল রত্না আর শান্তা।[১]

---

[১] গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা।

www.QuranerAlo.net

রামাদানের প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা

ইসমাত কনক

রামাদান রাহমাত, বারাকাত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস।[১] অপরিসীম ফজিলতপূর্ণ এ মাসে নাযিল হয়েছে মহিমান্বিত কুরআন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'যখন রামাদানের প্রথম রাত্রি আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জ্বিন সবাইকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, আর কোনো দরজা খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, আর কোনো দরজা বন্ধ করা হয় না। এ মাসে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে যে, 'হে কল্যাণের অভিসারী! তুমি অগ্রসর হও। হে অকল্যাণের অভিসারী, তুমি থামো'। মহান, দয়াশীল আল্লাহ তাআলা এই মাসে বহু ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে

---

[১] আমাদের সমাজে কথাটি প্রসিদ্ধ যে, রামাদানের প্রথম দশক রাহমাতের, দ্বিতীয় দশক মাগফিরাতের এবং তৃতীয় দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির। এটা মূলত একটি হাদিসের ভাষ্য, তবে হাদিসটি প্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত নয়। কেননা, হাদিসটি একে তো সূত্রবিচ্ছিন্ন, দ্বিতীয়ত এর সনদে আলি ইবনু জায়িদ ইবনি জাদআন নামক দুর্বল একজন বর্ণনাকারী আছে। [*সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ২০৭] ইমাম আবু হাতিম রাজি রাহিমাহুল্লাহ-সহ অনেক মুহাদ্দিস হাদিসটিকে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বলে অভিহিত করেছেন। [*উমদাতুল কারি*, খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ২০; *সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জয়িফা*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৬২] মূলত রামাদানের পুরোটা জুড়েই রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও মাগফিরাত। আর রামাদানের প্রতিরাতে ও ইফতারের সময় আল্লাহ অনেক বান্দাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দান করেন। তাই রামাদানকে তিনভাগ করে প্রথম অংশকে রাহমাতের জন্য, দ্বিতীয় অংশকে মাগফিরাতের জন্য ও তৃতীয় অংশকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট করার কোনো অবকাশ নেই। এটা ভিত্তিহীন ও অপ্রমাণিত একটি বিষয়। এ ধরনের প্রমাণহীন কথা বলা ও প্রচার করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।—শারয়ি সম্পাদক

www.QuranerAlo.net

দেন। আর এটা প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে।[১]

প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের অনেক আগেই ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন। সাহাবিগণও প্রায় ছয়মাস আগে থেকেই রামাদানের ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন। রামাদান এলে তারা নিজেদের ইবাদত নিয়ে এতই নিমগ্ন থাকতেন যে, একে অপরের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। কারণ, সৎ কাজের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে। তাই আমাদের মতো গুনাহগারদের উচিত এ মহা সুযোগটির যথাযথ সদ্ব্যবহার করা। কারণ, আগামী রামাদানে সুস্থ থাকব বা বেঁচে থাকব, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

রামাদান আসতে আর অল্প কিছুদিন বাকি। প্রস্তুতি নেওয়ার এখনই সেরা সময়। রামাদান যদিও আত্মিক উন্নয়নের মাস, নেক আমল বাড়িয়ে নেওয়ার মাস, ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার মাস, তবু দুঃখজনক হলেও সত্যি—এ মাসে আমাদের নারীদের সময়ের একটি বিশাল অংশ চলে যায় হরেক রকম ইফতারি তৈরিতে, ঈদ শপিংয়ে বা গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে। কীভাবে যেন মর্যাদাপূর্ণ রামাদান এসে আবার চলেও যায়; কিন্তু আমাদের নেক-আমলের ঝুড়ি আর ভারী হয় না। মহামহিম আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয় না। অথচ এ মাসে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সময় পাওয়া যায়। স্কুল, অফিসের টাইম কমে যায় বলে। তাই এ সময়টাকে ইবাদতের জন্য পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত।

রামাদান আমাদের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে। প্রস্তুতি নেওয়ার এখনই সেরা সময়। রামাদান যদিও আত্মিক উন্নয়নের মাস, তবু দুঃখজনকভাবে এ মাসে আমাদের নারীদের সময়ের একটি বিশাল অংশ চলে যায় ইফতারি ও সাহরির খাবার তৈরির পেছনে।

আজ কেবল ইফতারি ও সাহরির খাবার তৈরির পেছনে যে পরিমাণ সময় নষ্ট হয়, তা থেকে বাঁচার কিছু টিপস থাকবে! বলাবাহুল্য, টিপসগুলোর অনেক কিছুই ব্যক্তিগত জীবনে পরীক্ষিত।

---

[১] *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ১৮৮৩; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৩৪৩৫; *জামি তিরিমিযি* : ৬৮২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৬৮২

www.QuranerAlo.net

রামাদানের আগে প্রস্তুতিমূলক কাজ

» খাবারের শুকনো আইটেমগুলি রামাদানের আগেই কিনে রাখবেন, যেন রামাদানে আর না কিনতে হয়। একমাসের জন্য না হলেও অন্তত পনেরো দিনের জন্য। খেজুর, পোলাওর চাল, ডাল, ছোলা, বেসন, পাস্তা, নুডলস, চিড়া, মুড়ি, চিনি, সেমাই, মশলা, পেঁয়াজ, রসুন, বাদাম ইত্যাদি। কেনার পর সুন্দরভাবে নির্দিষ্ট জার, বয়াম, কন্টেইনারে গুছিয়ে রাখবেন। নাম লিখে রাখবেন প্রয়োজনের সময় যেন সহজেই পেতে পারেন।

» পুরো কিচেন পরিষ্কার করে নেবেন। কিচেন ক্যাবিনেট বা শেল্ফ পরিষ্কার করে সেখানে তেলাপোকা মারার চক দিয়ে দাগ টেনে ক্যালেন্ডার বা পেপার বিছিয়ে দেবেন। পোকামাকড় আসবে না।

» ফ্রিজ পরিষ্কার করে লেবুর ছোট টুকরো দিয়ে রাখবেন। আইসবক্স, পানির বোতল ভালোভাবে ধুয়ে রাখবেন। গরমের দিনে কাজে লাগবে।

» ফ্যান, দরজা বা জানালার গ্লাস, গ্রিল, বাসার বিভিন্ন শো পিস ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করে নেবেন। যাতে রামাদানে বেশি প্রেসার না পড়ে, তখন হালকা মুছে নিলেই চলবে।

» ওভেন খুব কাজের জিনিস, সময় বাঁচায় আলহামদুলিল্লাহ। বাসায় ওভেন থাকলে এটাও ভালোভাবে ক্লিন করে রাখবেন।

» বাথরুম যদিও প্রতি সপ্তাহে ধুতে হয়, তবুও রামাদানের আগের দিন খুব ভালোভাবে পুরো বাথরুমের টাইলস, ফিটিংস ক্লিন করে নেবেন। তাহলে রামাদানে কষ্ট কম হবে।

» বাসার ভারী কাপড়, পর্দা, সোফার কভার, মশারি—এগুলো আগেই ধুয়ে রাখবেন। রামাদানে যেন না ধোয়া লাগে। নিজে ধুয়ে নিন বা সাহায্যকারীকে দিয়ে ধোয়ান। অধীনদের কাজের চাপ কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ আছে।

» কার্পেট, ফ্লোরম্যাট, শতরঞ্জি, পাপোশ পরিষ্কার করে রাখবেন।

» মুসল্লা, সালাতের ড্রেস বা জিলবাব, টুপি ধুয়ে রাখবেন।

www.QuranerAlo.net

» যারা ঈদের জন্য পছন্দের জামা সেলাই করে নেন—তারা এখনই কাপড় কিনে তা করে নিতে পারেন; অনলাইনে বা অফলাইনে। আর যারা রেডিমেড কিনতে ইচ্ছুক, তারা এ সময় থেকে শপিং করে নিতে পারেন। কারণ, প্রচণ্ড গরমে বা ভিড়ে রামাদানে শপিং-এ বের না হওয়াই উত্তম। আর মহান আল্লাহর কাছে পছন্দের জায়গা হলো মসজিদ, অপছন্দের জায়গা হলো মার্কেট। তাই রামাদানে মার্কেট যথাসম্ভব এভয়েড করুন।

» কাউকে সাদাকা বা হাদিয়া অর্থাৎ গিফট দিতে চাইলে সেটাও আগেই কিনে রাখবেন।

» আদা, রসুন, পেঁয়াজ এক মাসের জন্য বেটে অথবা ব্লেন্ড করে রাখবেন। একটু সয়াবিন তেল মেখে রাখলে ভালোও থাকবে, রংটাও সুন্দর থাকবে।

» মাছ-গোশত সম্ভব হলে এক মাসের, না হলে পনেরো দিনের জন্য কেটে পরিষ্কার করে রান্নার পরিমাণ অনুযায়ী আলাদা আলাদা প্যাকেটে রাখবেন।

রামাদান চলাকালীন কাজ

ইফতারের সময় বা সাহারির সময় যেন তাড়াহুড়ো না লেগে যায়; সুন্দরভাবে, পরিবারের সবাই বসে যেন খেতে পারি, খাওয়ার আগে, পরে দুআ পড়তে পারি সেজন্য আমরা কিছু কাজ এগিয়ে নিতে পারি। কখনোই ইফতারিতে আধিক্য করা উচিত হবে না। রসনা-বিলাস নয়, সংযম-সাধনই এ মাসের শিক্ষা। পরিবারের সবাই যাতে ইফতারির কম আইটেমে সন্তুষ্ট থাকে, সেটা ওদের বোঝাতে হবে। কারণ, বেশি ইফতারি আইটেম তৈরিতে অনেক সময় নষ্ট হয়, বেশি পরিশ্রমের ফলে শরীর দুর্বল হয়ে গেলে তখন আর ইবাদত করার শক্তি থাকে না। তাই সুস্থ, সবল থেকে, সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার করে আমরা সবাই যেন আল্লাহর ইবাদত করতে পারি—সেজন্য সঠিক পরিকল্পনার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। আল্লাহই তো আসল ও উত্তম পরিকল্পনাকারী, সাহায্যকারী।

» পানি, জুস বা শরবতের বদলে ইফতার শুরু করুন খেজুর দিয়ে। এটি সুন্নাত।

» ইফতারের আগে অনেক কাজ জমে, তাই আসরের আগে বা আসরের পর পরই তাজা ফলের জুস বা অন্য শরবত বানিয়ে বোতলে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দেবেন।

www.QuranerAlo.net

» বিভিন্ন তাজা ফলের (আম, পেঁপে, লেবু, তরমুজ, বেল, নাশপাতি, আনারস ইত্যাদি) জুস ঘরে বানানো লাচ্ছি ইত্যাদি ইফতারিতে রাখলে তৃষ্ণা মিটবে—সে সাথে শরীরও সতেজ থাকবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার স্যুপও ইফতারির আইটেম হিসেবে সহজপাচ্য।

» ভাজা-পোড়া কম খেয়ে তাজা ফল বেশি খেতে হবে। দই-চিড়া খাওয়া যায়। পেট ভালো ও ঠান্ডা থাকে।

» ইফতারিতে বিভিন্ন রকম ফলের রায়তা—বিভিন্ন রকম সবজির সালাদ রাখা যায়। পুষ্টির সাথে সাথে পানি-শূন্যতাও পূরণ হবে।

» ফালুদা বানালে তার জন্যেও নুডলস, সাগুদানা আগে সিদ্ধ করে রাখা যায়। দুধ ঘন করে, সিরাপ তৈরি করে ফ্রিজে রাখা যায়।

» দুধ, বাদাম দিয়ে ফিরনি বা পায়েসও মাঝে মাঝে করা যায়। এক্ষেত্রে ফিরনির চাল, বাদাম এগুলো আগেই হাফ ব্লেন্ড করে রাখা যেতে পারে।

» পাস্তা, নুডুলস রান্না করলেও মাংস, সব্জি, পাস্তা আগে সিদ্ধ করে রাখা যায়। রান্না করতে কম সময় লাগবে।

» ইফতারিতে খিচুড়ি খুব ভালো একটি আইটেম। এতে আমিষ এবং শর্করা দুটিই থাকে। পুষ্টি উপাদানে ভরপুর খিচুড়ি খেলে কম সময়ে শরীর এনার্জেটিক হয়ে উঠবে। রাইস কুকার অথবা প্রেশার কুকারে রাঁধলে, নামমাত্র তেল ব্যবহার করলেই চলে। মাংস দিয়ে রান্না করলে আগেই মাংস রান্না করে রেখে দেবেন।

» ফ্রায়েড রাইসের জন্য চাল, সবজি আগে সিদ্ধ করে রাখা যায়। আর চিংড়িটাও ভেজে আগেই ফ্রিজে রাখা যায়। তাহলে ইফতারি তৈরিতে সময় কম লাগবে।

» যাদের পেঁয়াজু ছাড়া চলবেই না, তারা পেঁয়াজুর জন্য ডাল প্রতিদিন না বেটে তিন/চার দিনের জন্য অথবা এক সপ্তাহের জন্য বেটে নিতে পারেন। এরপর খুব সামান্য হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে আলাদা আলাদা বক্স বা জীপলক ব্যাগে ডিপে রেখে দেবেন। ভাজার কিছু সময় আগে নরমাল করে পেঁয়াজ, মরিচ, অন্যান্য উপকরণ দিয়ে মেখে ভেজে নেবেন। এই ডাল এক মাসের জন্যও স্টোর করা যায়।

www.QuranerAlo.net

» ছোলা প্রতিদিন সিদ্ধ না করে তিন/চার দিনের বা এক সপ্তাহের জন্য একসাথে সিদ্ধ করে নেবেন। শুধু হলুদ, লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে ভাজার সময়ে পেঁয়াজ, মরিচ বা অন্যান্য মশলা দিয়ে ভেজে নিতে পারেন। অথবা সব মশলা দিয়ে সিদ্ধ করে রেখে ভাজার সময়ে শুধু পেঁয়াজ, মরিচ দিয়ে ভাজতে পারেন। আলু বা টমেটো দিতে পারেন যার যার রুচি-মতো।

» আলুর চপ বা বেগুনির জন্য আমরা যে ডো করি—তা একদিন করে দুদিন বা তিন দিন ইউজ করা যায়। তৈরি করেই কিছুটা আলাদা করে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। তেমনিভাবে আলুর চপের জন্য বানানো আলুর বলও এয়ার টাইট বক্সে দু/তিন দিন রাখা যায়।

» পেঁয়াজ যদিও তাজা কেটে খাওয়া ভালো, তবুও যাদের ছোট বাচ্চা আছে তারা পরিশ্রম কমিয়ে নেওয়ার জন্য এক সপ্তাহের পেঁয়াজ কেটে একটু সয়াবিন তেল মেখে পলি প্যাকে রাখবেন। পলি প্যাক থেকে অবশ্যই বাতাস বের করে নেবেন। ছোট ছোট পলি প্যাক একটা বক্সে রেখে নরমালে রেখে দেবেন। (এটা অবশ্যই নিরুপায় মায়েদের জন্য, যারা ছোট বাচ্চা নিয়ে হিমশিম খায় বা অসুস্থ।)

» মাছ, মাংসে টমেটো দিতে চাইলে টমেটো কেটে পানি শুকিয়ে ডিপে রাখবেন। শক্ত হয়ে গেলে সবগুলো একসাথে পলি প্যাকে রেখে দেবেন। প্রয়োজনের সময় যতটা লাগে নিয়ে নেবেন।

» ধনেপাতা কুচি করে আইস বক্সে জমিয়ে রাখলে প্রয়োজনের সময় খুব দ্রুত ইউজ করতে পারবেন। সময় সাশ্রয় হবে।

» অতি ব্যস্ত বা ছোট বাচ্চার মায়েরা ছোলা তিন/চার দিনের জন্য ভেজে রেখে প্রয়োজনমতো গরম করে খেতে পারবেন। খেজুর আগেই বেশি পরিমাণে ধুয়ে ফ্রিজে রাখবেন। ইফতারের সময় বাচ্চা নিয়ে যাতে কষ্ট কম হয়। দু/তিনজন লোক হলে সাহারির জন্য তরকারি বাটিতে আগেই নিয়ে রাখবেন। তাহলে সাহারির সময় বাচ্চা হয়তো খেতে চাইল তখন আর ঝামেলা হবে না। ঝটপট ওভেনে গরম করে নিলেই হলো।

www.QuranerAlo.net

» ছোট্ট বাচ্চার মায়েদের পাশাপাশি অন্যরা সাহারির জন্য প্রয়োজনীয় প্লেট, বাটি, চামচ ঘুমানোর আগে ধুয়ে টেবিলে ঢেকে রাখবেন। কারণ, অন্য সময় না পারলেও রামাদানে অন্তত তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস করা উচিত।

» অনেকেরই বিভিন্ন কারণে মাঝে মাঝে শরীর অসুস্থ থাকে। পেটব্যথা, কোমরব্যথা থাকে। তখন কাজ করতে অনেক কষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে আপুরা কিছু মাছ, গোশত হাফ রান্না বা পুরোপুরি রান্না করে ডিপে রেখে দেবেন। ওই সময়গুলোতে বেশ সহায়ক হবে ইনশা আল্লাহ।

» রামাদানে খাবারের ব্যাপারে সংযম সাধন করতে হবে। খাবারের ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বেশি আইটেম যেন না হয়। এতে একদিকে সময়ের অপচয় হবে এগুলো তৈরি করতে, পরে ইবাদত বেশি ও ভালোভাবে করা যাবে না। কারণ, শরীর কিছুটা হলেও দুর্বল থাকবে। বেশি খেলে, বেশি পরিশ্রম করলে ঘুম ঘুম ভাব আসে, যা ইবাদতের জন্য ক্ষতিকর।

এভাবে প্ল্যান করে কাজ করলে সহজেই ইবাদত করা যাবে। ইবাদত ধীরে-সুস্থে করা যাবে। প্রতিটি মানুষের পরিস্থিতি ভিন্ন। আমরা যে যার পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ। অবশ্যই আল্লাহ অন্তর্যামী—কারো ওপর তিনি তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না। একটু প্ল্যান অনুযায়ী প্রস্তুতি নিলে আল্লাহ অনেক সহজ করে দেন।

আশা করি, এই রামাদানে আমরা পরিবারের সদস্যদের খাবারের বিলাসিতা থেকে বিমুখ করতে পারব এবং নিজেরাও টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে সচেতন হবো, ইনশা আল্লাহ।

www.QuranerAlo.net

রামাদান চেকলিস্ট

ডাক্তার সাবিহা সুলতানা

রাতের খাবার শেষে সাবিরা তার মা আর খাদেমা মেয়েটিকে নিয়ে তালিমে বসল আজ নিয়ে সিয়ামের সংখ্যা পাঁচটি। *রিয়াদুস সালিহীন*-এর একটি অধ্যায় থেকে সহজে বোধগম্য হাদিসগুলো পড়ল আর রোজকার প্ল্যান অনুযায়ী তিনটি করে আল্লাহর গুণবাচক নাম মুখস্থ করল তিনজনই। রামাদানের পঞ্চম দিনে তাদের মোট পনেরোটি নাম মুখস্থ হয়েছে অর্থসহ। একজন বলে অন্য দুজন শোনে; বেশ মজা পায় খাদেমা কিশোরী এবং সাবিরার মা। এই সময়টা সাবিরা বেশ উপভোগ করে।

রাতে শোবার আগে মোবাইলটা হাতে নেয় সাবিরা। সারাদিনের কম্প্যাক্ট শিডিউলে সে সোশ্যাল সাইটগুলোর জন্য খুব কম সময়ই বরাদ্দ রেখেছে। রামাদানের আগেই সে খুব গুছিয়ে চেকলিস্ট বানিয়ে নিয়েছে। ব্যক্তিগত আমল ছাড়াও ঘরের অন্যদের জন্যেও কিছু উদ্যোগ নিয়েছিল। এর মধ্যে মায়ের সাথে প্রতিযোগিতা করে কুরআন তিলাওয়াত করা, খাদেমাকে তাজউইদ শেখানো ইত্যাদি।

মোবাইলে ডাটা অন করে ফেইসবুকে লগইন করল প্রায় দুদিন পর। রামাদানের একটা গোছানো রুটিন শেয়ার করেছিল সিয়াম শুরু হওয়ার আগেরদিন। মেয়েদের একটা গ্রুপে। অনেকগুলো লাইক কমেন্ট, শেয়ার। নোটিফিকেশন চেক করতে গিয়ে দেখল—এক সিনিয়র আপু ওকে মেনশন করে পোস্ট দিয়েছে। একটু অবাক হলো। আপুর সাথে জানাশোনা সামান্যই, তাও ফেইসবুকের কল্যাণে। আপু ওকে কীসে ট্যাগ করল দেখতে গিয়ে ওর আক্কেলগুড়ুম। পাঁচ-ছয় দিন আগের সেই রামাদান

www.QuranerAlo.net

চেকলিস্টের একটা অংশের লেখা নিয়ে আপু বিশাল পোস্ট দিয়েছে। অংশটা ছিল—পিরিয়ড অবস্থায় রামাদানের করণীয় কাজ। কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে কি যাবে না—সেটাও ছিল।

সাবিরা গত রামাদানে ফরজে আইন কোর্সে এ ব্যাপারে যতটুকু নোট করেছিল সেটার কিছু অংশই লিখেছিল; কিন্তু আপু সম্ভবত এ ব্যাপারে ভিন্ন মতটা মানেন। এবং কোনো এক বিচিত্র কারণে অন্য সকল মতকে বড় ধরনের ভুল হিসেবেই জানেন। তিনি সাবিরাকে ধুয়ে দিয়ে পোস্ট দিয়েছেন। খুব কঠোর ভাষায় তাকে কিছু নাসিহা দিয়েছেন; যেন অল্পবিদ্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি না ছড়ায় ইত্যাদি ইত্যাদি!

আর বেশ কিছু আয়াত ও হাদিস উপস্থাপন করেছেন তার নিজের মতের স্বপক্ষে। পোস্টের ঝাঁঝালো আঁচেই সাবিরার ঘুম উবে গেল। ফুরফুরে মেজাজটা গেল খারাপ হয়ে! এপাশ ওপাশ করে করেই সাহারির সময় হয়ে গেল! সাহারি খেয়ে ফজরের সালাতের পর ঘণ্টাখানেক কুরআন তিলাওয়াত করার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু দুই পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করতেই ঘুমে চোখ খোলা রাখতে কষ্ট হলো সাবিরার! রাতে না ঘুমানোর ফল! ঘুম ভাঙল দেরি করেই। দ্রুত কলেজে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। যেতে যেতে রাস্তাতেই আবার গত রাতের কথা মনে পড়ল। ভেতরে ভেতরে একটা চাপা রাগ মাথাচাড়া দিলো। আশ্চর্য মানুষের ব্যবহার! কত সহজেই মানুষকে আঘাত দিয়ে কথা বলে! দুইটা ক্লাস হলো, সাবিরা খুব একটা মনোযোগ ধরে রাখতে পারল না।

বাসায় ফিরতে ফিরতে দুপুর হলো, যুহরের সালাত আদায় করে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে মোবাইল হাতে নিল। কী মনে করে কয়েকটা ফাতওয়ার সাইটে ঢুকে পিরিয়ড রিলেটেড ফাতওয়াগুলো পড়তে শুরু করে গতকালের সেই পোস্টের ইস্যুতে ওর স্বপক্ষে বেশ কিছু হাদিস, ব্যাখ্যা-সহ পেয়ে গেল! চাপা রাগের অনুভূতি এবার ফুয়েল হিসেবে কাজ করল! পিসি অন করে যুদ্ধাংদেহী মনোভাব নিয়ে বিশাল সাইজের জবাবি পোস্ট লিখতে বসল। ওদিকে আসরের ওয়াক্ত হলো লিখতে লিখতেই, সাবিরা দ্রুত সালাত আদায় করে নিল; যদিও মন পড়ে ছিল পোস্ট লেখায়!

বিকেলের তাফসির পড়ার কথা ভুলেই গেল সাবিরা! ইফতারের আগে আগে সাবিরার হুঁশ হলো—বাবার জন্য শরবত বানানো হয়নি; যেটা প্রতিদিন সে নিজ

www.QuranerAlo.net

হাতে বানায়। দ্রুত মায়ের সাথে ইফতার তৈরি করাতে হাত লাগাল! ইফতারি, সালাত সেরে আবার পিসি নিয়ে বসল সাবিরা। খাদেমা মেয়েটি কিছুক্ষণ কায়েদা হাতে নিয়ে ঘুরঘুর করে বুঝল—আজ তাকে আর পড়ানো হবে না। অঘোষিত ছুটি পেয়ে রুম থেকে চম্পট দিয়ে ড্রয়িংরুমে গিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা খেলনা নিয়ে খেলতে লাগল। ওদিকে বিশাল জবাবি নোটটাও লেখা শেষ হলো।

সালাতের সময় হয়ে গেল। আজই প্রথম সাবিরার তারাবির সালাতে কয়েকবার সাহু সিজদা দেওয়া লাগল! বারবার মনোযোগ ছুটে যাচ্ছিল আর মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল সারাদিন মাথা খাটিয়ে লেখা স্ট্যাটাসটার বিভিন্ন অংশের প্রুফ! সালাত শেষে খেয়ে আবার পিসি অন করে ফেইসবুকে লগ ইন করল! জবাবি লেখাটা এবার পোস্ট করবে!

হঠাৎ পেছনে সাবিরার মা এসে দাঁড়ালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু করছিস? আজ সারাদিন মোবাইল আর পিসি নিয়েই কাটালি, তালিমের সময় যাচ্ছে, তাও করছিস না। তুই কিন্তু আজ আমার চেয়ে দুই পারা পিছিয়ে গেছিস, আজ তুই কুরআন তিলাওয়াতও কম করেছিস! 'গুরুত্বপূর্ণ' শব্দটা কানে লাগল সাবিরার! মায়ের কথাতে সাবিরা যেন একটা বড় ধাক্কা খেল! যদিও তিনি তিরস্কার বা বিরক্তি নিয়ে কিছু বলেননি!

তাই তো! আজকের রুটিনের কাজ তো একটাও হয়নি! কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজটা সে করছে? কে না কে, যাকে কিনা সে ভালোমতো চেনেও না—সে ফেইসবুকের মতো এক জায়গায় কী না কী বলেছে, আর সেও গাধার মতো রামাদানের এই মহামূল্যবান সময় নষ্ট করে তার উত্তর লিখছে! পুরো একটা দিন নষ্ট করল! সাবিরা পোস্ট ডিলিট করে আইডি ডিএক্টিভেট করে দ্রুত পিসি অফ করে তালিমে বসল!

www.QuranerAlo.net

এপিঠ-ওপিঠ

জাকিয়া সিদ্দীকি

এক.

দশটা বাজতেই আড়মোড়া ভাঙল ফাহিম। হাত বাড়িয়ে মিউজিক অন করল সে। মিউজিকের তালে তালে আস্তে আস্তে পা দুলাতে লাগল ফাহিম। দীর্ঘদিনের অভ্যাস। মিউজিক ছাড়া দিনটা শুরু করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। ওয়েস্টার্ন মিউজিক তার পছন্দের শীর্ষে। মিনিট দশেক পরে চাঁন মিয়া ঢুকল ঘরে। তাকে বলে দেওয়া আছে সে ঠিক সকাল ১০ : ১৫ মিনিটে ব্ল্যাক কফি দিয়ে যায় ফাহিমকে।

চাঁন মিয়াকে দেখে হাসিমুখে উঠে বসল ফাহিম।

বসো চাঁন। একা একা কফি খাওয়াটা বেশ বিরক্তিকর। আজ আমার সাথে কফি খাও।

জি না, স্যার। মাথা নাড়ে চান মিয়া।

কফি না খেলে চা খাও?

আমি সিয়াম রেখেছি, স্যার। আজকে ৮ম রামাদান চলছে।

ওহ আচ্ছা। ঠিক আছে তুমি যাও। হাত নাড়ে ফাহিম।

দুমাস হলো ক্রাশ ডায়েট ফলো করছে ফাহিম। সেই সাথে জিম। সে বিশ্বাস করে 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।' তাই নিজের শরীরের দিকে কড়া নজর রাখে ফাহিম।

www.QuranerAlo.net

দেশের সবচেয়ে বড় ডায়েটিশিয়ানের তত্ত্বাবধানে আছে সে। এখন কফি সেরে সোজা জিমে চলে যাবে সে। নিয়োগকৃত ট্রেইনার অপেক্ষা করছে ফাহিমের জন্য।

☆☆☆

রাত জেগে পড়াশোনা করে, সাহারি খেয়ে, সালাত শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিল আদনান। তার বাবা চাঁন মিয়া কাজে গেছে। বিশাল বড়লোকের কেয়ারটেকার তার বাবা। সামনে ওর অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষা তখনই দিতে পারবে যখন কিনা ফর্ম ফিলাপ করতে পারবে। টাকাটা এখনো জোগাড় হয়নি। তার বাবা বলেছে ঠিক ব্যবস্থা করবে।

সিয়াম চলছে তাতে কী? আল্লাহর রহম আছে না? এজন্য সিয়াম রেখে সারাদিন পড়াশোনা করছে আদনান। রাতে তারাবি। তারপর রাতজেগে পড়াশোনা। রেজাল্ট বরাবরই ভালো আদনানের। পড়াশোনা শেষ করে আল্লাহ চাইলে ভালো চাকরি জুগিয়ে বাবা মায়ের মুখে হাসি ফোটাবেই আদনান। দিন-রাত এই স্বপ্নেই বিভোর থাকে আদনান। মায়ের ভালো চিকিৎসার জন্য বড় ডাক্তার দেখাবে, ভালো একটা বাসা ভাড়া নেবে আরো কত কী!!

দুই.

শফিক সাহেব কদিন যাবৎ খুব টেনশানে দিন কাটাচ্ছেন। মেয়েটা কিচ্ছু খায় না। পৃথিবীর কোনো খাবারেই তার কোনো রুচি নেই। চিকেন, বিফ, জ্যাম, জেলি, বার্গার, চাইনিজ, থাই, দেশি—কোনো কিছুই তার পছন্দ না। সব খাবার দেখলেই নাক সিঁটকায় লাবণ্য।

কদিন হলো তার কোমরে ব্যথা। লাবণ্যকে দেখে ডাক্তার বলেছেন, কোনো রোগ নেই। খাবার খেতে হবে ঠিকমতো; কিন্তু এই অরুচির কোনো সুরাহা করতে পারেননি শফিক সাহেব। মেয়ের কোনো খাবারেই রুচি নেই। সকালে লাবণ্যর মা ডিম সিদ্ধ করে তাকে খেতে দিয়ে কী কাজে কিচেনে গিয়েছে অমনি লাবণ্য টুক করে ডিমটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। ডিম দেখলেই গা গুলায় তার!

☆☆☆

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেই ওপর থেকে ঠিক পায়ের ওপরে এসে একটা ডিম পড়ল। থমকে দাঁড়াল শারমিন। সিদ্ধ ডিম না? হাত দিয়ে তুলে নিল সে ডিমটা। ওপর

www.QuranerAlo.net

থেকে পড়াতে ফেটে গেছে আর ময়লাও লেগেছে। ওপর দিকে তাকায় শারমিন। আলিশান বাড়ি। কেউ খাবে না বলেই হয়তো ফেলে দিয়েছে।

আহারে জীবন! তার দুই বছরের ছেলেটা অপুষ্টিতে ভুগছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বলে দিয়েছে রোজ ডিম আর পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে; কিন্তু কোথায় পাবে সে রোজ এসব? ঘরে অসুস্থ স্বামী আর অপুষ্ট বাচ্চা রেখেই ঝিয়ের কাজ করে শারমিন। দ্রুত শাড়ির আঁচলে ডিমটাকে বেঁধে নিল শারমিন। ঘরে ফিরে ধুয়ে ছেলেটাকে খেতে দেবে বলে।

তিন.

ল্যান্ড ফোনটা বেজেই চলেছে; কিন্তু তা তুলছেন না গাজি রহমান। অগ্নিদৃষ্টিতে বোরহানের দিকে তাকালেন তিনি। কটমট করে বললেন—

তোমাকে না বললাম ফোনটা ডিসকানেক্ট করে রাখতে। বোরহান মিনমিন করে কী বলল ঠিক বোঝা গেল না।

গতকাল এইচএসসির রেজাল্ট বেরিয়েছে। পুলিশের ডিআইজি গাজি রহমান পড়েছেন মহা ফাঁপড়ে। না পারছেন বাইরে বেরোতে না পারছেন ঘরে টিকতে। তার একমাত্র ছেলে রিফাত যে তাকে এভাবে সম্মান সমেত ডোবাবে, তা কি তিনি ভেবেছিলেন? এখন ছেলেটাকে গছাবেন কোথায়? না হয় বিদেশ পাঠাবেন; কিন্তু ভর্তির আগে মার্কশিটটা তো দেখতে চাইবে তারা। তিন তিনটে সাবজেক্টে ফেল করে তার সুপুত্রটি এখন কোথায় অবস্থান করছে তাও তিনি জানেন না!

☆☆☆

আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছেন মনোয়ার সাহেব। গা কাঁপছে তার। বিপুল সজোরে জড়িয়ে ধরেছে তাকে।

আব্বা, কিছু বলো। চুপ করে আছো কেন? ও মা তুমি কোথায়? সালাত শেষ হলো? চিৎকার করে মাকে ডাকে বিপুল।

সালাম ফিরিয়ে প্রায় ছুটে এলেন শান্তা বেগম। ছেলের রেজাল্ট বেরিয়েছে! ভালো খবরই হবে। ছেলের পরিশ্রম আর তার দুআ তো আল্লাহ ফিরিয়ে দেবেন না!

www.QuranerAlo.net

গোল্ডেন পেয়েছি মা। মাকে জড়িয়ে ধরল বিপুল।

আলহামদুলিল্লাহ। দু-ফোঁটা আনন্দ অশ্রু গড়িয়ে পড়ল শান্তা বেগমের দু-কপোল বেয়ে।

এবার মেডিকেলে চান্স পাবোই। তুমি দেখো।

হ্যাঁ, বাবা, পাবি ইনশা আল্লাহ। দুআ করি।

নীরবে দরজা খুলে বাইরে এলেন মনোয়ার। হাত দিয়ে চোখের কোনা মুছলেন তিনি। একনিষ্ঠভাবে খেটেছে ছেলেটা। আজ তার ফল পেল। বড় শখ বিপুলের, সে ডাক্তার হবে। ভালো কোনো কোচিং-এ ছেলেটাকে ভর্তিও করাতে চান তিনি; কিন্তু... তার জন্য তো টাকা দরকার। টাকাটা জোগাড় করতে হবে তাকে। যেভাবেই হোক। তিনি বেঁচে থাকতে একমাত্র ছেলের স্বপ্ন বৃথা যেতে দেবেন না।

সারাদিন রিক্সা চালান মনোয়ার সাহেব। ঠিক করলেন—এখন থেকে রাতেও চালাবেন। খাটুনি না-হয় হোক খানিকটা। কোথাও থেকে ধার করে হলেও টাকাটা জোগাড় করবেন বলে ঠিক করলেন তিনি।

চার.

মুন্নী এসে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল তাহেরকে।

তুমি আমাকে এত ভালোবাসো তা আমি বুঝতেই পারিনি।

তাই? হাসিমুখে বলল তাহের।

হু। মাথা ঝাঁকালো মুন্নী।

আজ মুন্নীকে বেশ ঝলমলে দেখাচ্ছে। সকালেই তাহের তার কথামতো তার বুড়ো মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছে। ঝামেলা গেছে। আর সারাদিন প্যান-প্যানানি শুনতে হবে না। এবার শুধু সে আর তাহের।

☆☆☆

গতকাল বিয়ে করেছে শুভ। নতুন বউ নাজনীন একটু লাজুক স্বভাবের। বেশি কথা বলে না, চুপচাপ থাকে।

www.QuranerAlo.net

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় শুভর। পাশে তাকিয়ে দেখে বউ নেই। আচমকা লাফ দিয়ে উঠে পড়ে শুভ। এত রাতে যাবে কোথায়? টয়লেটে যায়নি তো? ভেজানো দরজা খুলে বাইরে এলো শুভ। দাওয়ায় হারিকেনের আলো দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোলো শুভ। এবার নাজনীনের কান্না শুনতে পেল ও। তার মায়ের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে নাজনীন বলছে—

মাকে হারাইছি কবে। ভাবছিলাম বিয়ের পরে নতুন করে মা পাবো; কিন্তু আমার কপালে মা নাই। তাই মায়ের দুআ নিয়ে সংসার শুরু করতে পারলাম না।

চোখ থেকে অজান্তেই পানি গড়িয়ে পড়ল শুভর।

পাঁচ.

জসিমের হাত ধরে গতকাল বাড়ি থেকে পালিয়েছে তুলি। ঘর ছাড়ার আগে তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় বাধা তার তিন বছরের ফুটফুটে মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে তুলি। স্বামীর জমানো সব টাকা নিয়ে প্রেমিক জসিমের সাথে অজানা গন্তব্যে পা বাড়িয়েছে সে।

☆☆☆

আয়িশার বিয়ে হয়েছে আজ বারো বছর। তার স্বামী রায়হান কলেজে শিক্ষকতা করেন। দেশ-বিদেশের অসংখ্য ডাক্তার দেখিয়ে আজ শুধু আল্লাহর রহমতের আশায় বুক বেঁধে আছে এই দম্পতি। বারোটি বসন্ত পেরিয়ে গেলেও সন্তানের আগমনি-বার্তা এখনো শোনাতে পারেনি আয়িশা তার প্রিয় মানুষটিকে।

পত্রিকা পড়ছিল আয়িশা। হঠাৎ একটি শিরোনামে তার দৃষ্টি আটকে যায়—

পরকীয়ার বলি তিন বছরের ফুটফুটে শিশু কন্যা আসমা।

পাঁজর ভাঙা ব্যথাটা কাউকে দেখাতে পারে না আয়িশা। শুধু স্রোতের মতো কান্না উপচে পড়ে তার দু-চোখ বেয়ে।

www.QuranerAlo.net

নতুন মায়েদের রামাদান

নূরুন আলা নূর

সকল প্রশংসা আমাদের মহান রবের, যিনি আমাদের সৌভাগ্য দিয়েছেন আরেকটি রামাদানে প্রবেশ করার। এই বছরের রামাদান অনেকেরই ভাগ্যে জোটেনি, যারা গত রামাদানে ছিলেন। অনেকেই হয়তো অসুস্থ থাকবেন, কেউ কেউ না চাইতেও অনেক ব্যস্ত থাকবেন, কেউ থাকবেন প্রবাসে—আত্মীয়-স্বজন বিবর্জিত এক ভিন্ন পরিবেশে।

তবে যারা বেঁচে আছি আলহামদুলিল্লাহ, তাদের জন্য সুসংবাদ। কেউ যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন তার আমলনামায় সেই আমলগুলোই লেখা হয় যা সে করত সুস্থ অবস্থায়।

এই বছর আল্লাহ তাআলা অনেক বোনকে মা হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। অনেকেই দুশ্চিন্তা করছেন ছোট বাবু নিয়ে কীভাবে ইবাদত করবেন। কারো বাবু অসুস্থ, কেউ আবার নিজেই অসুস্থ। বোনেরা আমার, সবার আগে শুকরিয়া আদায় করতে হবে আমাদের মহান রবের; যিনি আমাদের এই বছরেও রামাদান লাভ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আমরা তো কবরে শুয়ে থাকা সেই বোনের মতোও হতে পারতাম, যিনি ভেবেছিলেন—এই রামাদানে সব গুনাহের জন্য মাফ চেয়ে নেবেন। আলহামদুলিল্লাহ, এখনো আমাদের গুনাহগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে।

তাহলে জেনে নিই, ছোট বাবু নিয়ে কী ইবাদত করতে পারি আমরা—

www.QuranerAlo.net

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

আমল করা কঠিন লাগছে; কিন্তু গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কি খুব বেশি কষ্ট করতে হয়? গিবত, পরচর্চা, মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকি। টিভি, মিউজিক ইত্যাদি—এই রামাদান থেকেই ছেড়ে দিই। ইউটিউব, ফেবুতে হাবিজাবি দেখা একদম বন্ধ। এভাবে নিজেকে ট্রেনিং দিই, যেন রামাদান শেষ হলেও এসবে আর ফিরে না যাই আমরা।

সময় নষ্টকারী কাজ বন্ধ করা

কাজটা হারাম না, তবে প্রশংসনীয় কিছুও না। এমন সময় নষ্টকারী কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকব আমরা। অতিরিক্ত ঘুমিয়ে বা নেট ব্রাউজ করে সময় অপচয় করব না।

ভালো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ

কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। সব সময় ভালো আমল করার ইচ্ছা রাখব। আজই নিয়ত করব—রামাদানে যতটা পারা যায় বেশি বেশি ইবাদত করব। ইনশা আল্লাহ, এই নিয়তেই আল্লাহ তাআলা বারাকাহ দেবেন এবং উত্তম প্রতিদান দেবেন।

যিকির করা

কুরআন খুলে বসতে হয়তো আপনাকে একটু সুযোগ খুঁজতে হবে, কিন্তু মুখ, জিহ্বা আর হৃদয় দিয়ে আল্লাহকে ডাকতে নিজের সদিচ্ছাটাই যথেষ্ট। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবর, আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে হবে। দুরুদ পড়তে হবে। জিহ্বাটা যিকিরে আর্দ্র করে রাখতে হবে।

তিলাওয়াত শোনা

মোবাইলে বা ল্যাপটপে আমাদের প্রিয় কারির রেকর্ডকৃত তিলাওয়াত ছেড়ে রাখতে পারি। তিলাওয়াত শুনতে শুনতেই ছোট ছোট সুরাগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

www.QuranerAlo.net

দৈনন্দিন কাজের দুআগুলো পড়া

ওয়াশরুমে ঢোকার ও বের হওয়ার, ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার, ঘুমাতে যাওয়ার ও ঘুম থেকে ওঠার দুআ আছে—যা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এ দুআগুলো পড়তে হবে। যে দুআগুলো মুখস্থ নেই, সেগুলো এই রামাদানে মুখস্থ করার চেষ্টা করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলার যেকোনো একটি নাম ও তার অর্থ জেনে মুখস্থ করা

আল্লাহর নাম জানলে আমাদের দুআগুলো সুন্দর হবে। যেমন—আল্লাহ তাআলা আল-মুজিব, যিনি দুআর উত্তর দেন। আপনি নাম আর অর্থটা শিখে নিলে দুআর সময় বলবেন— ইয়া আল্লাহ, আপনি তো আল-মুজিব, দুআর উত্তরদাতা। আমি জানি, আপনি আমার দুআরও উত্তর দেবেন। আমার কাজ সহজ করে দিন, মালিক।'—দুআটা সুন্দর হচ্ছে না? দুআ কবুলের জন্য একটা আদব হলো আল্লাহর সুন্দর নামগুলো দিয়ে তাঁকে ডাকতে হবে।

প্রতিদিন কুরআনের একটি আয়াত মুখস্থ করা

সুরা মুলকে ত্রিশটি আয়াত আছে। ত্রিশ দিনে ত্রিশটি আয়াত মুখস্থ হয়ে গেলে কী দারুণ হবে—ভাবা যায়! প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে মুলক পড়ে ঘুমালে তা কবরের আযাবকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দেবে।[১] রামাদানে সুরাটা মুখস্থ করতে পারলে এরপর থেকে রাতে ঘুমানোর আগে কুরআন দেখে আর পড়তে হবে না। মুখস্থই তিলাওয়াত করতে পারবেন।

এছাড়া সুরা কাহফের প্রথম ও শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করতে পারেন প্রথম ২০ দিনে, আর শেষ দশ দিনে ছোট একটা সুরা। সুরা কাহফের এ আয়াতগুলো মুখস্থ থাকলে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ।[২]

ছোট বাচ্চা নিয়ে কীভাবে মুখস্থ করব?

---

[১] *সুনানুন নাসায়ি* : ১০৪৭৯

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৮০৯; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৭৮৬; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৩৩৯১; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৩২৩; *আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা*, নাসায়ি : ৯৪৯, ৯৫০

www.QuranerAlo.net

ফজরের পর কুরআন নিয়ে বসবেন। আয়াতটা আওড়াবেন বারবার। যুহরের পর আর ইশার পরেও বারবার আওড়াবেন। কুরআনটা হাতের কাছেই রাখবেন। একদিনে একটি আয়াত কয়েকবার রিডিং পড়লে একসময় মুখস্থ হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ। যেদিন যে আয়াত পর্যন্ত পড়বেন, সেদিন প্রতি ওয়াক্তের সালাতে বারবার সেই আয়াতগুলো পড়বেন। আর রাতে ঘুমের সময় এবং দিনে কাজ করার সময় মোবাইলে সুরাটির তিলাওয়াত চালিয়ে রাখবেন।

ওজু অবস্থায় থাকা ও মিসওয়াক করা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা পছন্দ করেন আর শয়তান পছন্দ করে অপবিত্রতা। সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকতে হবে। মিসওয়াক হলো স্রষ্টার সান্নিধ্যলাভের সবচেয়ে সহজ উপায়। মিসওয়াক করতে হবে।

বেশি বেশি দুআ করা

দুআ একটি ইবাদত। দুআ মুমিনের অস্ত্র। সিয়ামরত ব্যক্তির দুআ কবুল হয়। দুআ করতে হবে নিজের জন্য এবং সবার জন্য। অবশ্যই অবশ্যই এই অধমকে আপনার দুআয় রাখতে ভুলবেন না। দুআ মিরাকেল ঘটাতে পারে। কুরআনে খুব সুন্দর সুন্দর দুআ আছে, বাবা-মা, স্বামী-সন্তান, মুমিনদের জন্য। দুআগুলো মুখস্থ করে অথবা দেখে দেখে পড়া যেতে পারে। 'রব্বানা—দুআ ফ্রম কুরআন' লিখে সার্চ দিলেও পাওয়া যাবে দুআগুলো। তবে নির্ভরযোগ্য কিনা এবং অর্থটা নিজ পরিস্থিতির উপযুক্ত কিনা—ভালো আলিমদের থেকে যাচাই করে নিতে হবে।

এছাড়াও প্রতিদিন একটি হাদিস পড়া যেতে পারে, বাচ্চার শরীর ও পোশাক পবিত্র হলে তাকে জায়নামাযে বসিয়ে বা পিঠে নিয়েও নফল সালাত আদায় করা যেতে পারে, বাচ্চাকে কুরআনুল কারিম থেকে যেকোনো সুরা শুনিয়ে শুনিয়ে ঘুম পাড়ানোর অভ্যাস করা যেতে পারে। প্রতিটি আমল বাচ্চার সামনে করার চেষ্টা করতে হবে—যেন বাচ্চাদেরও এগুলোর অভ্যাস হয়ে যায়।

একেকজনের পরিস্থিতি একেকরকম। কারো আশেপাশে অনেক সাপোর্ট। কেউ কেউ একদম একা। আমাদের কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত পরীক্ষা দেওয়া লাগছে না। আপনার সাধ্য অনুযায়ী আমল করুন। কেউ কেউ ওপরে বলা আমলগুলোর চেয়েও

www.QuranerAlo.net

অনেক বাড়তি ইবাদত করতে পারবেন। আবার কেউ কেউ হয়তো এক/দুইটা করতেই হিমশিম খাবেন। অন্যের সাথে তুলনা করে নিজেকে কষ্ট দেবেন না বোন। আল্লাহ আপনার পরিস্থিতি জানেন। ভালো কাজ করার তীব্র যে ইচ্ছা অন্তরে আপনি পোষণ করছেন—তা অন্তরের মালিক সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন। কে জানে—এই নিয়তের জন্যেই হয়তো আপনার আমলনামা নেকি দিয়ে ভারী হতে থাকবে।

www.QuranerAlo.net

নিষ্প্রদীপ হৃদয়

আদিনা আমাতুল্লাহ

এক.

ইশরাতের বাসায় আজ ওর ইউনিভার্সিটির বান্ধবীদের দাওয়াত। নাদিয়া, মুন ইশরাতের কাছের বান্ধবী। কাছের বান্ধবী হলেও কিছু ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকেই সব সময়। যেমন—ওদের মধ্যে মুন একটু ধার্মিক। বাকিদের গান-বাজনা, মুভি, প্রেমের গল্প এসব নিয়ে কথা উঠলেই মুন এড়িয়ে যায়, চুপচাপ থাকে—যা অন্যদের পছন্দ না। মাঝেমাঝে বোঝানোর চেষ্টা করে ওদের।

ইশরাতের সাথে নাদিয়ার সব সময় একটা খুনশুটি লেগেই থাকে। ইশরাতের স্বভাব হচ্ছে, সে অন্যদের দোষ সবাইকে বলে বেড়াবে; না হলে সবার সামনে তাকে খোঁটা দিয়ে কথা বলবে। তারপর বলবে, যা বলেছি সত্যিই তো বলেছি।'

নাদিয়ার আজকাল খুব মন খারাপ থাকে। খুব কঠিন একটা সময় পার করছে সে। ইশরাত জানে, সে এখন কঠিন সময় পার করছে এবং নিজের কিছু ভুলের জন্য ডিপ্রেশনে ভুগছে।

মুন ইশরাতকে পরোক্ষভাবে বোঝাতে চাইল, 'বুঝলি ইশরাত, ফেইসবুকের চেয়ে বড় ফিতনার জায়গা আর নেই। নাসিহা দেওয়ার নামে মানুষকে অপমান করার কারখানা হয়ে গেছে এটি। খোঁটা দিয়ে কথা বলবে, না-হয় অন্যের দোষ গুনবে আর

www.QuranerAlo.net

নিজেকে ত্রুটিমুক্ত প্রমাণ করতে চাইবে।

অথচ একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

“

মুমিন কখনো দোষারোপকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীলভাষী ও গালমন্দকারী হতে পারে না।[১]

আরেকটি হাদিসে আছে—

“

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো ব্যক্তির দোষত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির দোষত্রুটি গোপন করবেন।[২] *অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।*[৩]

কিন্তু মুনের নাসিহা ইশরাতকে চুপ করাতে পারল না। ইশরাতের পরিকল্পনাই ছিল নাদিয়াকে অপমান করা। সুযোগ বুঝে দু-চারটা চরম সত্য কথা শোনাল নাদিয়াকে। সে ভুল করেছে, গুনাহ করেছে, এখন সে অনুতপ্ত। নাদিয়া কথাগুলো শুনেই গেল, পালটা কোনো উত্তর দিলো না। মুন ইশরাতকে বলল, ‘তোর উচিত ছিল নাদিয়াকে সান্ত্বনা দেওয়া। সে যেন একা না হয়ে যায়, আরো বড় ভুল না করে বসে।’ ইশরাত বলে উঠল, ‘মুন, আমি যা বলেছি সত্যিই তো বলেছি। তুই না এত ধার্মিক, আমাকে মিথ্যা বলতে বলছিস নাকি!’ আর সে মনে মনে বেজায় খুশি হলো, ‘আজকে শোনালাম ইচ্ছামতো! খুব ভালো হচ্ছে তোর সাথে যা হচ্ছে!’

ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ১৯২; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ২৯, ৩০; *জামি তিরিমিযি* : ১৯৭৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৯৪৮

[২] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৭৮

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২৬৯৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৪৬

www.QuranerAlo.net

“

তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দিত হয়ো না। কেননা, এতে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি করুণা করবেন এবং ওই বিপদে তোমাকে নিমজ্জিত করবেন।[১]

দুই.

তিথিদের বাসায় আজ রাবেয়া খালা এসেছেন। তিথির মায়ের বড় বোন রাবেয়া খাতুন। তিথির মা তার বড় বোনের কথার ওপর একটা কথাও বলতে পারেন না। ছেলে-মেয়ে সব ওয়েল স্ট্যাবলিশড, গাড়ি-বাড়ি সব দিকে সুখে আছেন। তাই তার হুকুমে চলে তিথির নানার বংশের সবাই। রাবেয়া খাতুন যখনই আসেন, তার ছেলের রেফারেন্সে তিথির ভাইয়ের চাকরি হয়েছে—এই কথাটা দুই-তিনবার অবশ্যই শোনাবেন। আর তিথির বিয়ে নিয়ে কথা তো তুলবেনই।

তিথি ড্রয়িংরুমে এসে সালাম দিয়ে বসতে না-বসতেই রাবেয়া বেগম জিজ্ঞেস করলেন—‘কীরে, তোর জন্য কি মঙ্গল গ্রহ থেকে ছেলে খুঁজে আনবে তোর বাবা-মা? কারণ, এই দেশের ছেলে তো তোর পছন্দ হচ্ছে না।’

তিথি চুপচাপ মাথা নিচু করে শুনছে। মা-ও চুপ।

রাবেয়া বেগম আবার বলে উঠলেন—‘এই তুই আর বড় ভাইয়ের মেয়ে শীলা, তোরা কি বিয়ে করবি না এই জীবনে! কী চাচ্ছিস তোরা?’

তিথি এবার বলল, ‘খালা, শীলা কী চায়, আমি কী করে বলব। আমি তো আর ওকে...’

তিথি কথা শেষ করার আগেই তিথির মা ওর হাত চেপে ধরে ধমকের সুরে বললেন, ‘তিথি তর্ক করে না খালার সাথে।’

খালা আবার বলতে শুরু করলেন, ‘শীলার না-হয় বাবার টাকা আছে। বয়স হয়ে গেলেও ওর বাবার টাকা আর সম্পত্তি দেখে কেউ একজন বিয়ে করে নিয়ে যাবে; কিন্তু তোকে কী দেখে বিয়ে করবে?’

---

[১] *জামি তিরিমিযি* : ২৫০৬; *শুআবুল ইমান* : ৬৩৫৫; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৩৭৩৯

www.QuranerAlo.net

তিথি করুণ মুখে ওর মায়ের দিকে তাকাল। মা মাথা নিচু করে চোখের কোনা মুছে নিল। তিথি বুঝে গেছে, ওর মা এই কথাতে খুব কষ্ট পেয়েছে।

তিথি বড় খালাকে বলল, 'খালা, আমি আপনি দুনিয়াতে আসার ৫০ হাজার বছরেরও আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাকদিরে লেখা থাকলে একসময় বিয়ে হবেই। সেই সময়েই হবে যে সময়ে আল্লাহ হুকুম দেবেন।' বলে উঠে চলে গেল।

রাবেয়া বেগম চেঁচিয়ে তার বোনকে বললেন, 'শুনেছিস তোর মেয়ে কী বলে গেল, শুনেছিস! আমি কি তোর মেয়ের ভালো-মন্দের ব্যাপারে কথা বলতে পারব না, নাকি? আর আসব না এখানে। দেখি কোন ঘরে বিয়ে দিস তোর মেয়েকে।'

মা চুপ করে শুনে যাচ্ছেন। কিছু বলার ক্ষমতা নেই তার। কারণ, বোনের অনেক টাকা। কিছু বললে বংশের বাকিরা তাকে বয়কট করতে পারে।

তিন.

রিনির পাশের ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটিয়া লুনা। পরিচিত হতে এসেছে লুনা। রিনির বিয়ের চার বছর আর এখনো কোনো বাচ্চা হয়নি শুনে লুনা বলল, 'ট্রাই করতেছেন না, ভাবি? ডাক্তার কার সমস্যা বলছে?'

রিনি খুব ইতস্তত বোধ করছে। রিনি যতই কথা এড়িয়ে যেতে চায় ততই লুনা ইনিয়ে বিনিয়ে একই প্রসঙ্গে কথা বলতে চায়। আরো কত্ত প্রশ্ন এই প্রসঙ্গের সাথে জুড়ে দেয়।

'জামাইয়ের সাথে সম্পর্ক কেমন? 'বাচ্চা নাই দেখে জামাই রাগ করে নাকি? শ্বশুরবাড়ির মানুষ বংশরক্ষার জন্য জামাইকে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে নাকি?'

রিনির এত দিনে এই ধরনের প্রশ্নে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কথা। প্রতিদিন শাশুড়ি ফোনে একই কথা জিজ্ঞেস করে, 'ডাক্তার দেখিয়েছ? ঢাকায় থাকো, বড় কোনো গাইনী ডাক্তার দেখাও। আমাদের সময়ে এত ডাক্তার লাগত না, বাবা। বিয়ের পরপরই বাচ্চা পেটে আসছে। আমার ডায়বেটিসও বাড়ে-কমে, প্রেশারও হাই। একটা নাতি দেখার নসিব হবে কি না, আল্লাহই জানেন।'

www.QuranerAlo.net

রিনির চোখে পানি চলে আসে; কিন্তু শব্দ করে কাঁদতে পারে না। কেবল চুপ করে শুনে যাচ্ছে আজ চারটা বছর। বাবার বাড়ির আত্মীয়-স্বজন, রিনির বান্ধবীরা, আশপাশের মানুষ, এমনকি কাজের বুয়াও কয়দিন আগে এক কবিরাজের ঠিকানা দিয়ে গেল। প্রতিটা দিন চুপ করে কারো না কারো কথা শুনে যায় রিনি।

আজ নতুন প্রতিবেশী লুনা, যার সাথে আধাঘণ্টাও হলো না পরিচয় হয়েছে—তার প্রতিটা প্রশ্ন রিনির ভেতরটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এইসব প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় যে নেই। চুপ করে শুনে যেতে হবে। আল্লাহ একটা সন্তান দান না করা পর্যন্ত প্রতিদিন কেউ-না-কেউ এইসব প্রশ্ন করেই যাবে।

চার.

দুনিয়াতে প্রতিটি জীবের রিযিক আর-রাজ্জাকের নির্ধারণ করা। প্রত্যেকের উপার্জনের ব্যবস্থা, খাবার-ব্যবস্থা আল্লাহই করে রেখেছেন। চাকরি যেমন রিযিক, তেমনি বিয়ে আর সন্তানও। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমানত হিসেবে তাঁর বান্দাকে সন্তান দান করেন। কেউ চাইলেই সন্তান নিতে পারে না।

আমাদের সমাজে প্রচলিত একটা কথা আছে—'বাচ্চার জন্য ট্রাই করছ না!' বিয়ের কিছু সময় পর থেকে দম্পতিদের বিশেষ করে মেয়েদের এই কথাটা শুনতে হয়। এই কথাটার অর্থ কি কেউ ভেবে দেখেছেন? মানে, 'তোমরা হাসব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে সময় কাটাচ্ছ না!' একটা মেয়ের জন্য এই প্রশ্ন কতটা বিব্রতকর; কিন্তু এরচেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে—এই প্রশ্নটা মেয়েদের করে থাকে এই মেয়েরাই!

যাদের একটি বাচ্চা আছে, তারা আরেকটি বাচ্চা নিচ্ছেন না কেন? যাদের দুটো বাচ্চা আছে, তারা আরেকটা কেন নেবে? তিনজন বাচ্চা! এই যুগে এত বাচ্চা কেউ নেয়! কারো প্রথম সন্তান মেয়ে হলে—'আহারে, ছেলে হলে ভালো হতো, এরপর না-হয় মেয়ে হতো!' এ যেন সব আমরা নিজেরাই নির্ধারণ করি, কার ছেলে আগে হবে, কার মেয়ে, কার দুইটা বাচ্চা হতে হবে, আর কার তিনটা।

আপনার পরিচিত কারো চাকরি হচ্ছে না বা চাকরি চলে গেল, বিয়ে হচ্ছে না বা সে বিয়ে করতে চাচ্ছে না, বাচ্চা হচ্ছে না, একটা বাচ্চা হওয়ার পর দ্বিতীয় বাচ্চা নিচ্ছে না বা খুব কম গ্যাপে দুইটা তিনটা বাচ্চা হয়ে গেল বা কারো তালাক হয়ে গেল, কারো পারিবারিক ব্যাপার এবং সে এসব ব্যাপারে কথা বলতে পছন্দ করছে

www.QuranerAlo.net

না; কিন্তু আপনাকে যেন কথাগুলো জানতেই হবে।

আপনি তাকে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করেই যাচ্ছেন; কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর জেনে আপনার কোনো লাভ নেই; কোনো ক্ষতিও নেই। হয়তো আপনি এটা নিয়ে অন্য কোথাও 'গপ্প' জুড়ে দেবেন। এছাড়া এই জেনারেল নলেজ গেইন করে আপনার কোনো উপকার বা অপকার হবে না।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির উত্তম ইসলাম।'[১]

আমাদের সবারই কিছু-না-কিছু খারাপ অভ্যাস আছে। কিছু খারাপ অভ্যাস এমন—যা অন্যদের কষ্ট দিয়ে বসে, আবার কখনো আমাদের নিজেদের দুনিয়া এবং আখিরাতের ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। আমরা হয়তো সেই খারাপ অভ্যাসটা নিয়ে চিন্তা করি না বা এতটা পাত্তা দিই না।

আমরা আমাদের বড় বড় গুনাহগুলো থেকে বাঁচার চেষ্টা করি; কিন্তু ছোট ছোট গুনাহগুলো ভুলে যাই। যেমন—কাউকে কষ্ট বা খোঁটা দিয়ে কথা বলা, কারো কাজকে ছোট করা ইত্যাদি। যে মানুষটার জীবন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে; তাকে নতুন করে কষ্ট দেওয়া তার ওপর জুলুম হয়ে যায়।

আমরা মুসলিম। আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত। আমরা পানি পান করার সুন্নাত, জুতো পরা ও খোলার সুন্নাত-সহ আরো অনেক সুন্নাত পালন করি; কিন্তু মুসলিম ভাই-বোনদের ছোট করে কথা বলা, প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়া, কারো দুঃখ-কষ্টের সময়ও কাউকে দুটো কটুবাক্য শোনাতে আমরা পিছপা হই না। এমন শিক্ষা তো আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত থেকে পাই না।

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ভালো কথা বলাও সাদাকা।[২]

---

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ২২৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭৩৭; *জামি তিরমিযি* : ২৩১৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৯৭৬

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২৮৯১, ২৯৮৯; *সহিহ মুসলিম* : ১০০৯

www.QuranerAlo.net

এই মহিমান্বিত মাসে আমরা কি নিজেদেরকে একটু পরিবর্তন করতে পারি না? আমরা যেন অহেতুক কারো ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ না করি। আমরা কি নিজেদেরকে অন্যের জন্য, নিজের পরিচিত, কাছের মানুষদের জন্য সেই জায়গাটা হতে পারি না, যেখানটায় সে মন খুলে সব কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারে।

কারো খুশির কারণ না হতে পারলেও অন্তত জেনে বুঝে কাউকে কষ্ট দেবেন না। কেউ না চাওয়া পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। কারো কষ্ট দেখে খুশি হবেন না, তাকে খোঁটা দিয়ে কথা বলবেন না। সুখও মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে। কারো কষ্ট হতে পারে তার হিদায়াতের অসিলা। আর আপনার উত্তম আদব এবং আখলাক হতে পারে কারো জন্য ইসলামের পথে আসার উত্তম দাওয়াত।

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।'[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ও হাদিসে আমাদের কতবার সাবধান করে দিয়েছেন ভালো কথা বলার ব্যাপারে, অন্যের সাথে উত্তম ব্যবহার করার ব্যাপারে, অহংকার না করার ব্যাপারে, যা আমাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন মানুষের সাথে উত্তম কথা বলার এবং অনর্থক ও কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা থেকে বিরত থাকার। আমিন।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৬০১৮, ৬০১৯; *সহিহ মুসলিম* : ৪৭

www.QuranerAlo.net

তার জীবনে রামাদান

উম্মে লিলি

এক.

রাত গভীর। ঘর থেকে পা বাড়ালেই মসজিদ। কিয়ামুল লাইলের জন্যে মসজিদে এসেছেন। দুই রাকআত করে দীর্ঘ তিলাওয়াতে ধীর-স্থির ওঠাবসায় সালাত আদায় করছেন তিনি। তার একনিষ্ঠ সালাতের সৌন্দর্য অতুলনীয়!

বন্ধুসম অনুসারীগণ একে একে এসে দাঁড়িয়েছেন পেছনে। রুকুকারীগণ রবের তাসবিহ পাঠ করছে নিবিষ্টচিত্তে। এভাবে একদিন, দুইদিন, তিনদিন গেল। তিনি আসেন একাকী সালাত পড়তে, সবাই এসে জড়ো হয় তার পেছনে। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উম্মাতের জন্যে সহজ করতে চান তিনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অধিক পছন্দ করায় যদি বাধ্যতামূলক করে দেন রামাদানের রাতের এই সালাত! চতুর্থদিন তাই দেরি করলেন তিনি বের হতে। নির্দেশ দিলেন এখন থেকে একাকী এই সালাত আদায়ের।

কিয়ামুল লাইল আরো বাড়িয়ে দেন তিনি শেষ দশ রাতে। কোমর বেঁধে ইবাদতে নামেন যেন। জাগিয়ে দেন পরিবারের সবাইকে। এতটা দীর্ঘ করেন রাতের সালাত, সাহাবিগণ সাহারি করার সময় পাবেন কিনা—চিন্তায় পড়ে যান কখনো।[১]

---

[১] *সুনানুন নাসায়ি* : ১৩৬৪

www.QuranerAlo.net

যার গুনাহ নেই সেই মানুষটি ক্ষমা চান রবের কাছে কত শতবার। যাদেরকে দেখেননি—সেই ভবিষ্যৎ উম্মাহর জন্যে চোখের পানি ঝরান সিজদায়। তার দুআর খাতায় নাম আছে আমার আপনারও; আমরা যারা অতি তুচ্ছ সেই মাটির তৈরি শ্রেষ্ঠ মানুষের তুলনায়। শান্তি বর্ষিত হোক সর্বকালের সেরা কিয়ামুল লাইল আদায়কারীর ওপর।

দুই.

ইফতারের সময় হয়ে এসেছে। খেজুর খুঁজলেন তিনি। পেয়েও গেলেন তাজা খেজুর। সেই খেজুরে ইফতার শুরু করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তাজা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর, তাও না হলে পানি খেয়ে সিয়াম ভাঙেন।

মা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘর, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম প্রিয় স্ত্রীর ঘর। খেজুর গাছের ছাউনি দেওয়া ছোট্ট ঘরে হাত দিয়ে ছাদ ছোঁয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরামের জীবনকে অগ্রাহ্য করেছেন।

বাসায় যতক্ষণ থাকেন ঘরের কাজ করেন। কখনো বকরির দুধ দোহন করেন, কখনো নিজের জামাটা সেলাই করে নেন অথবা জুতা মেরামত করেন। মুসলিম জাতির নেতার ইফতারে থাকে না হরেক পদের খাবার। দিনের পর দিন চুলা জ্বলে না তার ঘরে।

দুই সাধারণ বস্তুই তাদের খাবার, খেজুর আর পানি! কখনো হঠাৎ রুটি, মাংস, দুধ বা মধু খাওয়ার সুযোগ হয়ে যায়। বায়নাক্কা নেই খাওয়া নিয়ে, ভালো লাগলে খান, না লাগলে সরিয়ে রাখেন। ইফতার ও সাহারিতে খেজুর খাওয়াকে প্রাধান্য দেন তিনি।

সাহারির আগে শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দিতে ঘুমালেও শুধু চোখটা বন্ধ থাকে আর অন্তর থাকে সজাগ। দুনিয়াবিমুখ এই জীবনে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ নেই এক বিন্দু, আছে কেবল অন্তরের প্রশান্তি। দানের হাত আরো খুলে যায় তার রামাদানে। নিজের কাছে কিছু জমিয়ে না রেখে উদারভাবে বিলিয়ে দেন। গুনে গুনে দান করা তার অপছন্দ।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর প্রশান্তি পরিবেষ্টিত করে রাখুক এই অতি সাধারণ জীবনযাপনকারী অসাধারণ মানুষটিকে।

তিন.

কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন তিনি। তার সাথে আছেন জিবরিল আলাইহিস সালাম। এই পর্যন্ত যত আয়াত নাযিল হয়েছে সারা রামাদানজুড়ে তাই আবার আত্মস্থ করিয়ে দেবেন জিবরিল। কখনো তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন নিজের রূপে, দিগন্ত বিস্তৃত আকাশে শতাধিক ডানায়; কখনো আসেন কোনো সাহাবির রূপ ধরে, কখনো ঘণ্টার মতো আওয়াজ হতে থাকে। ওহি অবতীর্ণ হওয়ার সময়টায় বেশ শারীরিক মানসিক ধকল যায় মহামানবের ওপর।

রামাদান কুরআন নাযিলের মাস। এক রামাদানে দুইবার সম্পূর্ণ কুরআন পড়লেন ফিরিশতা জিবরিলের সাথে। শ্রেষ্ঠ নবির বুঝতে বাকি রইল না, এটাই তার শেষ রামাদান। আর কোনোদিন ওহি আসবে না। আর কিছুদিন পর হয়তো এই পৃথিবীতে সাহাবিরা সুদর্শন সুযোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে এসে বলবে না, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ!'

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মানুষটির প্রতি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছায় যার মাধ্যমে আমরা পবিত্র কুরআন পেয়েছি।

www.QuranerAlo.net

হঠাৎ একদিন

সাদিয়া জান্নাতি

'সেকি! ফ্রিজের ওই কোনায় একটা চুল রয়ে গেছে তো! ঠিক করে সব কেচেকুচে নাও না। এমন করে কেউ ঘর মোছে নাকি? আমার সময় আছে—এই গরমের মধ্যে এসিরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে তোমার কাজকারবার সব এভাবে পর্যবেক্ষণ করার? একটা কাজও তো ঠিক করে হয় না তোমার দ্বারা! শুনে রাখো ঝরনার মা, আমার সাথে বেশি বেশি করলে না একেবারে মাইনে থেকে দুইশো টাকা কেটে রেখে দেবো এই বলে দিলাম হ্যাঁ...!'

ভরদুপুরে সূর্যের তেজোদীপ্ত রোদের চেয়েও আরো তেজগলায় চেঁচাচ্ছেন মিসেস রুমানা। মাত্রই ফেইসবুকে 'রামাদানে সদাচরণ' শিরোনামে একখান স্ট্যাটাস দিয়ে রুম থেকে বের হয়েছেন রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে। কাল রাতে সাবিহা ভাবিদের বাসার বর্ণাঢ্য 'ইফতার পার্টি' থেকে ফিরতে ফিরতে বেশি দেরি হয়ে যাওয়ায় এমনই চিতপটাং হয়ে মরার মতো এক ঘুম দিয়েছিলেন যে, সাহারির জন্য আর উঠতেই পারেননি। সেজন্যই আজ সিয়ামটাও রাখা হয়নি।

যদিও পাশের ফ্ল্যাটের ওই 'হুজুরনি ভাবি' আসমা আপা একদিন লেকচার দিয়েছিলেন—সাহারি খাওয়া সুন্নাত আর সিয়াম হলো ফরজ, তাই সাহারি কোনোভাবে মিস হয়ে গেলেও সিয়ামটা যেন মিস না হয়, কিন্তু তাতে কী? সারাটা দিন সিয়াম রাখব আর পার্টি থেকে এত্ত ভাজাপোড়া খেয়ে যদি ভোররাতে সালাদ টাইপ স্বাস্থ্যকর কিছু না খাওয়া হয়, তাহলে তো ডায়েটের বিশাল ক্ষতি হয়ে

www.QuranerAlo.net

যাবে! তখন যদি আবার শরীর খারাপ হয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করতে হয়? সেই ভয়ে সিয়ামটা ভাবলেন আজ না-ই রাখবেন! আর এমনিতেও, পুরো মাসের মধ্যে কেবল একটা দিন সিয়াম না রাখলে তেমন কী-ই বা হবে? কেউ তো আর জানছে না, তাই না! মাগরিবের সময় ঘোমটা দিয়ে সবার সাথে ইফতারের জন্য বসে গেলেই সবাই স্বাভাবিকভাবে বুঝে নেবে তিনিও বুঝি সবার মতো আজ সিয়াম ছিলেন। ব্যস! ফের টেনশন কি ক্যায়া বাত!

এদিকে আরো দুই বাসায় কাজ করে আসা ঝরনার মা রাতে আধখানা জিলাপি আর খেজুর খেয়ে শত কষ্ট এবং ভ্যাপসা গরমকে উপেক্ষা করে সিয়াম রেখে কাজ করছেন। আর মনে মনে ভাবছেন, পকেটের জমানো ত্রিশ টাকা দিয়ে বাসায় না খাওয়া ছোট্ট মেয়েটার জন্য আজ কী কিনে নেওয়া যায়! বুয়া মেয়েটার নাম রেখেছে ফারিহা আফরোজ ঝরনা। স্কুলে সবাই ফারিহা নামে চিনলেও বাসায় অবশ্য ওকে ঝরনা নামেই বেশি ডাকা হয়। আট বছরের বাবাহীন মেয়েটাও আজ মায়ের সঙ্গে সিয়াম রেখেছে। বলাবাহুল্য, তারা সিয়াম রাখুক বা না-ই রাখুক, তাদের প্রতিদিনই একইরকম যায়—পিপাসায়, ক্ষুধায়, অনাহারে, তৃষ্ণায়!

তবুও শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এই সিয়ামপালন। যাহোক, এসব বেদনাময় ভাবনা-চিন্তার মাঝখান দিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুরা আলি-ইমরানের ১৩৯ নং আয়াতটি, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে সান্ত্বনাস্বরূপ বলছেন—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا

তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না...

সাথে সাথেই বুয়ার মুখে একরাশ চাঁদহাসি! আল্লাহ আছেন তার পাশে, চিন্তার কোনোই কারণ নেই। পরম করুণাময় একমাত্র তিনিই, আর-রাজ্জাক (জীবিকাদাতা)। নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা তিনি ঠিকই করে দেবেন। ওহ! বালতিটা রান্নাঘরের বারান্দায় রাখতে রাখতে হঠাৎ মনে পড়ল আজ কেন জানি পাশের বাসার আসমা আপা যাওয়ার সময় দেখা করে যেতে বলেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন আবার কোন কাজটা করা বাকি রয়ে গেছে!

www.QuranerAlo.net

কাজ শেষে—

'ঠিহাসে আফা ওহন মুই যাইগা...'

'হুম, ঠিকাছে, কাল তাড়াতাড়ি চলে এসো, এক মিনিটও যদি এদিক ওদিক হয়েছে না, তোমার খবর করে দেবো বুঝলে... মাথায় থাকে যেন।'

'জি আইচ্ছা। আফা ওহন আসি। আসসালামু আলাইকুম।'

এই বলতে বলতেই দরজা লাগিয়ে দিয়ে পাশের বাসায় কলিং বেল চাপল ঝরনার মা। মনের মধ্যে বড়ই টেনশন এবং অস্থিরতা কাজ করছে। এই ক্লান্ত শরীর নিয়ে আবার কোন কাজ জানি করতে হয়!

'বাহ বাহ, এসে গেছ! আসো, ভেতরে আসো; এই যে এখানটায় বসো...'

'আফা আবার আইতে কইলেন যে? ওই কোনার রুমের বাথরুমডা ধুইয়া দিতে হইব নি?'

'না না, সে জন্যে না, আজ বিকেলে মেহমান আসবে, বাসায় আলুর চপ, হালিম, এটা ওটা বেশ অনেক কিছুরই আয়োজন, আলহামদুলিল্লাহ! ভাবলাম তোমাকে বাটিতে করে কিছু দিয়ে দেবো।...'

এ বলতে না বলতেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার বের হলেন সবুজ রঙের একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে। ব্যাগের ভেতরটায় দেখেই বোঝা যাচ্ছে খাবারভর্তি দুটো বাটি। ঝরনার মায়ের মনে খুশির ঝরনাধারা একেবারে খিলখিল করে বয়ে যাচ্ছে। সেই খুশি আর দেখে কে! খুশিতে মন বর্ষাকালের মেঘনা নদীর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে আর বলছে, 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তুমি পরম দয়ালু, পরম মহিমাময়...'

আমরাও কি পারি না আমাদের বাসার কাজের বুয়াটার মুখে এরকমই একটা হাসি ফোটাতে? পারি না আল্লাহর জন্য তাদেরও বাটিতে করে একটু ইফতার দিয়ে দিতে? বা ইফতারের সময় একটু আসার জন্য বলতে? একটুও কি পারি না তাদের সিয়ামপালনে খানিকটা সাহায্য করতে? এভাবে আল্লাহকে খুশি করতে?

www.QuranerAlo.net

রুদ্ধদ্বার খুলে যাওয়ার মাস

বিনতে খাজা

সময়টা ছয় সাত বছর আগের। লিজার তখন ভার্সিটির ফাইনাল ইয়ার চলছে। যে সময়টায় সাধারণত মেয়েদের জন্য বিয়ের পাত্র খোঁজা হয় সেই সময়েই লিজা হঠাৎ বদলে যেতে শুরু করল। একদিন রীতিমতো কালো বোরকাওয়ালি হুজুর হয়ে গেল!

বাসায় একদিকে তাকে নিয়ে চিন্তা কাদের সাথে মেশে, কোথায় যায়, আবার আরেক দিকে চিন্তা—এখন এই মেয়ের বিয়ে দেবে কার সাথে? এমন হুজুর ছেলে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? শুধু হুজুর হলেই আবার চলবে না, ধর্মীয় বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকা শিক্ষিত হুজুর হতে হবে। লে ঠ্যালা! হুজুর বলতে তো সবাই বোঝে দাড়ি টুপি থাকা আর টাখনুর ওপর প্যান্ট পরা। লিজা আবার এর সাথে জুড়ে দিয়েছে 'ঠিকঠাক ইসলামি জ্ঞান' থাকতে হবে। এমন কম্বিনেশনের হুজুরের সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে বাসার কেউ জানে না!

লিজার নতুন বোরকাওয়ালি বন্ধুরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলে এমন ছেলে নাকি নাই-ই। পরিচিত সার্কেল থেকে এক দুইটা প্রস্তাব যাও বা পাওয়া যায় তাতে 'ঠিকঠাক জ্ঞানী' মিললেও কুফু (বর-কনের মাঝে দ্বীনদারিতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, বংশীয় আভিজাত্য ইত্যাদির দিক থেকে সমতা)-এর দিকে থাকে বিশাল ব্যবধান। লিজাকে বোঝাতে চেষ্টা করা হয়, ছেলেকে তো ও ওর মনের মতো করে বিয়ের পরও তৈরি করে নিতে পারবে। লিজা কীভাবে বোঝাবে যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে কি এত সহজেই বদলে নেওয়া যায়! কতই তো শোনা যায়, মেয়ে বিয়ের

www.QuranerAlo.net

পরে পর্দা করবে, কিন্তু বিয়ের পর উলটো সোশ্যাল মিডিয়াতে বছরের পর বছর ধরে তাদের মেকাপ করা, বাহারি গয়নায় সাজা যুগল ছবি দেখা যায়। কত ছেলেরা বিয়ের আগে বলে 'ইসলামি মাইন্ডেড' অথচ সোশ্যাল মিডিয়ায় বউকে নিয়ে তাদের আদিখ্যেতা যেকোনো দ্বীন না বোঝা ছেলের মতোই সবাই দেখতে পায়।

লিজার বাসা থেকে পত্রিকার 'পাত্রী চাই' কলামে খোঁজ করার কথা ভাবা হলো। সেখানে আছে সালাত আদায়কারী পাত্রের খোঁজ। কী আফসোসের কথা, সালাত পড়লেই আমরা মানুষকে অনেক ধার্মিক ভাবি এখন! অথচ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা মুসলিম পরিচয় বজায় রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয়; কিন্তু এই ধরনের পাত্ররা আবার লিজার মতো কালো বোরকাওয়ালি চায় না। এটা তাদের কাছে একটু বেশিই মনে হয়!

বাবা-মায়ের মুখে সার্বক্ষণিক চিন্তার ছায়া। পরিচিতদের থেকে আসা মানানসই প্রস্তাবগুলো মানা করে দিতে হচ্ছে মেয়ের অনিচ্ছার কারণে। নিজের ঘরের পরিবেশ লিজার এত দমবন্ধ করা লাগেনি কোনোদিন। আল্লাহর বিশাল পৃথিবী যেন সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে এসেছে ওর কাছে। দ্বীনের পথে চলার প্রথম দিকের পরীক্ষাগুলোই বেশি কঠিন লাগে; কিন্তু এই সময়ই ঈমানের মিষ্টতা বেশি অনুভব করা যায়। জীবনে প্রথমবারের মতো সিজদায় চোখের পানি ফেলার স্বাদ পেয়েছিল এই সময় লিজা। এভাবেই আসলে আল্লাহ বান্দার মনকে এই দুর্গম পথে শুধু তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করে চলার জন্য একটু একটু করে তৈরি করে নেন। প্রতিটা কষ্ট এখানে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের উপায়। সুবহানাল্লাহ। বিনিময়ে থাকে শুধু শান্তি আর শান্তি।

একসময় নিজেই একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলল এক জনপ্রিয় ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে। অনলাইনের এক বড় সমস্যা হচ্ছে অপরপক্ষের মনোভাব বোঝা কঠিন। ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকে বেশি। সামনাসামনি যা সহজেই মীমাংসিত হতে পারে অনলাইনে তা দিনের পর দিন বা মাসের পর মাস গড়াতে থাকে। লিজা বুঝতে পারে—আল্লাহ ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন। আরো জানতে পারল ধর্মের আড়ালে হ্যাংলা ও ঠগ মানুষও লুকিয়ে আছে।

একসময় সেই সাইটের সাবস্ক্রিপশনও শেষ হয়ে গেল। লিজার জানা নেই এরপর সে কী করবে। আরো কয়েক মাস পার হয়ে গেল। রামাদান চলে এলো। হঠাৎই

www.QuranerAlo.net

আবার একদিন সেই সাইট থেকে মেইল এলো। অবাক লিজা সাইটে ঢুকে দেখে রামাদান উপলক্ষে ওরা এক মাস ফ্রি সাবস্ক্রিপশন দিচ্ছে। 'এত মাস পেরিয়ে গেল কিছু হয়নি, এই এক মাসে আর কী হবে!', মনে মনে ভাবল লিজা।

রামাদানের মাঝামাঝির দিকে একটা প্রস্তাব এলো। অল্প কিছুদিনের মাঝেই অপরপক্ষ থেকে ওর বাসার সাথে কথা বলতে চাইল। এই প্রথম কোনো প্রস্তাব অনলাইন থেকে বাস্তব জগতে বের হয়ে এলো এবং এত দ্রুততার সাথে অগ্রসর হতে শুরু করল। ঈদের দিন সবাই সবার বাসায় যেতে পারে, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঈদের দিনই পাত্রপক্ষ অনানুষ্ঠানিকভাবে লিজাদের বাসায় এলো।

আল্লাহ, আল-ফাত্তাহ, বন্ধ দুআর খুলে দিলেন লিজার জন্য। আল্লাহ আল-বাসিত, লিজার পৃথিবী আবারও প্রসারিত করে দিলেন ওর জন্য।

ইস্তিখারা করার পর এই প্রথম কোনো প্রস্তাবে লিজার মন এত প্রশান্ত রইল। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারল ও যতটুকু চেয়েছিল, আল্লাহ, আল-ওয়াহহাব, তাঁর চেয়েও অনেক বেশি দিতে সক্ষম, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ এভাবেই বান্দাকে সবর, শোকর ও তাওয়াক্কুল শেখান। প্রতিটা অভিজ্ঞতা এখানে কোনো অর্থ বহন করে।

বাকিটা ছিল শুধু সময়ের ব্যাপার। মানুষ যাকে অলৌকিক বলে আল্লাহর কাছে সেটা কেবল ইচ্ছা করার ব্যাপার। নিশ্চয়ই রামাদান দুআ কবুলের মাস, রহমত নাযিল হওয়ার মাস!

www.QuranerAlo.net

সারপ্রাইজ

তাহনিয়া ইসলাম খান

খুব ক্ষীণ আওয়াজে সেলফোনের এলার্ম বেজে উঠল। ওইটুকুন আওয়াজেই আনিতার ঘুম ভেঙে গেল। বালিশের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি সেলফোন নিয়ে এলার্মটা বন্ধ করে দিলো সে, যাতে আদিলের ঘুম না ভাঙে।

আস্তে আস্তে গায়ের কাঁথা সরিয়ে খুব সন্তর্পণে বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করল আনিতা। ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় আস্তে করে দরজাটা লাগাল, যাতে একটুও শব্দ না হয়। ওয়াশরুম থেকে বের হওয়ার সময় দরজায় সামান্য আওয়াজ হয়েই গেল। ঘুম ভেঙে গেল আদিলের।

বিরক্ত-কণ্ঠে বলে উঠল আদিল, 'আবারও আজ ঘুম ভাঙালে।' কিছু বলল না আনিতা। অপরাধীর মতো তাকিয়ে রইল, আদিলের দিকে। বুকের ভেতর দলা করে ওঠা কষ্টগুলো চোখের কোনায় জমতে শুরু করেছে।

আদিল উঠে বাথরুমে গেল। বাথরুমের কাজ শেষে সে আবার শুয়ে গেল। আনিতা মুসল্লা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তাহাজ্জুদের সালাতে। আনিতা কয়েকটা দিন ধরে তাহাজ্জুদের সময় উঠে সালাত আদায়ের চেষ্টা করছে।

বেশ কয়েকবছর ধরে তাদের নানারকম বিপদ একটার পর একটা এসেই যাচ্ছে। তার ওপর আদিলের ইনকাম নেই এক ফোঁটা। নানারকম বিপদ তো আসেই,

www.QuranerAlo.net

সাথে থাকে মানুষের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। টাকা-পয়সা হাতে না থাকলে যা হয় আর কি। আজকাল কাছের মানুষ হোক কিবা দূরের মানুষ, অর্থকড়ির মানদণ্ডেই অন্যকে বিচার করে মানুষ, ফলে না চাইলেও অন্যের ব্যবহারে নিজেদের মন খারাপ থাকে তাদের।

আনিতার এক শিক্ষক জানেন তাদের অবস্থার কথা। তিনিই একদিন আনিতাকে বললেন, রাতের সালাতের কথা, মানে তাহাজ্জুদের কথা। তিনি আনিতাকে বোঝালেন তাহাজ্জুদের সালাতে যা চাওয়া হয় তা-ই পাওয়া যায়। আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ প্রহরে প্রথম আসমানে নেমে আসেন আর বান্দাকে বলতে থাকেন, কে আছ? আমার কাছে কী চাও? আমি সব দেবো; কিন্তু বান্দা তখন ঘুমিয়ে থাকে। তিনি বোঝালেন, আনিতার বিপদে কেন আনিতা তাহাজ্জুদ সালাতে আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছে না। ওনার কথার প্রেক্ষিতেই কয়েকদিন ধরে তাহাজ্জুদ সালাতে ওঠার চেষ্টা করছে আনিতা; কিন্তু খুটখাট আওয়াজে আদিলের ঘুম ভেঙে যায়, আর আদিল খুব বিরক্ত হয়।

আদিলের বিরক্ত হওয়া নিয়ে কষ্ট পায় আনিতা। এমনিতেই তার অনেক কষ্ট আর অভিমান বুকে জমে আছে। সে তো শুধু নিজের জন্য চাইতে তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়ায় না। সে তো সবার ভালো চায়। সে আদিলের জন্য চায়, বাচ্চাদের জন্য চায়, মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মুসলিম উম্মাহ, সবার জন্য ভালো চায়। আদিল যখন বিরক্ত হয়, তখন বুকের ভেতর জমে থাকা কষ্টের পাথরগুলো চোখের পানিতে গলে গলে বের হয়ে আসে।

আজকে তাহাজ্জুদে আনিতা অন্য কোনো দুআ করতে পারছে না। শুধু একটাই দুআ করছে আর চোখের পানি ঝরাচ্ছে। 'আল্লাহ আদিল যেন বিরক্ত না হয়, সে যেন তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে', আনিতা বলেই যাচ্ছে একনাগাড়ে।

ইদানীং আনিতা তার কষ্টের কথাগুলো তাহাজ্জুদের সিজদায় বলে ফেলে আল্লাহকে। তার অভিমানের কথা, কষ্টের কথা অন্যকে কখনো বলে না সে। সে চায় না, অন্য কেউ তার দুঃখগুলো নিয়ে হাসাহাসি করুক, উপেক্ষা করুক কিংবা পাত্তা না দিক। তাহলে তো কষ্টগুলো আরো বেড়ে যাবে।

সিজদায় গিয়ে যখন নিজের কথাগুলো হাউমাউ করে চোখের পানি ফেলে বলে ফেলে, তখন মনে হয় বুকের জমাট ভাবটা কেটে যায়। অনেক হালকা লাগে মন।

www.QuranerAlo.net

তার ভেতরে এক অন্যরকম অনুভূতি সৃষ্টি হয়। কোথা থেকে যেন শক্তি পায় সে, বুকের ভেতর বিশ্বাস জন্মে যে তার সমস্যার সমাধান হবে। সিজদায় দুআ চাওয়ার মজা সে অনুভব করে।

আজও যখন হাউমাউ করে কেঁদেকেটে বুকের পাথর গলাচ্ছিল আনিতা, তখনো সে ভাবতে পারেনি পরেরদিন তার জন্য কি সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে।

পরদিন খুব সাবধানে উঠে ওয়াশরুম থেকে ওজু করে এসে আনিতা দেখে, বিছানার ওপর আদিল বসে আছে। কোনো কথা না বলে আনিতার দিকে তাকিয়ে ওয়াশরুমে গেল সে।

আনিতার বুকে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ হচ্ছে। কী জানি কী হয়। এত গম্ভীর কেন আদিল। পানি খেল আনিতা। মুসল্লা বিছাতে বিছাতেই ওয়াশরুম থেকে আদিল বের হয়ে এলো। নিজের মুসল্লাটা নিয়ে আনিতার পাশেই বিছিয়ে দিলো আদিল। বিশ্বাস করতে পারছে না আনিতা। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আদিলের দিকে। শুধু বলল, 'কী হয়েছে তোমার?' উত্তরে আদিল বলল, 'তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করব।'

আনিতা ভাবতেও পারেনি এত তাড়াতাড়ি আল্লাহ তার দুআ কবুল করবেন। চোখে পানি এসে গেল তার। চোখের পানি ফেলতে ফেলতেই সে সাথে সাথে শুকরানার সিজদা দিলো।

এরপর আনিতার তাহাজ্জুদের সিজদায় করা আরো অনেক দুআ কবুল হয়েছে। সেসবের গল্প না হয় আরেকদিন বলব, ইনশা আল্লাহ।[১]

পুনশ্চ : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অত্যন্ত পছন্দের একটি ইবাদত হলো তাহাজ্জুদের সালাত। অনেকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই ইবাদতটি অভ্যাসে পরিণত করতে পারেন না। কিয়ামুল লাইলকে দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত করতে, রামাদান হতে পারে শ্রেষ্ঠ সময়, ইনশা আল্লাহ।

---

[১] গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা।

www.QuranerAlo.net

রামাদানে অত্যাচার

রৌদ্রময়ী এডমিন

এক.

স্বামী-স্ত্রী দুজনে বিকেলে অফিস থেকে ফিরেছেন। স্বামী বাসায় এসে মাত্র কাপড় বদলে টিভির সামনে রিমোট হাতে বসে গেলেন। স্ত্রী দৌড়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে, ইফতারি বানাতে হবে। দুদণ্ড জিরোবারও সময় পেলেন না।

ওদিকে টিভির সামনে থেকে কর্তাবাবু অনুরোধ করলেন, 'ওগো, তোমার হাতের আলুর চপটা দারুণ হয়, একটু বানাও তো দেখি!' আরেক রুম থেকে শাশুড়ি বললেন, 'বৌমা, তোমার শ্বশুরের জন্য পায়েসটা রাঁধতে ভুলো না কিন্তু!'

ইফতারের পর স্বামী বিশ্রাম নিয়ে যান তারাবি আদায় করতে; আর স্ত্রী আবার ঢোকেন হেঁশেলে, সাহারি রান্না করা যে এখনো বাকি!

দুই.

কলেজ থেকে মেয়ে বাসায় এসে বসে গেল ল্যাপটপ নিয়ে, মা দিবসে প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ করতে করতে বলল, 'মা আমার কিন্তু ইফতারিতে হালিম চাই-ই চাই। আর এখন আমাকে বিরক্ত করো না; আমি ক্লান্ত!' ওদিকে মাও কিন্তু সারাদিন ঘরের কাজ সামলে ক্লান্ত! যদিও মায়েদের ক্লান্ত হওয়া বোধহয় ধর্তব্যের বিষয় না! তাই না?

www.QuranerAlo.net

তিন.

গৃহকর্ত্রী সারাদিন বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন, রাতেও অনেক সালাত আদায় করেছেন, সারাদিন প্রচুর ইবাদত করেছেন। ওদিকে রান্নাঘরে কাজের মেয়েটি সকাল থেকে কাজের পর কাজ করেই যাচ্ছে।

ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া, রান্না করা ইত্যাদি ইত্যাদি। বিকেল থেকেই সে বাসার সবার জন্য ইফতার বানাচ্ছে, ইফতারের পর একরাশ থালা-বাসন ধুচ্ছে আর মধ্যরাতে ঘরের অনেকেরই আগে উঠে যাচ্ছে সে। তাকে তখন ভাত রাঁধতে হবে, তরকারি গরম করতে হবে, কত কাজ! সিয়াম কিন্তু সেও রাখছে, তারপরও সবার মতো এত বিশ্রাম কি তার ভাগ্যে আছে!

ওপরের দৃশ্যগুলো কিছুটা কাল্পনিক হলেও খুব কি অপরিচিত ঠেকছে? চাইলে এমন আরো অনেক দৃশ্যপটের কথা লেখা যায়! কিন্তু কী লাভ! আমাদের নিজের বাসার দিকে তাকালেই হয়, প্রতি রামাদানেই এসব কাহিনি তো চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য হয়ে গেছে—যা আমরা পরম যতনে লালন করছি!

যাহোক, আজ আর কথা বাড়াব না, শুধু অনুরোধ করব—একবার সততার সাথে খোলা মনে ভেবে দেখতে, নির্যাতিত এই ঘরের মানুষগুলোর জায়গায় নিজেকে বসিয়ে দেখতে। আমাদের স্ত্রী, মা, কাজের মানুষ, ছেলের বউ—এরাও যে মানুষ, তা অনুভব করতে এত কষ্ট হয় কেন আমাদের? কেন আমরা পারি না তাদের দিকে একটু হলেও সহযোগিতার হাত বাড়াতে?

ছোটবেলায় মাকে কত কষ্ট করতে দেখতাম! কত দিন দেখেছি সাহারির সময় আম্মু অনেক আগে উঠে গিয়ে ভাত, তরকারি রান্না করে আমাদের ডেকে তুলে খাইয়েছেন। সব সময় এসব taken for granted হিসেবেই নিতাম। এখন নিজের সংসার হওয়ার পর বুঝি—আমার মা তখন কত কত কাজ করত আর আমরা কত অবিচার যে করেছি মায়ের ওপর!

আমরা কি এই রামাদানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি না আমাদের ভালোবাসার মানুষগুলোর প্রতি কিংবা সারাদিন মুখ বুজে খাটতে থাকা গৃহকর্মীর প্রতি?

www.QuranerAlo.net

» ইফতার বানানোর সময় মাকে সাহায্য করলে মা কতটা খুশি হবে, জানেন?

» যে ঘরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকুরিজীবী, সেখানে অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীকে কিছুটা সাহায্য করলে কিন্তু পুরুষটির সম্মান কমবে না; বরং বাড়বে।

» স্ত্রীকে একান্তই যদি সাহায্য করা সম্ভব হয়ে না ওঠে, অন্তত প্রতিনিয়ত বাহারি ইফতারি খাওয়ার আবদার যেন না করি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে সাহাবিগণ অনেকেই শুধু খেজুর আর পানি দিয়ে ইফতার করতেন। দিনের পর দিন তাদের বাসায় চুলা জ্বলত না। এমন নবির উম্মত হয়েও আমাদের কেন এত নবাবি চালে চলতেই হবে?

» অন্যকে ইবাদত করতে না দিয়ে, পিঠে কাজের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে শুধু নিজে ইবাদত করলে হবে? তাই বাসার কাজের মানুষটির প্রতিও যত্নবান হোন, তাকে কাজে সাহায্য করুন, সিয়ামের দিনে ভারী কাজ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং সর্বোপরি তাকেও ইবাদতের সুযোগ দিন।

গৃহস্থালি কাজে সাহায্য করা আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্দর একটি সুন্নাহ, যা বিশেষত আমাদের পুরুষরা ভুলতে বসেছেন। রামাদানের এই পবিত্র দিনে চলুন এই সুন্নাহটি পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করি।

আর আমাদের মাঝে যারা অন্যের ওপর জুলুম করে, তাদের বলছি, কিয়ামতের দিন জুলুমকারীর সাওয়াব কিন্তু নিপীড়িতের আমলনামায় যোগ করে দেওয়া হবে! যদি সব সাওয়াব দিয়ে দেওয়ার পরও জুলুমের হিসাব নেওয়া শেষ না হয়, তাহলে যার ওপর জুলুম করা হয়েছে তার গুনাহসমূহ নিয়ে, জুলুমকারীর কাঁধে ফেলা হবে! তাই অন্যের প্রতি জুলুম করে যদি সারাদিনজুড়েও ইবাদত করা হয়, তবুও কিন্তু আমলনামায় পুণ্যের ঘর শূন্য হয়ে যেতে পারে। সুতরাং, সাধু সাবধান!

আল্লাহ যেন আমাদের অন্তরে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা ও ভালোবাসাবোধ জাগ্রত করেন। আমিন।

www.QuranerAlo.net

সালাতে অবহেলা আর নয়

ফাহমিদা হুসনে জাহান

ইফতারের দাওয়াত পড়েছে বেশ কয়েকটা। এর মধ্যে কয়েকটাতে না গেলেই নয়। একটা আছে আরিবের অফিসের বসের, কোনো এক ফাইভ স্টার হোটেলে। একটা অজুহাত খুঁজছে রুপা; যদি কোনোভাবে এভয়েড করা যায়। আরিব একা গেলেও ভালো, কিন্তু সবাই ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছে। সব জায়গায় আরিবকে একা যেতে হয়, রুপার এসব গ্যাদারিং পছন্দ নয় বলে। আরিব মনে মনে রাগ হলেও কিছু বলে না, রুপার সমস্যা সে বুঝতে পারে; কিন্তু কর্পোরেট লাইফে তাকে অনেককিছুই মেইন্টেইন করতে হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

কলিগরা সবাই ওয়াইফ, বাচ্চা নিয়ে আসছে। বসের অনুরোধ, ফ্যামিলি পার্টি; সবাইকে নিয়ে আসা চাই। রুপা ভাবতে থাকে, কী করা যায়? সারাদিন সিয়ামের পর নিজের মনমতো ইফতার, এরপর তারাবি, রাতের খাবার। আবার ভোররাতে সাহারি। দাওয়াতে গেলে সবকিছুর সময় এদিক-ওদিক হয়ে যায়।

যখন থেকে নিকাব শুরু করেছে তখন থেকে বাইরে খাওয়াটা তার কাছে বড় রকমের এক অস্বস্তির নাম। খুব কষ্টেসৃষ্টে সামান্য খেয়ে; কখনো বা না খেয়ে শুধু দাওয়াতে এটেন্ড করেই চলে আসে। নিকাবের ভেতর দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করার চেষ্টা করে। কত খাবার যে পড়ে যায় ভেতর দিয়ে খাবার সময়, ওর খুব কষ্ট হয়, যখন খাবারগুলো পড়ে যায়, একেকটা দানা, আল্লাহর দেওয়া রিযিক।

www.QuranerAlo.net

বাচ্চারা রেডি হয়ে বসে আছে। আরিব এলো বলে। পছন্দের একটা আবায়া বের করে আয়রন করছে। মনে মনে ভাবছে আজকে মাগরিবের সালাত কোথায় পড়বে? আনমনা হয়ে ভাবতে থাকে, হঠাৎ, আবায়ার একটা অংশ পুড়ে যায়। ইয়া আল্লাহ! মনটা খুব খারাপ হয়ে আসে। ধ্যাৎ! কিচ্ছু ভালো লাগছে না। আরেকটা আবায়া বের করে পরে নেয়।

আরিবকে জিজ্ঞাসা করতে ভোলে না, আচ্ছা, সালাতের জায়গা পাব তো? আরিব সম্মতিসূচক মাথা নাড়ায়, যদিও সে নিশ্চিত না। অফিসের কলিগরা একে একে আসতে শুরু করেছে। সাথে তাদের পলিশড ওয়াইফ এবং বাচ্চারা। রুপা এক কোনায় কাচুমাচু হয়ে বসে আছে। এমন পার্টি তার মতো মেয়েদের জন্য না। আপাদমস্তক কালো আবায়াঘেরা মেয়েটা পারলে এই জাঁকজমক ছেড়ে মাটি ফুঁড়ে ঢুকে যায়!

বসের ওয়াইফের সাথে দেখা করতে একরকম জোর করেই নিয়ে এলো আরিব, বসের জন্য আলাদা একটা ভিআইপি পর্দাঘেরা জায়গা। ভদ্রমহিলা রীতিমতো চড়া মেকাপ করে এসেছেন। রুপা সালাম দিতেই হাসি দিয়ে তার সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসে গেল। কথায় কথায় জানা গেল বসের বড় ছেলেটা বাবা মায়ের সাথে আজকের সিয়ামটা রেখেছে। রুপা ভাবছে, আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো তো, তাহলে নিশ্চয়ই সালাতও আদায় করে; কিন্তু ভাবি সালাত আদায় করবে কীভাবে? তার বিশাল নখগুলোতে রঙিন নেইলপলিশের কারুকাজ। রুপা আরেক টেনশনে পড়ে যায়!

এদিকে মাগরিবের আযানের সময় ঘনিয়ে আসে। সবাই ইফতার নেওয়ার জন্য লাইন শুরু করে। বুফে খাবার, পছন্দমতো তুলে নেওয়ার তাড়া দিতে থাকে আরিব। দেরি হলে পছন্দমতো নাও পেতে পারে। রুপার মাথায় ঘুরছে এখন দুআর সময়, ইফতারের আগে দুআ কবুল হয়। সে কোনোমতে সামান্য খাবার নিয়ে দুআয় মনোনিবেশ করে। আরিব বাচ্চাদের খাবার নিয়ে আসে। বস নিজের জায়গা ছেড়ে আরিবদের সাথে এক টেবিলে বসে। রুপা, বসের ওয়াইফ আর বাচ্চারা ভেতরে। রুপা ভীষণরকম শান্তি অনুভব করে, ভাবিও বেশ আন্তরিকতা দেখান। এতক্ষণ রুপা মনে মনে দুআ করছিল যেন আল্লাহ কোনো সুব্যবস্থা করে দেন।

কোনোমতে ইফতার করেই আরিবকে জিজ্ঞাসা করে—সালাতের ব্যবস্থা কোথায়? আরিব অপেক্ষা করতে বলে আগে নিজে আদায় করে নেয়। ছেলেদের জন্য আলাদা জায়গা আছে, কিন্তু মেয়েদের জায়গা পাওয়া যায় না। রুপা অবাক হয়ে লক্ষ করে—

www.QuranerAlo.net

কয়েকশো মানুষের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন, যারা সালাত আদায়ের জন্য জায়গা ছেড়ে উঠে গেলেন, বাকিরা একইভাবে ইফতার করতে করতে গল্প করতে লাগলেন। নারীদের সংখ্যা আরো কম। রুপার সাথে মাত্র একজন ছিলেন—যিনি সালাত আদায়ের জায়গা খুঁজছিলেন। শেষমেশ জায়গা দেওয়া হলো, হোটেলের এক অফিসরুমে, দুটো মুসল্লা বিছিয়ে দেওয়া হলো দুজনকে। রুপার বিস্ময়ের শেষ হয় না, এত্তবড় হোটেল যেখানে হাজার হাজার স্কয়ার ফিট খালি জায়গা, অপ্রয়োজনীয় জায়গা পড়ে আছে; সেখানে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের সালাত আদায়ের জায়গা নেই। এসব ভেবে লাভ নেই; 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে রুপা বাচ্চাদের আরিবের কাছে রেখে সালাত আদায় করে নেয়।

রুপা সালাত আদায় করে মনে মনে ভাবতে থাকে—বছরে একটামাত্র মাস রামাদান, কোন ফাঁকে এসে আবার এত্ত দ্রুত চলেও যায়। আশেপাশে এত্ত লোক যারা এখানে ইফতার উপলক্ষ্যে এসেছেন, যদি ধরেও নিই সবাই সিয়ামরত অবস্থায় আছেন। তাহলে তারা একটা ফরজ আদায় করছেন; কিন্তু সালাত আদায় না করে একদিনে ১৭ রাকআত ফরজ অবহেলাভরে ছেড়ে দিচ্ছেন। সারাদিন না খেয়ে যেখানে ১টা ফরজ আদায় হয়, সেখানে ১৭ রাকআত ফরজ সালাতের জন্য সামান্য কিছু সময় লাগে মাত্র। তবুও মানুষ কেন এ ব্যাপারে গাফেল?

সাথে থাকা ভাবিদের কয়েকজনকে সালাতের জন্য ডাকছিল রুপা, কিন্তু সবারই এক কথা 'সারাদিন সিয়াম রেখে ভীষণ টায়ার্ড, ওজুও করা নেই, বাসায় গিয়ে রিলাক্স হয়ে একসাথে ইশার সালাতের সাথে আদায় করে নেব। এখানে কোথায় জায়গা খুঁজব? 'রুপার অবাক হওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না। সময়ের সালাত সময়েই আদায় করতে হয়, কোনো অজুহাতেই এই সময়েরটা অন্য সময়ে, নিজের সুবিধামতো আদায়ের সুযোগ নেই। আর সারাদিন বিশেষ করে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ওজু করে নিলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

একটা বিষয় ও ভালোই উপলব্ধি করতে পারে, অনেক মানুষেরই এই ফরজ ইবাদতগুলোর ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা নেই। বছরে একবার সিয়াম যেভাবে গুরুত্ব-সহকারে পালন করে বুঝে বা না বুঝে; তার কানাকড়িও সালাত আদায়ের ব্যাপারে করে না। এর একটা কারণ হতে পারে সালাত আদায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারা। যেহেতু দিনে ৫ বার আদায় করতে হয়, একারণে আলসেমি বা গাফলতি করা। কারণ যাইহোক, কোনো অবস্থাতেই সালাত বাদ দেওয়া যাবে না।

www.QuranerAlo.net

রুপার বাসায় অনেকদিন ধরে কাজ করে সুফিয়া। মেয়েটা প্রায়ই নফল সিয়াম পালন করে, এমনকি মাঝেমধ্যে অসুস্থ অবস্থায়ও। যেমন—আশুরা, শবে মিরাজ, শবে বরাত ইত্যাদি[১] এসব দিনে সে কাজে আসে না সারারাত ইবাদত করে, সালাত আদায় করে। অথচ আশ্চর্য কথা—সে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত রেগুলার আদায় করে না, জিজ্ঞাসা করলে বাহানা বানায়। বহুবার বলার পরেও তাকে এ ব্যাপারে বোঝানো সম্ভব হয়নি যে, নফল সালাত/নফল ইবাদত পালন না করলে তাকে হিসাব দিতে হবে না; কিন্তু এক ওয়াক্ত ফরজ সালাত ইচ্ছাকৃত আদায় না করলে কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, ইবাদত আমাদের নিজেদের ইচ্ছামতো করলে হবে না। যেভাবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই করতে হবে। এখানে নিজের পছন্দ, অপছন্দ বা ইচ্ছা অনিচ্ছা মূল্যহীন। নিজের শরীরকে অনেক বেশি কষ্ট দিয়ে এমন ইবাদত করলেন—যা আসলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যই না, অথচ সহজে আদায়যোগ্য ফরজ ইবাদত পালন করলেন না।

এমন অনেক মানুষকে দেখেছি—যারা সারা বছর সালাত আদায় করেন না, কিন্তু রামাদানে পুরা মাসে সিয়াম ঠিকমতো পালন করেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত—আমাদের সর্বপ্রথম সালাতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। অবশ্যই সিয়াম পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, কিন্তু একই সাথে এই মাসে আমাদের সালাতের ব্যাপারেও মনোযোগী হতে হবে। যারা অবহেলা করেছেন বা এখনো করছেন এই মাস থেকেই শুরু করুন। আগের যেকোনো রামাদান থেকে এবারের রামাদান মাস আমাদের সবারই বেশি ইবাদত বন্দেগিতে কাটুক যেন আমরা আমাদের আগের

---

[১] শরিয়তে শবে মিরাজ ও শবে বারাতের জন্য বিশেষ কোনো সিয়ামের বিধান নেই। শবে মিরাজের সিয়ামের ব্যাপারে তো কোনো ধরনের হাদিসই পাওয়া যায় না। আর শবে বারাতের সিয়ামের ব্যাপারে একটি হাদিস থাকলেও সেটা অত্যন্ত দুর্বল, যা মুহাদ্দিসদের মূলনীতি অনুসারে আমলযোগ্য নয়। নফল সিয়ামের জন্য উত্তম হলো, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম, আইয়ামে বিয তথা প্রত্যেক চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের সিয়াম, আশুরা দিবসের সিয়াম, আরাফা দিবসের সিয়াম, জিলহজের প্রথম নয়দিনের সিয়াম ইত্যাদি। শাবান মাসে অধিক পরিমাণে সিয়াম পালনও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বরকতময় সুন্নাত। যারা বেশি পরিমাণে নফল সিয়াম পালন করতে চায় তাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো, একদিন পর একদিন সিয়াম পালন করা। এভাবে পুরো বছরের অর্ধেক দিন সিয়াম পালন হবে। এটাকে 'সাওমে দাউদি' বলা হয়। কেননা, দাউদ আলাইহিস সালাম এ পদ্ধতিতে সিয়াম পালন করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে সর্বোত্তম নফল সিয়াম বলে অভিহিত করেছেন। [*সহিহুল বুখারি* : ১৯৭৬, ১৯৮০, ৩৪১৮, ৩৪২০, ৫০৫২, ৬২৭৭; *সহিহ মুসলিম* : ১১৫৯]—শারয়ি সম্পাদক

www.QuranerAlo.net

সব পাপ এই মাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে ক্ষমা পাইয়ে নিতে পারি; হতে পারে এটাই আমাদের শেষ রামাদান।

www.QuranerAlo.net

আমার উমরা ডায়েরি

উম্মে আবদুল্লাহ

এক.

১৩মে, ২০১৯

আগের রাত ব্যাগ গোছাতে গোছাতে আর উত্তেজনার বশে ঠিকমতো ঘুমাতে পারিনি। মাত্র ঘণ্টা দুয়েক চোখের পাতা এক করেছিলাম। রাত দশটায় হাতে ভিসা-পাসপোর্ট পেয়েছি, তারপর শুরু হয়েছে স্যুটকেস গোছানো।

এর সাথে আব্দুল্লাহর কোলে ওঠার আবদার, ঘুম পাড়ানো, কান্নাকাটি—এসব তো ছিলই।

শেষ রাতে সাহারি করায়, সকালে নাস্তার ঝামেলা ছিল না। ভোরে গোসল করে কালো আবায়া চাপিয়ে আমাদের সাতজনের ব্যাটেলিয়ান দুই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বিমানবন্দর অভিমুখে। আমার মেজো জা-ও আজ প্রথমবারের মতো পর্দা করেছে। ও কি জানে, পর্দা করায় কতটা অভিজাত লাগছে তাকে!

অবশ্য আমরা আজ যাচ্ছি এমন এক জায়গায়, যেখানে আপনাতেই মন নরম হয়ে যায়। পরম করুণাময়ের প্রতি ভালোবাসায় সমস্ত সত্তা আপ্লুত হয়ে যায়।

পবিত্র রামাদানে রবের ঘরে উমরা করতে যাচ্ছি আমরা। প্রাণপ্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জ করার যে সাওয়াব তা লাভের আশায় রওয়ানা

www.QuranerAlo.net

হয়েছি। আমার আর আব্দুল্লাহর বাবা সাদাতের জন্য এই সফরের আরো একটি মাহাত্ম্য আছে। আমাদের জন্য এটি কৃতজ্ঞতার সফরও বটে। বিয়ের বহু বছর পর সন্তান পাওয়ার কৃতজ্ঞতার সফর।

নয় মাসের ছোট্ট আব্দুল্লাহকে নিয়ে এমিরাটসের দুবাইগামী উড়োজাহাজে চেপে বসলাম। সেখান থেকে পরের ফ্লাইটে মদিনা যাব। রামাদানের সময় মক্কা-মদিনাগামী ফ্লাইট গগনচুম্বী হয়ে পড়ে।

আর হোটেল ভাড়াও অনেক বেড়ে যায়।

আমি কখনো কল্পনাও করিনি, সত্যি সত্যি রামাদানে উমরা করতে পারব, কখনো ভাবিনি এ সামর্থ্য হবে; কিন্তু তবুও দুআ করেছিলাম। অন্তরের সবটুকু দিয়ে আমার রবের কাছে চেয়েছিলাম এবং আশ্চর্য উপায়ে তিনি তার সাধারণ এক বান্দির অসাধারণ দুআটি কবুল করেছেন।

আজ থেকে তিন মাস আগের ঘটনা...

সেদিনের সময়সহ, দিন তারিখ আমার মনে আছে।

ফেব্রুয়ারির তিন তারিখ যুহরের আগে আমার জা-এর সাথে গল্প করছিলাম। সে কথায় কথায় বলল, তারা উমরায় যেতে চায়। ওর কথা শুনে হঠাৎ আমার মন এমন আকুলি-বিকুলি করে উঠল যে—বলার মতো না। মনে হচ্ছিল—যে কোনো উপায়ে যদি যেতে পারতাম! এরকম আনচান মন নিয়ে যুহরের সালাত শেষ করে, কুরআন খুলে বসি। আর সুরা বাকারার ১৪৯ নং আয়াতে চোখ পড়ে; আয়াতটির কিয়দংশ হলো—

> আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও...।

আয়াতের কনটেক্সটটা জানি, কিন্তু আয়াতটা পড়ার সাথে সাথে মনে হলো, আমাকে উদ্দেশ্য করেই যেন কথাটা বলা হচ্ছে! তা না হলে আজ এত আয়াত থাকতে এটাই কেন পেলাম।

www.QuranerAlo.net

আমার বুক কাঁপতে লাগল। কারণ, কুরআন থেকে আল্লাহ আমাদেরকে নিদর্শন দেখান, নির্দেশ দেন। তাহলে কি আমাকে ইংগিত করা হলো সেখানে যাওয়ার জন্য! তাহলে কি আমার সত্যিই যাওয়া হবে! কিন্তু কীভাবে সম্ভব!

াল্লাহ তাআলার পক্ষে তো সবকিছুই সম্ভব। তাই সাথে সাথে জায়নামাযে বসে গলাম আর দুআ করলাম যেন তিনি যাওয়ার তাওফিক দেন। একেবারে বাচ্চাদের মতো, নাছোড়বান্দার মতো করে চেয়েছিলাম সেদিন।

তারপর মোবাইলের নোটপ্যাডে আয়াত নাম্বারটা লিখে রাখি। যেন যাওয়া হলে—আয়াতটা মনে রাখতে পারি। যেন আপনজনদের দেখাতে পারি, 'এই দেখো, আমি চেয়েছিলাম আমার মালিকের কাছে আর তিনি কত সুন্দর করে আমার দুআ কবুল করেছেন। অবচেতন মন আশা করছিল—হয়তো যাওয়া হবে।

সে রাতেই আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করি—উমরায় যাওয়া সম্ভব কিনা। তিনি এক কথায় জবাব দিয়ে দেন, 'সম্ভব না'! এখন হুট করে টাকা-পয়সা জোগাড় করা কঠিন হবে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। কারণ, তিনি এক কথার মানুষ, একটা কিছু মুখ থেকে বলে ফেললে, তা যেকোনো উপায়ে করার চেষ্টা করেন আবার কোনো কিছু মানা করলে, তখন কোনো রকম দর-কষাকষির অবকাশ রাখেন না।

শোবার সময় আমার বারবার শুধু মনে হচ্ছিল, আল্লাহ এমন সুন্দর একটি আয়াত দেখালেন, এত সুন্দর করে আমাকে দিয়ে দুআ করালেন, আর জামাই রাজিই হলো না! এভাবে অন্তর থেকে করা দুআ কবুল হবে না! কীভাবে সম্ভব!

এরপর অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটলো...

আমার শ্বশুর ছেলের কাছে আবদার করে বসলেন, তার বহু বছরের শখ রামাদানে উমরা করার। বেশ ক'বছর আগে একবার যাওয়ার জন্য টাকা জমা দিয়েছিলেন, অসুস্থতার জন্য যেতে পারেননি।

এবার যদি তার দুই ছেলে মা-বাবাকে অর্থাৎ আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে উমরায় নিয়ে যায়, তারা খুব খুশি হবেন।

www.QuranerAlo.net

এই আবদার জানানোর সাথে সাথে আমার শ্বশুর ছেলে-মানুষের মতো আনন্দচিত্তে, 'হজ্জ ও উমরার নিয়মাবলি'-এর একটা বই নিয়ে পড়তে বসে গেলেন। কারণ, তিনি জানেন, তার ছেলে বাবা-মায়ের এই আবদার কখনো ফেলবে না। যেভাবেই হোক ব্যবস্থা করবে।

বৃদ্ধ বাবার কথা অগ্রাহ্য করা আব্দুল্লাহর বাবার পক্ষে সম্ভব হলো না। আল্লাহ যেন আব্দুল্লাহকেও তার বাবার মতো অনুগত সন্তান বানিয়ে দেন। আমার সাহেবকে তখন দেখতাম রাত জেগে জেগে হিসাব করতে, কীভাবে কোন জায়গা থেকে টাকা বের করা যায়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সহজ করে দিলেন।

আশ্চর্যজনকভাবে, টিকেটের দামও অল্প সময়ের জন্য কমে গিয়েছিল, যখন আমরা অগ্রীম টিকেট কেটেছিলাম; কিন্তু সমস্যা হলো ভিসা নিয়ে।

আমাদের যেদিন যাওয়ার কথা তার আগের দিনও ভিসা পেলাম না। বেলা চারটার দিকে শ্বশুর জানালেন, পাঁচটায় ট্রাভেল এজেন্সির অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। এর ভেতর ভিসা না পেলে, কাল যাওয়া হবে না এবং টিকেটের টাকার একটা অংশ মার যাবে।

তীরে এসে এভাবে তরী ডুবে যেতে পারে, তা ভাবতে পারিনি। ভিসা না পাওয়ায় কোনো গোছগাছও করিনি এতদিন। ঘরের সবাই ট্রাভেল এজেন্টদের উদ্দেশ্য করে ব্যাপক রাগ দেখাচ্ছে। দুশ্চিন্তার রেখা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে সকলের চোখেমুখে।

বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি... সময় বয়ে যাচ্ছে... পাঁচটা বাজতে আর বেশিক্ষণ বাকি নেই।

আবার বসে গেলাম সালাতের মুসাল্লায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে। ঠিক করলাম অস্থির না হয়ে ঠিক সেই দিনের মতো করে আবারও চাইব এবং উমরায় যাওয়ার নিয়ত পরিষ্কার করে নেব। সহযাত্রী কারো ওপর কোনো রাগ থাকলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেবো ও পরিচিত কারো ওপর কোনো রাগ রাখব না। নিজের হৃদয়কে আগে পরিশুদ্ধ করব। অতঃপর মালিকের কাছে থেকে ক্ষমা চেয়ে, দুআ করব সব কিছু সহজ হয়ে যাওয়ার জন্য।

আমি কোনো আলিম বা অনেক আমলকারী কেউ হয়তো না, কিন্তু তাই বলে কি মন থেকে দুআও করতে পারব না!

www.QuranerAlo.net

দুই রাকআত সালাত পড়ার পর মনটা অনেক শান্ত লাগছিল। মন বলছিল, ইনশা আল্লাহ দুআ কবুল হবে।

বিকেল পাঁচটা বেজে গেল...তবুও ভিসা পেলাম না। ট্রাভেল এজেন্ট বারবার ফোনে বলতে লাগল অপেক্ষা করতে।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম....ইফতার হয়ে গেল, তারাবি পড়েও পুরুষরা ঘরে ফিরে এলো...তাও ভিসা হাতে পেলাম না...।

দুই.

আকাশপথে দেশের সীমা ছাড়িয়ে গেছি অনেক্ষণ হলো। অনেক লাফালাফির পর বাবু ঘুমালে তাকে ব্যাসিনেট সিটে দিয়ে, আমরাও হাত পা ছেড়ে দিয়ে একটু রিলাক্স হয়ে বসলাম। সাদাত উমরার নিয়মের বইটা খুলল। নানা ব্যস্ততার কারণে ঠিকমতো বই খুলে বসার সময় পাইনি এতদিন।

গতকাল রাত সাড়ে দশটায় অবশেষে ভিসা হাতে পেয়েছি ও হুলস্থুল করে তৈরি হয়েছি। অফিস থেকে ছুটি মিলেছে মাত্র ছ-দিনের। মদিনায় দুইদিন থেকে তারপর মক্কায় যাব।

প্লেনে উঠে মোবাইলের নোট প্যাডে লিখে রাখা সেই কুরআনের আয়াতটা ওকে দেখালাম (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৪৯)। তখনো বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না, সত্যিই আমি প্লেনে! আমার দুআ কবুল হতে যাচ্ছে, তা ঢেঁড়া পিটিয়ে সবাইকে জানাতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

এত উত্তেজনার মাঝেও একটা দুশ্চিন্তা মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না; কিন্তু বারবার মনকে বোঝাচ্ছিলাম, আল্লাহ নিশ্চয় কোনো ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমার ছেলের বয়স তখন নয় মাস হলেও সে সলিড খাবার খেত না বললেই চলে। গত দেড় মাস ধরে সে বেশিরভাগ সময় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকত, তার মুখ খোলাই যেত না, খাওয়ানো তো দূরের কথা। পুরোপুরি দুধের ওপর নির্ভরশীল ছিল, ফিডারও খেত না।

রামাদানে আদৌ সিয়াম রাখতে পারব নাকি, তাই নিয়ে সন্দিহান ছিলাম। তার ওপর এ দীর্ঘ যাত্রাপথে, মাসজিদুল হারাম, রাস্তায়, গাড়িতে তাকে কীভাবে দুধ খাওয়াব,

www.QuranerAlo.net

কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এখানে আসার কিছুদিন আগে থেকে সেরেলাক খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলাম, সেটিও মুখে তোলেনি।

যাত্রার অনেকদিন আগে থেকেই অনবরত দুআ করছিলাম, যেন বাচ্চাটাকে নিয়ে উমরা করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কতভাবে যে সহজ করে দিয়েছিলেন, তা সামনের পর্বগুলোতে থাকবে। পুরো সফরের জন্য কয়েকটা লম্বা সালাতের খিমার নিয়েছিলাম। এর ফলে দুধ খাওয়াতে সমস্যা হয়নি।

প্লেনে ও এয়ারপোর্টে বাচ্চাদের ডায়াপার চেঞ্জের ব্যবস্থা থাকে। এমিরাটসে খেলনা, কম্বল, ওয়াইপ্স, ডায়াপার ও নানা রকম খাবার দেওয়া হয়। একেবারে ছোট শিশুদের জন্য বেসিনেট সিট থাকে। আব্দুল্লাহ ঘুমিয়ে পড়লে, আমরাও একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য চোখ বন্ধ করলাম। বাচ্চা নিয়ে সফরে সবচাইতে কঠিন বিষয় হচ্ছে, তাদেরকে প্লেনের মতো বন্ধ জায়গায় ব্যস্ত রাখা। আরো একটু বড় বাচ্চা হলে অন্তত কার্টুন দিয়ে কিছুক্ষণ ভোলানো যায়। তবে নয়-দশ মাসের বাবুদেরকে ক্রমাগত কথা বলা, খেলা আর কোলে নিয়ে হাঁটার মাধ্যমে শান্ত রাখতে হয়। তারা যখন ঘুমায় তখন বাবা মাও বিশ্রাম পান।

যাত্রার শুরুতেই মাইন্ড সেট করে নিয়েছিলাম, আল্লাহ নিশ্চয় সহজ করে দেবেন আর যতটুকু পরিশ্রম হবে তার বিনিময়ে অবশ্যই সাওয়াব ধার্য হবে, ইনশা আল্লাহ। এছাড়া নিজের সন্তানের জন্য পরিশ্রম করতে পারাটাও সৌভাগ্যের ব্যাপার।

কত মানুষ সন্তান পাওয়ার জন্য কেঁদে বুক ভাসায়। আমরাও যখন হজে এসেছিলাম, সন্তান পাওয়ার জন্য কত দুআ-ই না করেছি। তাই ওর জন্য শারীরিক যতটুকু পরিশ্রম হচ্ছিল, সেসব আমার কাছে পরম করুণাময়ের নিয়ামতরূপেই পরিগণিত হচ্ছিল।

যারা ছোট শিশু নিয়ে হজ কিংবা উমরাতে যাবেন, তারা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, তা হলো সব ওয়াক্ত সালাত হয়তো মসজিদে পড়তে পারবেন না। সারাদিন হয়তো একটানা সালাত ও তিলাওয়াত করতে পারবেন না।

www.QuranerAlo.net

কিন্তু এটা ভেবে যদি আপনি আফসোস করেন তবে তা হবে 'না-শোকরি' করা। সন্তান হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামত ও আমানত। রবের সন্তুষ্টির নিয়ত রেখে বাচ্চার জন্য করা প্রতিটি কাজ পুণ্য। তাকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, তার সাথে খেলা সবই সাওয়াব অর্জনের এক একটি অসিলা।

তার আগে খাসভাবে মনঃস্থির করে নিতে হবে, সন্তানকে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর পথে বড় করতে চান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।[১] তাই নিয়ত পরিষ্কার করে সব ভালো কাজকে সহজেই সাওয়াব অর্জনের মাধ্যমে রূপান্তরিত করা যায়।

আর আপনি আপনার বাচ্চাকে নিয়ে তার জীবনের শুরুতেই এমন পবিত্র জায়গায় আসতে পারছেন, এটাই তো বিরাট সৌভাগ্য। দুআ কবুলের এই পরম স্থানে প্রাণ ভরে সন্তানের শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, এককথায় সমগ্র ইহকাল ও পরকালের জন্য দুআ করতে পারাও বিশাল ব্যাপার।

পরিবারের ছোট্ট সোনামণিকে নিয়ে লম্বা সফরের আগে প্রয়োজন বিশেষ প্রস্তুতির। তার প্রয়োজনীয় সব কিছুর লিস্ট তৈরি করে সেই অনুযায়ী ব্যাগ গোছাতে হবে। ক্যারিয়ার ব্যাগ, অতিরিক্ত কাপড়, শীতের কাপড়, ঔষধ, টয়লেট্রিজ, বেবি ফুড ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে নিতে হয়। তার যেন রোদে কষ্ট না হয়, এজন্য রোদে বের হলে ছাতা, পুশ চেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। তাকে বারবার জমজমের পানি ও দুধ খাওয়ালে পানি শূন্যতা হয় না।

☆☆☆

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর দুবাইতে নেমে, স্বল্প সময়ের ট্রানজিট পার হয়ে অবশেষে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। মদিনার যত কাছে যাচ্ছিলাম, উত্তেজনা তত বেড়ে যাচ্ছিল। ভালোবাসার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহরে যাচ্ছি। তার মসজিদে সালাত আদায় করতে যাচ্ছি... এ অনুভূতিই অন্যরকম।

অবশেষে মদিনার হোটেলে যখন পৌঁছালাম, তখন ইফতারির অল্প কিছুক্ষণ বাকি। রামাদান উপলক্ষ্যে চারদিকে রং বেরঙের কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে। শহরের

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১

www.QuranerAlo.net

বিভিন্ন প্রান্ত, দূরে ও কাছে থেকে সারি বেঁধে মুসুল্লিরা মাগরিবের সালাতে যোগ দিতে আসছেন মসজিদে নববিতে। সেখানেই সবাই ইফতার করবেন।

মসজিদের একটি গেইটের খুব কাছেই ছিল আমাদের হোটেল গ্রান্ড টিউলিপ; কিন্তু হোটেলরুমে মালপত্র রাখতে রাখতেই আযান দিয়ে দিলো। ইকামতের আর জামাতের শব্দ যেন কর্ণকুহরে নয়, হৃদয়ের গভীরতম স্থানে এসে বাজছিল।

মসজিদে যাওয়ার জন্য অন্তর আনচান করছিল। আমাদের কেউই মাগরিবের সময় মসজিদে যেতে পারল না। সবাই ইশার জামাতে গেল, বাবু ততক্ষণে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে মগ্ন। তাই এবারও আমি রয়ে গেলাম হোটেলকক্ষে।

মসজিদে যেতে প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছিল, তবে না যেতে পারায় অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। সহিহ সালামতে উমরা করে যতটুকু ইবাদত আল্লাহ তাওফিকে রেখেছেন, তাতেই খুশি থাকতে চাই।

অপেক্ষায় রইলাম ফজরের। মনে মনে সংকল্প করলাম যেভাবেই হোক যাব....

তিন.

ফজর। মিনার থেকে আযানের সুর ভেসে আসছে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি তাহাজ্জুদের জন্য অনেক আগেই মসজিদে চলে গেছেন। সাদাতও চলে গেছে। ওদিকে বাবু তখনো ঘুমে।

আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। ঘুমন্ত বাবুকে কোলে নিয়ে রাস্তায় নেমে গেলাম। মসজিদে নববির এত কাছে এসে ঘরে সালাত আদায় করতে হলে কলিজাটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

তার আগে, রাত আড়াইটার দিকে হোটেলের ডাইনিং হলে সাহারি করে নিয়েছি। আরবদেশীয় নাম না জানা খাবারের সমাহার দেখেই অর্ধভোজন হয়ে যাওয়ার দশা।

এখানে ফজর চারটায় হলেও, হোটেলের ডাইনিং ঠিক তিনটায় বন্ধ হয়ে যায়। হোটেলকর্মী আর উমরা যাত্রীরা যেন খাবারে সময় নষ্ট না করে দ্রুত ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারে, সম্ভবত সেজন্য এই ব্যবস্থা। তিনটা বাজার সাথে সাথে ঝড়ের গতিতে ডাইনিং হল পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনটা পাঁচ বেজে গেলে খাবারের ছিটে ফোঁটাও চোখে পড়ে না।

www.QuranerAlo.net

মসজিদ হোটেলের একদম নিকটে হলেও, নারীদের সালাতের জায়গায় পৌঁছাতে হলে প্রায় এক কিলোমিটারের মতো হাঁটতে হয়। বাবুকে কোলে নিয়ে একা একা এত লম্বা পথ হাঁটা খুব একটা সহজ ছিল না।

ততক্ষণে জনাব আব্দুল্লাহ ঘুম থেকে উঠে মায়ের কোল থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন আর তার ছোট্ট মস্তিষ্ক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন, কি তেলেসমাতি কারবার, যতবার ঘুম থেকে উঠি, ততবার নিজেকে একেক জায়গায় আবিষ্কার করি!

ব্যাগে করে বাবুর পানি আর টুকটাক খেলনা নিয়ে গিয়েছিলাম। টেনশন ছিল, সালাতের সময় যদি সে অন্যদিকে চলে যায়, কী হবে তখন। আমার দুশ্চিন্তায় ছাই দিয়ে যে কদিন মক্কা মদিনায় ছিলাম, প্রতিটা সালাতের অধিকাংশ সময়ে সে আমার সাথে জোঁকের মতো লটকে ছিল।

একটু সাহস হলে আমার পায়ের কাছে খালি পানির বোতল নিয়ে খেলত, কয়েক মিনিট পর আবার কোলে উঠে বসে থাকত। তাই তাকে কোলে নিয়েই সালাত আদায় করতাম। কখনো কখনো সে কেঁদে গলা ফাটাত; কিন্তু আশপাশের একটা মানুষও একবারের জন্যেও বিরক্তি প্রকাশ করেনি।

এ দেশে সালাতের সময় বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ, মুসুল্লিদের সামনে দিয়ে তাদের ছুটোছুটিতে কেউ বিরক্ত হয় না। তাহাজ্জুদের সালাতেও অনেকে কোলের শিশু নিয়ে আসেন।

মসজিদের ভেতরটা সব সময় কানায় কানায় ভরপুর থাকত, তাই সাধারণত আমি মসজিদের বাইরে বসতাম। খোলা জায়গায় বাবুও খেলতে পারত, আর কান্নাকাটিও কম করত।

শ্বশুর-শাশুড়ি ও দেবর-জা-কে নিয়ে আমরা উমরায় যাওয়ার আগে ভেবেছিলাম, এতজন মিলে আবদুল্লাহকে সামলাতে কোনো বেগ পেতে হবে না। আমার ধারণা অতি দ্রুত ভুল প্রমাণিত হলো।

বাবুর খাওয়া ও ঘুমের সাথে অন্যরা টাইম মেলাতে গেলে ঠিকমতো ইবাদত করতে পারবে না, তাই সবার সাথে একসাথে মসজিদে যেতে পারতাম না। সবাই যার যার

www.QuranerAlo.net

মতো চলে যেত, আর আমি মাঝে মাঝে সাদাতের সাথে যেতাম, তবে বেশিরভাগ সময় মা-ছেলেকে একাই যেতে হতো।

☆☆☆

সেদিন যুহরের ওয়াক্তে সাদাত বের হতে অনেক দেরি করে ফেলল। যুহর ও আসরের সময় প্রখর রোদে উত্তপ্ত হয়ে থাকত শহর। ছাতা মাথায় দিয়ে যাওয়ার পরেও গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন সিরিঞ্জ দিয়ে কলিজার ভেতর থেকে শেষ আর্দ্রতাটুকুনও শুষে নেওয়া হয়েছে।

আর বাবু তো যথারীতি দুধ ছাড়া কোনো সলিড খাবার খাচ্ছিল না। যে কারণে আমার গলা আরো শুকিয়ে যাচ্ছিল। বারবার ভাবছিলাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় তিনি আর সাহাবিরা কীভাবে সিয়াম রাখতেন! সিয়ামরত অবস্থায় তারা রোদের মাঝে কাজ করতেন। যুদ্ধও করতেন। তখন তো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ছিল না।

আমাকে আর বাচ্চাটাকে মেয়েদের অংশে পৌঁছে দিয়ে আব্দুল্লাহর বাবা পুরুষদের অংশে চলে গেল। দেরি হওয়ার কারণে মসজিদের অভ্যন্তরে আনাচে কানাচে ঘুরেও একটুখানি জায়গা পেলাম না।

মসজিদ এর বাইরের সালাতের অংশেও কোনো জায়গা পাচ্ছিলাম না। ছায়ার নিচে সবাই আগেই স্থান করে নিয়েছে। যেসব এলাকা খালি ছিল, সেখানে বসা অসম্ভব। প্রখর রৌদ্রতাপে মাটিতে পা রাখা যাচ্ছিল না, পায়ে ছ্যাঁকা লাগছিল। বাবুকে মাটিতে নামানো তো কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না।

বারবার মসজিদের ভেতর প্রবেশ করছিলাম আর বের হচ্ছিলাম জায়গার জন্য, ততক্ষণে বাবু রোদের তাপে নেতিয়ে পড়েছে, কোনো সাড়া নেই ওর। আমি পাগলের মতো ওকে বারবার জমজমের পানি খাওয়াচ্ছিলাম।

আর আল্লাহর কাছে দুআ করছিলাম। এমন সময় মসজিদের বাইরে ছায়ার ভেতর কিছুটা খালি অংশ পেলাম। আর বসে পড়তে পড়তে ইকামত দিয়ে দিলো।

সালাতের সময় সেদিনের মতো খাস দিলে আর কখনো জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ চাইনি! দুনিয়ার রোদের তাপ সহ্য করতে পারছিলাম না, জাহান্নামের

www.QuranerAlo.net

আগুনের ভয়াবহতা কল্পনাতীত বিষয়। সত্যি, তখন জাহান্নামকে আরো বেশি বাস্তব মনে হচ্ছিল আর কলবের থেকে দুআ আসছিল অন্যরকম এক আকুলতা নিয়ে।

সেদিন আমার ভাগ্যে আরো অভিজ্ঞতা জমা ছিল। তখনো জানতাম না, পথ হারিয়ে আমার কলিজার ধন আর আমি আলাদা হয়ে যাব...

চার.

হজ ও উমরায় এলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নানাভাবে তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা নেন। আবার সেই সব পরীক্ষা থেকে অচিন্ত্যনীয় উপায়ে রক্ষা করেন। সেই সাথে পুরস্কারস্বরূপ দেন অমূল্য কিছু উপলব্ধি!

আজ তেমনি এক পরীক্ষা ও উপলব্ধির গল্প বলব... মদিনাতে কীভাবে কলিজার টুকরো শিশুসন্তান আর আমি দু-দিকে ছিটকে গিয়েছিলাম সেই গল্প...

দেশ থেকে আসার সময় আমার এক আত্মীয় আমার হাতে কিছু অর্থ দিয়ে বলেছিলেন, তা দিয়ে ইফতার কিনে যেন মসজিদের সিয়ামকারীদের উপহার দিই।

আরবদেশের অতি শুষ্ক আবহাওয়া আর যুহরের সময়ের ঘটনার পর থেকে বারবার মনে হচ্ছিল এ দেশে ইফতারের সময় মানুষকে ঠান্ডা জুস ও পানি দিলে সবচেয়ে বেশি দুআ পাওয়া যাবে।

আমরা কিছু জুস কিনে আবদুল্লাহর হাত দিয়ে মুসল্লিদের দিলাম। লোকে এত আগ্রহ করে ঠান্ডা পানীয় নিয়ে যাচ্ছিল যে, একপর্যায়ে আমাদের জন্য যেসব কিনেছিলাম, সেগুলোও দেওয়া হয়ে গেল।

আশেপাশে অনেককে দেখলাম বিশাল বিশাল প্যাকেটে করে খাবার নিয়ে আসছেন। অগুনতি কার্টনে করে আসছে আরো অনেক খাবার। ইফতারের এক দেড় ঘণ্টা বাকি, অথচ প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে তখনই। লম্বা লম্বা প্লাস্টিকের দস্তরখান বিছানো হচ্ছে, সারি বেঁধে লোকেরা বসে যাচ্ছে দস্তরখানের সামনে। সরকারি ও বেসরকারি নানা সংস্থা থেকে ইফতারি আসছে আর তা মুসুল্লিদের সামনে পরিবেশন করা হচ্ছে।

আজ সবার সাথে মসজিদে ইফতার করব। মদিনার আতিথেয়তার কথা অনেক শুনেছি। এবার স্বচক্ষে পরখ করতে চাই।

www.QuranerAlo.net

আব্দুল্লাহকে ওর বাবার কোলে দিয়ে আমি ওজু করতে গেলাম। আর সেই সাথে করলাম বিশাল এক ভুল। ওজু করে বের হওয়ার পর লাখ লাখ মানুষের ভিড়ে ওদের হারিয়ে ফেললাম। কোন জায়গায় ওদের দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলাম, কোনোভাবেই চিনতে পারলাম না।

যেদিকে দু-চোখ যাচ্ছিল, বেশুমার মানুষের স্রোত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। মাত্র কয়েকদিনের জন্য এসেছিলাম, তাই আলাদা সিম নিইনি বলে কাউকে ফোন করতেও পারলাম না।

সাদাত শুধু একা হলে চিন্তা করতাম না; কিন্তু আমার দুধের বাচ্চাটা ওর কোলে রয়ে গেছে। বাচ্চাটার ক্ষুধা লাগলে যদি কান্না শুরু করে?

আমি যদি হোটেলে ফিরে যাই আর সাদাত যদি আমাকে এখানেই খুঁজতে থাকে! এসব চিন্তা পাগল করে দিচ্ছিল আমায়।

বাচ্চার কথা চিন্তা করে উদ্ভ্রান্তের মতো সব দিক চষে বেড়াতে লাগলাম। ডুকরে কেঁদে ওঠার প্রবল ইচ্ছাকে বহু কষ্টে অবদমিত করে হন্যে হয়ে লাখো মানুষের ভিড়ে আমার প্রাণমণিকে খুঁজতে লাগলাম। কোনো বাচ্চার কান্না শুনলেই ছুটে যাচ্ছিলাম; আমার দু-চোখ আব্দুল্লাহকে দেখার জন্য তৃষাতুর হয়ে গিয়েছিল। এত ছোটাছুটির ফলে পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ইফতারের তখনো বাকি ছিল আরো পৌনে এক ঘণ্টা।

এক লোক ঠান্ডা পানি বিতরণ করছিল, তার থেকে এক বোতল নিয়ে, তা জড়িয়ে ধরে ওদের খুঁজতে লাগলাম। অনেকেই দেখছিল চোখে পানি নিয়ে এক নারী পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে।

একই রাস্তা দিয়ে বারবার আসা-যাওয়া করতে করতে, বিবি হাজেরার কথা মনে পড়ছিল। এর চেয়ে কঠিন মরুভূমির গরমে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে যখন সাফা মারওয়া দৌড়োচ্ছিলেন, কেমন লাগছিল তার? একদিকে নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা, অপর দিকে ক্ষুধার্ত শিশুর ক্রন্দন!

অনেক খুঁজেও ওদের পেলাম না। মাগরিবের আযানের অল্প কয়েক মিনিট বাকি। আমার শরীর ক্লান্ত অবসন্ন, বিধ্বস্ত। অনবরত আল্লাহর কাছে সাহায্য

www.QuranerAlo.net

চাচ্ছি, ইফতারের ঠিক আগমুহূর্ত, এমন পবিত্র স্থানে, একজন মায়ের, একজন সিয়ামকারীর দুআ কি কবুল হবে না? আল্লাহ তো পরম দয়ালু, অসীম করুণাময়। নিশ্চয়ই তিনি দয়া করবেন।

সবাই ততক্ষণে জায়গা নিয়ে বসে পড়েছে, ইফতার বিতরণ শেষ। সবার সামনে অফুরান খাবারের সমারোহ। এ সুবিশাল মসজিদ প্রাঙ্গণে আমিই বোধহয় একমাত্র মানুষ, যে কিনা কেবল এক বোতল পানি দিয়ে সিয়াম শেষ করবে।

ওদিকে কান্নার দমকে ঠোঁট কাঁপছিল আমার। হৃদস্পন্দন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। সংগতভাবে চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলছিলাম।

ঠিক তখন... সাদাতকে দেখতে পেলাম আর তার কোলে আমার কলিজার টুকরো আব্দুল্লাহকে! সেই মুহূর্তের অনুভূতি কখনোই বর্ণনা করতে পারব না। আব্দুল্লাহকে ওর কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলাম আর পাগলের মতো ওকে চুমু খেতে লাগলাম।

আহ...আমার বাচ্চা..

সবাই দেখছিল আমার কান্না....

এরপরের ঘটনা শুধুই রাহমানুর রাহিমের দয়ার আর বরকতের। সাদাত পুরুষদের অংশে বসে পড়ল। ছোট শিশু নিয়ে বিধ্বস্ত আমাকে দেখে অন্যদের মন দয়ায় আর্দ্র হয়ে পড়ল।

আযান দিতে দিতে আমার সামনে স্তূপ হয়ে গেল খাবারের। এত খাবার সেদিন পেয়েছিলাম যে, আমরা নিজেরা খেয়ে শেষ করতে পারিনি, শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য এনেছিলাম, রাতেও খেয়েছিলাম।

খাবারের ভেতর ছিল, একাধিক বাক্স বিরিয়ানি, ফলমূল, কাঁচা ও পাকা খেজুর, রুটি, অনেক জুস, পানি, লাবাং, দই ইত্যাদি।

সূর্যের সোনালি আভায় জ্বলজ্বল করছিল মসজিদ প্রাঙ্গণ। সবাই অপেক্ষা করছিল সূর্যাস্তের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের।

www.QuranerAlo.net

এমন সময় হৃদয় জুড়িয়ে যাওয়া কণ্ঠে আযান হলো। ধনী-গরিবের ভেদাভেদ ম্লান করে দিয়ে এক কাতারে বসে খেজুর ও শীতল পানীয় দিয়ে অসংখ্য সিয়ামকারী সিয়াম ভাঙলেন।

আর ঠিক তখন আমরা সাক্ষী হলাম এক অভাবনীয় মুহূর্তের। হঠাৎ করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে দুর্দান্ত গরম আবহাওয়া নিমিষেই হয়ে গেল প্রশান্তিকর। দুআ কবুলের এই সময়ে বৃষ্টি যোগ করল অন্য এক মাত্রা। কৃতজ্ঞ অন্তর নিয়ে সবাই জামাআতে সালাত আদায় করলাম। মসজিদে নববির কিরাআতে কেমন যেন অন্যরকম এক মাধুর্য আছে, এর মূর্ছনায় পৃথিবী তুচ্ছ লাগতে থাকল।

ইশ, মদিনায় আর মাত্র একদিন থাকতে পারব... সময়কে যদি আটকে রাখা যেত!

পাঁচ.

আজ মদিনায় তৃতীয় দিন, সকাল দশটার দিকে মক্কার পথে রওয়ানা হবো; কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে মনটা বেশ অস্থির হয়ে আছে। এ ক'দিনে একবারও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজার সামনে গিয়ে তাকে সালাম দিতে পারিনি আর রিয়াদুল জান্নাতেও সালাত আদায় করতে পারিনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকেই সালাম জানানো যায়। তবুও এত কাছে এসে—রওজায় না গিয়ে ফেরত গেলে, সারা জীবন আফসোস থাকবে।

নারীদের জন্য ইশা ও ফজরের পরে রওজা খুলে দেওয়া হয়। এ দুটো সময় আমার জন্য হোটেল থেকে বের হওয়া খুব কঠিন।

তারাবি শেষ হওয়ার আগেই বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ে।

একমাত্র উপায় হলো—ফজরের পর যাওয়া। বাদ ফজর সাদাতকে হোটেলে পাঠিয়ে বাচ্চাকে নিয়ে একাই রওয়ানা হলাম। বাচ্চা কোলে থাকায় ছাতা নিতে পারিনি। আমাদের হোটেল থেকে রওজা বেশ খানিকটা দূরে। প্রায় পুরো মসজিদ ঘুরে আসতে হয়।

প্রচণ্ড রোদে, খিমার দিয়ে বাবুকে ঢেকে রওজায় আসা-যাওয়া খুব সহজ ছিল না।

ইশরাকের পর লাল কার্পেটে মোড়ানো মসজিদ একদম খালি হয়ে যায়, শুধু রওজার

www.QuranerAlo.net

কাছে থাকে অসম্ভব ভিড়। রিয়াজুল জান্নাতের অংশটি সবুজ কার্পেট দিয়ে আলাদা করে চিহ্নিত করা আছে।

এই সাতসকালেও রোদের তাপে হাঁটা যাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ হাঁটার পর অবশেষে গেইট নম্বর পঁচিশে পৌঁছালাম, মসজিদের ভেতর প্রবেশ করে শীতাতপের শীতল হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

দর্শনার্থীদের দীর্ঘ লাইনে বসে শুরু হলো অপেক্ষার পালা। এখানে এলে সবার মন কেন যেন নরম হয়ে যায়। নারীরা তো এমনিতেই একটু বেশি আবেগী। প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজার কাছে গেলে সমগ্র সত্তা অচেনা এক ভালোবাসার অনুভূতিতে ছেয়ে যায়।

বিভিন্ন দেশের মানুষেরা আবেগতাড়িত হয়ে জ্ঞানের অভাবে প্রচুর বিদআতি ও শিরকি কাজ করে ফেলে এখানে।

দীর্ঘ লাইন শেষে, রিয়াজুল জান্নাতে সালাত আদায় করে যখন রওজার সামনে গেলাম, তখন এত ভিড়ে অস্থির হয়ে বাচ্চাটা তীব্র কান্না জুড়ে দিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার প্রিয় দুই সাহাবিকে সালাম জানিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম। এমনিতেও ভিড়ের ধাক্কায় বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হতো না।

মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার সময় কেমন যেন অজানা একটা দুঃখবোধে মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলাম আর মনে হচ্ছিল— অতি আপন কাউকে ফেলে চলে যাচ্ছি। কিয়ামতের দিন যেন আল্লাহ আমাদের দেখা করিয়ে দেন এই মহা মানবের সাথে আর যেন তাকদিরে রাখেন তার শাফায়াত।

ছয়.

সকাল দশটায় রওয়ানা হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত গাড়ি ছাড়ল দুপুরে। জুলহুলাইফা মসজিদ থেকে ইহরাম বেঁধে বের হতে হতে আসরের আযান দিয়ে দিলো।

ইচ্ছা ছিল মাসজিদুল হারামে গিয়ে ইফতার করব; কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, মাগরিব তো দূরের কথা ইশার সালাতের জামাআত পাব কিনা সন্দেহ রয়েছে।

www.QuranerAlo.net

মক্কায় পৌঁছাতে দেরি হওয়ার অর্থ—মাসজিদুল হারামের মূল্যবান এক একটি জামাআত মিস হওয়া।

পাকিস্তানি ড্রাইভার আর আমার শিশুসন্তানসহ আমাদের আটজনের দল নিয়ে ধু-ধু মরুভূমির মধ্য দিয়ে গাড়িটি চলতে থাকল। সৌদি আরবের রাস্তায় একটি সুন্দর জিনিস আছে, কিছুদূর পর পর সাইনবোর্ডে 'আলহামদুলিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি তাসবিহ ও তাহমিদ লেখা থাকে। সাইনবোর্ড দেখে পথচারীদের মনে পড়ে যায় যিকির করার কথা।

ইহরামরত থাকায় অত্যন্ত পবিত্র লাগছিল সবাইকে। অনুচ্চস্বরে তালবিয়ার শব্দ সৃষ্টি করছিল এক অপার্থিব ভালো লাগার।

'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...'

বিশ্বজগতের সবচাইতে সুন্দর শব্দসমূহ দিয়ে অলংকৃত হচ্ছিল পবিত্র এ সফর।

শত শত মাইল রুক্ষ মরুভূমি দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরত ছুটে চলতে চলতে, বিরান ভূমির এক পেট্রোল পাম্পে গাড়ি থামানো হলো। ড্রাইভার সাহেব ঘোষণা দিলেন, 'সামনে মাইলের পর মাইল কোনো জনপদ বা খাবারের দোকান নেই। তাই এখানেই ইফতার করতে হবে।' এই পেট্রোল পাম্পের সাথে ছোট একটি মনিহারী দোকান রয়েছে। টুকটাক, কেক, রুটি, বিস্কিট, পানীয় পাওয়া যায়। আর পুরুষদের জন্য সালাতের জায়গাও রয়েছে।

এমন সময় পাম্পের এক বাঙালি কর্মী আমাদের বাঙালি পরিচয় পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। এখানে ছোট ছোট কয়েকটি কামরা আছে, কর্মচারীদের থাকার জন্য। সেরকম একটি কক্ষে আমাদের নিয়ে গিয়ে নারীদের সালাতের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সেই সাথে আমাদেরকে বাইরে কষ্ট করে ইফতার না করে তার রুমে ইফতার করতে বললেন। তাদের তেমন কোনো আয়োজন ছিল না, ঘরে একটি তরমুজ ছিল। হুলুস্থুল করে কেটে দিলেন সেই তরমুজটি। ভদ্রলোকের কামরার দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যায়। নারী-স্পর্শ বিবর্জিত শোভাসৌন্দর্যশূন্য এক রুমের সংসার। ছেঁড়া একটা ফোম, কিছু ডেকচি পাতিল আর পানির বোতল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

www.QuranerAlo.net

আহারে আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা কত কষ্ট করে জনমানবহীন স্থানে থেকে অর্থ উপার্জন করে দেশে পাঠান। তাদের পাঠানো রেমিটেন্সে দেশ চলে; কিন্তু বিনিময়ে সেই সম্মানটুকু তারা কখনো পান না।

ইফতার শেষে সালাতের পর আমরা আবার রওয়ানা হলাম। সাথে করে নিয়ে এলাম মরুভূমির বুকে পাওয়া এক উষ্ণ আতিথেয়তার স্মৃতি।

সাত.

আমরা যখন মক্কা পৌঁছালাম তখন ইশার জামাআত শুরু হয়ে গেছে। প্রতিদিন মসজিদের বাইরে চারদিকে মাইলখানেক জায়গায় ছড়িয়ে যায় তারাবির জামাআত। তাই রাস্তায় গাড়ি চলাচল ইশা থেকে তারাবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আমরা যতক্ষণে মাসজিদুল হারামের কাছাকাছি এলাম, ততক্ষণে রাস্তায় ব্যারিকেড পড়ে গিয়েছে। ড্রাইভার আমাদের গাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন হোটেলে পৌঁছে দেওয়ার; কিন্তু কোনোভাবেই পারলেন না।

আশপাশে তারাবির সুরেলা কণ্ঠের তিলাওয়াত শোনা যাচ্ছে। অপূর্ব এই তিলাওয়াত শুনতে পেয়েও আমরা জামাতে যোগ দিতে পারছিলাম না। অসহায়ের মতো ব্যারিকেডের অন্য পাশে অপেক্ষা করছিলাম। হায়রে, নসিবে নেই বিধায়, এত কাছে এসেও, ইশার জামাআত পেলাম না।

তারাবি শেষ হতে হতে অনেক রাত হয়ে যাবে, গাড়ি ছেড়ে দিতে হলো। শেষ পর্যন্ত গাড়ি ছাড়াই প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা আমরা মালপত্র টেনে হোটেলে উঠলাম।

আল-আরিজ নামের একটি আদিকালের হোটেলের খুব ছোট একটি রুমে আমাদের স্থান হলো। মালপত্র রাখলে হাঁটার জায়গা কমে যায় এমন অবস্থা; কিন্তু আমাদের কারো এতে কোনো আফসোস রইল না।

কারণ, মাসজিদুল হারাম এখান থেকে একেবারে কাছে। এ দেশে শানশওকত করতে তো আসিনি। মসজিদ কাছে দেখেই আমরা খুশি, অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।

www.QuranerAlo.net

এই দীর্ঘ সফর শেষে, লাগেজ টেনে হোটেলে এনে সবাই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। নড়াচড়ার শক্তি ছিল না। ফ্রেশ হয়ে রাত বারোটারও পরে যখন বিছানায় গা লাগালাম, সাদাত ঘোষণা দিলো, আড়াইটার এলার্ম দিয়ে রাখছে। তখন ঘুম থেকে উঠে ফজরের আগে উমরা করবে।

এই বিধ্বস্ত শরীরে আড়াই ঘণ্টা পর এলার্ম কানে শুনব নাকি বুঝতে পারছিলাম না। উমরা করার শক্তি পাবো নাকি সে তো পরের প্রশ্ন।

কিন্তু ওর এক গোঁ, সকালে সিয়াম রেখে উমরা করতে কষ্ট হবে, বিশেষত আমার জন্য বেশি কষ্টকর হবে; কারণ, সারাদিন কিছু খেতে পারব না, বেশি পরিশ্রান্ত হয়ে গেলে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে সমস্যা হতে পারে।

সফরে এসে যদিও সিয়াম না রাখা যায়; কিন্তু এমন বরকতময় সফরে এসে সিয়াম না রাখলে, যে পরিমাণ মনোবেদনা হবে, তার চেয়ে মাঝরাতে উমরা করা অনেক উত্তম সিদ্ধান্ত।

সেই মদিনা থেকে ছোট্ট আব্দুল্লাহও আমাদের সাথে ইহরামের কাপড় পরে রয়েছে। আমরা তার হয়ে নিয়ত করেছি। উমরা এখনো শেষ হয়নি, তাই বাচ্চাকে অন্য কোনো কাপড় পরাতে পারলাম না। এসির ভেতর কম্বল দিয়ে ভালো করে ঢেকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।

মাথায় একরাশ চিন্তা নিয়ে ঘুমোতে গেলাম। আমরা ঘুম থেকে উঠতেও যদি পারি, কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে বাচ্চাটা কী করবে, তা—ভাবতে পারছিলাম না। আচমকা ঘুম ভাঙলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার ঘ্যানঘ্যান করার অভ্যাস আছে। সে একবার কান্না শুরু করলে বিরাট মসিবত হয়ে যাবে...

আট.

রামাদানের রাত্রি...

পৃথিবীর পবিত্রতম স্থান মক্কা, সফরকারীদের পদচারণায় মুখর হয়ে আছে। যেদিকে দু-চোখ যায়, মহান রবের প্রেমে দিওয়ানা মানুষের ভিড়। রামাদান ও হজের মৌসুমে এ শহরে দিন-রাতের কোনো ভেদাভেদ থাকে না।

www.QuranerAlo.net

এ এমন এক স্থান, যেখানে একবার এলে মন আর ফিরে যেতে চায় না। জগতের সকল মোহ মায়া এখানে তুচ্ছ অনুভূত হয়; জীবন সার্থক হয়ে যায়।

আহা, ভালোবাসার এ শহরে আবার আসতে পেরেছি, এ কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। পাঁচ বছর আগে যখন হজ্জে এসেছিলাম, একটি দুআ-ই সবচাইতে বেশি করেছিলাম। তা হলো—বারবার এখানে ফিরে আসার দুআ। আল-মুজিব তার এই বান্দার দুআ কবুল করেছেন।

তার কবুলকৃত আরো এক দুআকে কোলে নিয়ে আমরা রওয়ানা হয়েছি, প্রাচীনতম ইবাদতগৃহের অভিমুখে। স্বামী, সন্তান নিয়ে বালাদুল আমিনের পথে হাঁটতে পারব, এ তো স্বপ্নের চাইতেও বেশি পাওয়া। আল্লাহ যেন বারাকাহ দেন তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের ওপর।

ফজর হতে তখনো কয়েক ঘণ্টা বাকি। অনেকে উমরা করে ফিরে আসছেন, আবার অনেকে আমাদের মতো উমরা করতে যাচ্ছেন। অশ্রুভেজা স্বরে 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...' পড়ছি। অবিশ্বাস্য ভালো লাগায় ও আবেগে গলা বুঁজে আসছে। মসজিদের যত নিকটবর্তী হচ্ছি, উত্তেজনা তত বেড়েই চলেছে। আহা.. আর মাত্র কয়েক মিনিট পর কাবা স্বচক্ষে দেখতে পারব... আর মাত্র কয়েকটা মিনিট! তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ে সরাসরি মাতাফে চলে এলাম। কাবাঘরের চারিদিকে তাওয়াফ করার স্থানকে মাতাফ বলে।

এখানে পুশ চেয়ার আনা যায় না, আবার বাচ্চার ঘুম দেখে, তাকে ক্যারিয়ার ব্যাগেও বসাতে পারিনি। আমরা দু-জনে ঠিক করে নিলাম, তাওয়াফের সময় বাচ্চা তার বাবার কোলে থাকবে। আর সায়ির সময় থাকবে আমার কাছে।

আমার খুব শখ হচ্ছিল, যত কষ্টই হোক, সায়ির পুরো সময়টায়, প্রায় তিন কিলোমিটার পথ আব্দুল্লাহকে আমার কলিজার সাথে লাগিয়ে রাখব। ভিড়ের মাঝে তাওয়াফ করতেও কিন্তু এক কিলোমিটারের বেশি হাঁটা হয়ে যায়।

মৃদুমন্দ হাওয়ায় রাতের আকাশের নিচে, বাইতুল মামুরের নিচে, পবিত্র কাবার তাওয়াফরত মানুষের স্রোতে আমরা বিলীন করে দিলাম নিজেদের।

www.QuranerAlo.net

তাওয়াফের সময়, গতবারের তুলনায় নিজের ভেতর এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করলাম। এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বারবার শুধু আমার কলিজার টুকরোর জন্য দুআ আসছে ভেতর থেকে! ওর জন্য দুআ করতে গিয়ে নিজের জন্য দুআ করতেও ভুলে যাচ্ছি!

মাতৃত্ব আসলেই অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা। আব্দুল্লাহর জন্য দুআ করার পর, আমাদের সবার জন্য দুআ করলাম।

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে রামাদানের রাতে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ঘরের তাওয়াফ করার সুযোগ দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন, মধ্যরাতে উমরা করার তাওফিক দেওয়ার জন্য।

তাওয়াফ শেষে মাথা উঁচু করে মক্কা টাওয়ারের ঘড়িতে সময় দেখলাম। সাহারি আর অল্প কিছুক্ষণ বাকি আছে। মক্কায় এসে রাতে ভাত খাওয়ার পর পেটে ক কিছু পড়েনি। যদিও এতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না। বরং কোনো এক অজানা কা হৃদয়ের গভীরে অনাবিল প্রশান্তি অনুভূত হচ্ছিল।

তাওয়াফের পর জমজমের পানি খাওয়া সুন্নাত। প্রাণ ভরে জমজমের পানি খেয়ে নিলাম, আর ঠিক তখনই হারাম প্রাঙ্গান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফজরের আযান শুরু হলো।

সালাতের পর শুরু হলো সায়ি[১] করা। বাবুকে জড়িয়ে ধরে সায়ি করতে যেয়ে সেদিন হয়তো হাজেরা আলাইহাস সালামের মাতৃত্বের অনুভূতি কিছুটা হলেও অনুভব করতে পেরেছিলাম।

আল্লাহর কী অসীম কুদরত। সায়ি যখন প্রায় শেষ, আবদুল্লাহ সাহেব আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে উঠলেন। লম্বা ঘুম দিয়ে, তিনি তখন একেবারে তরতাজা!

এত শব্দ আর আলোর মাঝে না কেঁদে, অঘোরে ঘুমানো পুরোপুরিভাবে তার স্বভাববিরুদ্ধ ঘটনা। ও যদি জেগে থাকত, তাহলে উমরা করা অবশ্যই অনেক কঠিন

---

[১] সায়ি শব্দের অর্থ—প্রদক্ষিণ করা, দৌড়ানো। সাফা থেকে মারওয়া, মারওয়া থেকে সাফা, এভাবে মোট সাতবার দৌড়ানোকে সায়ি বলে।

www.QuranerAlo.net

হতো আমাদের জন্য। এ দেশে আসার অনেকদিন আগে থেকে দুআ করছিলাম, যেন উমরা করাটা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

তাই বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে এতটা সহজ করে দেবেন—ভাবিনি! অনেকেই ছোট শিশু নিয়ে হজ, উমরা করতে ভয় পান; কিন্তু আল্লাহর থেকে সাহায্য চাইলে যে তিনি সাহায্য করবেন, তা আমরা ভুলে যাই। বাচ্চা নিয়ে হজ/উমরা করা অবশ্যই তুলনামূলকভাবে কঠিন; কিন্তু অসম্ভব নয় মোটেও। বরং আমার কাছে সব সময় মনে হয়, সন্তান নিয়ে আল্লাহর ঘরে ঘুরে আসতে পেরেছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

মক্কায় গেলে আল্লাহ নানারকম মিরাকেল প্রত্যক্ষ করান। যেমন—দেশে থাকা অবস্থায় সিয়াম রেখে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারার জন্য আমাকে প্রচুর খাবার, পানি ও শরবত খেতে হতো। তাও সন্ধ্যার আগে আগে সব সময় মনে হতো, বাচ্চার হয়তো পেট ভরছে না।

অথচ সেদিন শুধু জমজমের পানি খেয়ে সাহারি করেছিলাম। এরপর উমরা করেছি, একাধিকবার মসজিদে আসা-যাওয়া হয়েছে, প্রচুর হাঁটা হয়েছে; কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে সারাদিন বাচ্চার খাওয়ায় কোনো কমতি ছিল না।

এতদিন জমজমের পানির মাহাত্ম্যের কথা কেবল শুনেছিলাম, মক্কায় গিয়ে তা নিজ চোখে দেখলাম। সেখানে যে ক'দিন ছিলাম প্রাণভরে পান করেছি বিশ্বের পরিশুদ্ধতম পানি....

নয়.

মক্কায় প্রথম দিন গণমানুষের সাথে ইফতার করেছি। লাখ লাখ মানুষের জন্য মাসজিদুল হারাম প্রাঙ্গণে পুরো রামাদানজুড়ে ইফতারের আয়োজন করা হয়।

ইফতার শেষে মাগরিবের জামাআত শুরু হওয়ার আগেই, এক ঝাঁক কর্মীবাহিনী এসে ঝড়ের বেগে সব পরিষ্কার করে দেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত দ্রুত নিখুঁতভাবে সাফ করা হয় যে, কোনোভাবেই বিশ্বাস হতে চায় না—মাত্র পাঁচ মিনিট পূর্বে এখানে লাখ লাখ মানুষ একত্রে খাবার খেয়েছেন!

www.QuranerAlo.net

মক্কা থেকে চলে আসার আগের দিন, ইফতারের আগে আগে সাদাত খুবই 'অসম্ভব' একটি প্রস্তাব উত্থাপন করল। সে বলল, তার প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছে কাবার সামনে বসে ইফতার করবে!

যারা রামাদানে উমরায় গিয়েছেন, তারা শোনামাত্র বুঝতে পারবেন, এই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা কতটা কঠিন। যেখানে এক দেড় ঘণ্টা আগে বের হলেও মসজিদের ভেতরে জায়গা পাওয়া যায় না। বাইরে বসতে হয়, সেখানে মসজিদ পার হয়ে কাবার সামনে বসে ইফতার করা কীভাবে সম্ভব!

গেইট দিয়ে তো ঢুকতেই দেবে না! কারণ, ও যখন এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তখন আযান দিতে মাত্র তিরিশ/চল্লিশ মিনিট বাকি।

আমি ভুলে গিয়েছিলাম, খাস দিলে আল্লাহর থেকে চাইতে হয়, ইচ্ছাটা প্রবল ও খাঁটি হতে হয়। আর আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব যেকোনো কিছুই আমাদের মালিকের জন্য সব সময় সম্ভব।

লাখো মুসুল্লি পার হয়ে যখন আমরা মসজিদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছালাম, ততক্ষণে স গেইট বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা; কারণ, ভেতরে সব জায়গা দখল হয়ে গেছে; কি কোনো এক বিচিত্র কারণে, গেইট খোলা পেলাম।

এই সুযোগে আমরা সুড়ুৎ করে ভেতরে চলে এলাম। ভেতরে এসেও ভাবছি, ঢুকে তো পড়লাম, এখন বসার জায়গা না পেলে, বের হবো কীভাবে এত মানুষ পার হয়ে! হায়রে আজ বোধ হয় ইফতারিতে কোনো খাবারই জুটবে না।

কত বোকা আমি! আল্লাহর ঘরের সামনে, মাসজিদুল হারামে এসে রিযিক নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছি!

মসজিদের ভেতরে আসলেই কোনো খালি জায়গা ছিল না। সাদাতের অবশ্য মসজিদে নয়; বরং সরাসরি কাবার সামনে বসার খায়েশ হয়েছিল। আর জামাআতের সময় ছাড়া, সেখানে সব সময় তাওয়াফ চলে, তাই কেউ বসতে পারে না।

তবে ইফতারের আগে আগে তাওয়াফ বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম! তাওয়াফকারীরা যখন তাওয়াফ থামিয়ে যে যেখানে ছিল, বসে পড়ছিলেন, তখন তাদের মাঝে আর রাহমান আর রাহিম আমাদের

www.QuranerAlo.net

বসার জায়গা মিলিয়ে দিলেন।

আমরা বসার কয়েক মিনিটের ভেতর আশেপাশে সব স্থান পূর্ণ হয়ে গেল। পরে যাদেরকে বলেছি, কাবার ঠিক সামনে বসে ইফতার করার কথা, সবার কাছেই অবিশ্বাস্য লাগছিল! মক্কার লোকেরাও হয়তো এমন সুযোগ পান না।

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। যিনি তাঁর বান্দাদের তাঁর ঘরে মেহমান হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন এবং সেই গৃহের সম্মুখে, পৃথিবীর সবচাইতে পবিত্র ও বরকতপূর্ণ স্থানে বসে সিয়াম খোলার তাওফিক দিয়েছেন। আমরা তাঁর কোন নিয়ামত অস্বীকার করব?

মক্কা টাওয়ারের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি, সূর্যাস্তের অল্প কিছুক্ষণ বাকি। শেষ বিকেলের সোনা-ঝরা আলোতে কেমন যেন স্বপ্নীল লাগছে পরিবেশ। সারাদিনের তপ্ত হাওয়া তখন আরামদায়ক হয়ে এসেছে।

অসংখ্য সিয়ামকারী অপেক্ষা করছেন আযানের জন্য। সবার সামনে খেজুর, রুটি, শরবত, ফল ও পানি দেওয়া হলো। আব্দুল্লাহ আমাদের সামনে বসে তার নব্য রপ্ত করা হামাগুড়ির প্রতিভা দেখানোর চেষ্টা করছে। শূন্য পানির গ্লাস নিয়ে খেলছে।

আর আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম জগতের পবিত্রতম দৃশ্য। মাতাফে স্বামী-সন্তান নিয়ে ইফতার করার সৌভাগ্য হবে, কখনো কল্পনাও করিনি। কাবার সামনে বসে আমার সন্তান খেলবে, তাও কি কখনো ভেবেছিলাম!

আল্লাহ যেন ওকে দ্বীনের পথে কায়িম রাখেন সব সময়। জীবনের প্রারম্ভে এমন সুন্দরতম সফরের প্রভাব যেন ওর ওপর সারা জীবন থাকে। পরম করুণাময় যেন আমাদেরকে এমন অভিভাবক হওয়ার মর্যাদা দান করেন—যাদের সন্তানেরা সাদাকায়ে জারিয়া হবে তাদের জন্য।

সূর্যাস্তের সাথে সাথে সুমধুর আযানে সমগ্র হারাম এলাকা প্রকম্পিত হলো, লাখ লাখ মানুষ একত্রে বসে ইফতার করলেন। সেদিনের ইফতারে আল্লাহ ঢেলে দিয়েছিলেন অপরিসীম বারাকাহ আর তৃপ্তি। সিয়াম ভাঙার পর, প্রাণভরে পূর্ণ তৃপ্তিসহকারে জমজমের পানি খেয়েছিলাম আমরা।

মাগরিব ও ইশা পড়ে হোটেলে এসেছিলাম, পুরো তারাবি পড়তে পারিনি, বাচ্চার

www.QuranerAlo.net

ঘুম এসে গিয়েছিল। যতটুকু পড়তে পেরেছি, তার জন্য শোকরগুজার আমি। শুধু মন খারাপ হচ্ছিল এই ভেবে, কত তাড়াতাড়ি চলে গেল মক্কার দিনগুলো...

আহা! মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হবে.. কাবার প্রতি আমাদের অন্তরে আমাদের রব এক অপ্রতিরোধ্য চৌম্বকীয় আকর্ষণ রোপণ করে দিয়েছেন। যে কারণে, এখানে আসার জন্য প্রাণ উতলা হয়ে থাকে। আর বালাদুল আমিন ছেড়ে যাওয়ার কথা মনে হলে শুরু হয় হৃদয়ে রক্তক্ষরণ!

দেশে ফিরে আসার আগে মক্কায় সে যাত্রার শেষ জামাআত পড়েছিলাম ফজরের ওয়াক্তে। এত অপার্থিব পবিত্রতায় ছেয়ে ছিল চারদিকে, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ভোরবেলা কারীর দৃপ্ত কণ্ঠে কুরআনের বাণী শুনে মনে হচ্ছিল—এ বিশ্বজগৎ মিথ্যা, ধোঁকা। শুধু সুমহান আল্লাহ-ই সত্য, সত্য তাঁর বাণী এবং সর্বশক্তিমান রবের ইবাদত ও আনুগত্য ছাড়া আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

মদিনার তিলাওয়াতে আছে একধরনের প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতা। আর মাসজিদুল হারামের তিলাওয়াতে আছে এক অন্যরকম শক্তি, দৃঢ়তা ও মোহাচ্ছন্নতা।

ফজরের সালাতের পর বিদায়ী তাওয়াফ করে বের হয়ে এলাম মসজিদ থেকে এয়ারপোর্টে যাওয়ার গাড়ি এসে অপেক্ষা করছে হোটেলের সামনে। আমাদের স্বপ্নের চেয়েও মধুর সফর প্রায় সমাপ্তির পথে।

মাসজিদুল হারামে বিদায়ী তাওয়াফ করে, কাবা ছেড়ে চলে আসার সময়কার কষ্টের তীব্রতা, সকল হজ ও উমরাকারী স্বীকার করবেন। সেদিনের কথা স্মরণ করে এ লেখা লিখতে গিয়ে, কখন যেন মনের অজান্তে বারবার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে দীর্ঘশ্বাস আছড়ে পড়ছিল।

এমিরাটসের দীর্ঘ সফর শেষে যখন দেশে ফিরেছি, তখন মধ্যরাত প্রায়। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে দেশে ফিরেছি কিন্তু সাথে করে নিয়ে এসেছি এক কৃতজ্ঞ হৃদয়। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সফর কবুল করেন। আমাদেরকে ও অন্যান্য মুসলিমদের জন্য বারবার বাইতুল্লাহর জিয়ারত করা সহজ করে দেন। আমিন।

www.QuranerAlo.net

তৃপ্তি

বিনতে আব্দুল্লাহ

এক.

'আজকে কিন্তু লেট করলে তোর খবর আছে!'

'খাওয়ার ব্যাপারে আমি কোনোদিন লেট করছি?'

'তাও ঠিক, তুই যে একটা খাদক! তোর নামটা কী মনে করে যে রাখছিল...'

বন্ধুর দেওয়া শেষ মেসেজটার রিপ্লাই দিলো সিয়াম একটা ভেংচি কাটার ইমোটিকন দিয়ে। নিজের নাম সিয়াম অর্থ 'বিরত থাকা' বলে তার খাই খাই স্বভাবের জন্য মাঝেমধ্যে একটু বেশিই পচানি খেতে হয়; কিন্তু তাতে তার কোনো কিছুই আসে যায় বলে মনে হয় না।

'আমি কি মানুষের টাকায় খাই? দুই দিনের দুনিয়া, খাওয়া পেলে খাব না কেন?' অলসভাবে শুয়ে এসব ভাবতে থাকে সিয়াম। হঠাৎ তার মায়ের আগমন—

'কীরে, আর কতক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকবি। সিয়াম রাখলেই কি এত ঘুমাতে হয় নাকি? যুহরের সালাত মিস করবি তো এইভাবে শুয়ে থাকলে...'

সিয়াম কোনো উত্তর দেয় না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বোঝে, মায়ের কথায় যুক্তি

www.QuranerAlo.net

আছে। যুহরের সালাত পড়তে হলে তার আর শুয়ে থাকা চলবে না। সারা বছর না হলেও, রামাদান মাসে তো সে পাঁচ ওয়াক্তই সালাত পড়ার চেষ্টা করে।

ম্যাজম্যাজ করা শরীর নিয়ে কোনোরকম সালাত পড়ে রান্না ঘরে উঁকি দেয় সিয়াম। তার মা কী নিয়ে জানি খুব হুলস্থুল করছে। চোখাচোখি হতেই মা অতি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'তোর জন্য হালিম বানাচ্ছি আজ! সকালে তোর বাবাকে কতবার যে রিকুয়েস্ট করা লাগল খাসির মাংস এনে দেওয়ার জন্য।'

'ওহ হো, মা তোমাকে তো বলাই হয়নি! আজকেও ইফতার পার্টি আছে একটা। যেতেই হবে।'

সিয়ামের মায়ের মুখটা মলিন হয়ে গেল। হালিমের জন্য তিনি কম খাটনি করেননি। তার একমাত্র ছেলে এই বছর চাকরি শুরুর পর থেকে প্রত্যেকটা দিন অনেক রাত করে বাসায় ফেরে, এমনকি রামাদান মাসেও। ছুটি কেবল শুক্রবার, তাও প্রথম দুটি শুক্রবারই তার গেল কোথাকার কোন ইফতার পার্টিতে। কে জানত—এ শুক্রবারও...

মানে কেটে পড়ল সিয়াম, পাছে মা আবার বলে বসেন—'এইবার না গেলে হয় না?' এবারেরটা সে কোনোভাবেই মিস করতে চায় না। এমন দারুণ ইফতারের অফার কে মিস করতে চাইবে? যদিও দামটা একটু বেশি, কিন্তু আইটেমের সংখ্যাও ব্যাপক। তাই দাম নিয়ে থোড়াই কেয়ার করে সে। মনে মনে ভাবে—'আজ সব আইটেম খাবো, একদম তৃপ্তি করে খাবো, হুম!'

খাওয়ার কথা মনে হতেই পেটটা গুড়গুড় করে ওঠে। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখে—এখনো অনেক দেরি। আসরের সালাত পড়ে মোবাইলটা হাতে নেয় একটু সময় পার করতে। ইউটিউবে স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ টাইটেল দেখে একটা ভিডিওতে চোখ আটকে যায়। অবচেতন মনে সেটাই দেখা শুরু করে সিয়াম।

দুই.

জীবনে বিপর্যয় আসতে পারে যেকোনো মুহূর্তে—হাতের বাঁধনের দিকে তাকিয়ে এই কথাটাই ভাবছে অসহায় বন্দি। কাল যে ছিল সম্ভ্রান্ত নেতা, সে কিনা আজ পরাধীন! এরই নাম ভাগ্য।

www.QuranerAlo.net

ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর, তাই সামনে রাখা খাবারটুকু বন্দি নেতার কাছে সামান্যই মনে হলো। তার মতো মানুষকে শত্রুরা আটকে রেখেছে তাদের উপাসনালয়ে, ভাবা যায়! তবে কিনা তাদের ব্যবহার খুবই ভালো; কিন্তু কেন? তা ভেবে সে উদ্ধার করতে পারল না।

এভাবে তিনটা দিন পার হয়ে গেল শত্রুদের আন্তরিক আপ্যায়নে, তাদেরই নিবিড় পর্যবেক্ষণে। অবশেষে মিলল নিঃশর্ত মুক্তি; কিন্তু কী আশ্চর্য, এতদিন যেই ব্যক্তি, যেই ধর্ম, যেই শহর ছিল তার সবচেয়ে অপছন্দের, সেসবই এখন তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মনে হলো। অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করল সেই বন্দি, যার নাম সুমামা ইবনু আসাল।[১]

সাহাবিগণ আনন্দিত হয়ে তার জন্য সাধ্যানুযায়ী বাহারি খাবারের ব্যবস্থা করলেন; কিন্তু আজ সে খেতে পারল না বেশি। সবাই অবাক হলেন। সবার বিস্ময়ের কারণ ব্যাখ্যা করলেন স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তোমরা কেন অবাক হচ্ছ? সে সকালে খেয়েছে একজন অবিশ্বাসীর পেট নিয়ে, আর এখন খেয়েছে একজন মুসলিমের পেট নিয়ে। নিশ্চয়ই, অবিশ্বাসীরা খায় সাতটি পেট নিয়ে, আর মুসলিমরা খায় একটি নিয়েই।'[২]

---

[১] সিরাতে ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এটি যুদ্ধবন্দি সুমামা ইবনু আসাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু *বুখারি-মুসলিম-সহ* অধিকাংশ হাদিসগ্রন্থে এ ঘটনাটি একজন কাফিরের ঘটনা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মেহমান হয়ে এসেছিল। তার নাম নিয়ে মুহাদ্দিসদের মাঝে মতানৈক্য আছে। কারো মতে তার নাম জাহজাহ গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু, কারো মতে নাজরা গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু, কারো মতে আবু গাজওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু ইত্যাদি। তার সামনে খাবার পেশ করা হলে সে প্রচুর খানা খেয়ে ফেলল। পরে ইসলাম গ্রহণ করলে সে আর আগের মতো বেশি খেতে পারল না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাণীটি বললেন। হাসান বা উত্তম সনদে তাবারানির বর্ণনায় এসেছে, সে সাতটি ছাগলের দুধ এক বৈঠকেই খেয়ে ফেলেছিল। পরের দিন সে ইসলাম গ্রহণ করার পর যখন তার সামনে দুধ রাখা হলো তখন সে একটি ছাগলের দুধ খেয়েই শেষ করতে পারল না। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উক্তিটি করলেন যে, গতকাল (কাফির থাকাকালীন) তোমার পেট ছিল সাতটি, আর আজ (মুসলিম হওয়ার পর) পেট হয়েছে একটি। [*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ৫৩৮]—শারয়ি সম্পাদক

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৫৩৯৭; *সহিহ মুসলিম* : ৫২৬৭

মুমিনদের এক পেটে খাওয়া আর কাফিরদের সাত পেটে খাওয়ার ব্যাখ্যা হলো, মুমিনরা দুনিয়ার প্রতি কম আগ্রহী হওয়ায় কম খায়, আর কাফিররা দুনিয়ার জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করে ইচ্ছেমতো পেটপুরে খায়। এটাকেই হাদিসে এক পেটে খাওয়া আর সাত পেটে খাওয়া বলে

www.QuranerAlo.net

তিন.

সিয়াম স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে তার রুমে, হাতে ফোন। বুকের ভেতর কেমন যেন একটা অনুভূতি কাজ করছে—একদমই নতুন সেই অনুভূতি। এদিকে দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

হঠাৎ হাতের ফোনটা বেজে উঠল। ঝাপসা চোখে সেটা কোনোমতে ধরা গেল।

'কীরে সিয়াম, তুই কই?'

'আমি আসতে পারছি না রে, স্যরি।'

সিয়ামের মা আজ ইফতারে তার ছেলেকে সঙ্গো পেয়ে আনন্দে পুরোই আটখানা। ছেলের পাতে এটা সেটা তুলে দিয়ে ছোটখাটো পাহাড় গড়ে ফেললেন; কিন্তু সিয়াম বেশি খেতে পারল না আজ। তবুও কেন যেন অদ্ভুত এক তৃপ্তিতে মনটা ভরে গেল তার।

আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটার ব্যাখ্যা নিয়ে মুহাদ্দিসদের আরো কিছু মত রয়েছে। তাদের মতে হাদিসটির সারকথা ও শিক্ষা হলো, দুনিয়াকে যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা, দুনিয়ার লোভ দূর করা এবং অল্পে তুষ্ট থাকা। [*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ৫৩৮; *শারহু মুসলিম*, ইমাম নববি, খণ্ড : ১৪; পৃষ্ঠা : ২৫]—শারয়ি সম্পাদক

www.QuranerAlo.net

রামাদান : আড়ম্বরের আড়ালে

নুসরাত জাহান

বাসা থেকে যখন বের হয় তিথি, ঘড়ির বড় কাঁটা তখন প্রায় এগারোটায়। মাথার ওপর গনগনে সূর্য। বেশ গরম পড়বে মনে হচ্ছে আজ। মধ্যরাতে প্রথম রামাদানের সাহারি করে ফজর পড়ে ঘুমাতে দেরি করে ফেলায় বেশ বেলা করে উঠল তিথি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল তার। স্টুডেন্টকে বলেছে দশটায় যাবে পড়াতে। এখনই দশটার বেশি বাজে। মাও ডেকে তুলল না তাকে। ভেবে ভ্রু কুঁচকে ফেলল সে। কথা দিয়ে কথা না রাখাটা বেশ অপছন্দের তিথির। যা হোক, আজ রামাদানের প্রথম দিন। কাল থেকে সব টাইমলি করার চেষ্টা করবে ভেবে নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল সে।

বের হতেই রাস্তার অপর পাশের রেস্টুরেন্টের দিকে চোখ পড়ল তিথির। সাদা কাপড়ের বিশাল ব্যানার দিয়ে পুরো দোকানটা ঢাকা। মানুষের কেবল পায়ের দিকটা দেখা যাচ্ছে। ব্যানারে কালো রং দিয়ে বড় বড় করে লেখা—'আসন্ন নির্বাচনে ঢাকা–৯ (খিলগাঁও-সবুজবাগ) আসনে পদপ্রার্থী অমুককে কুলা মার্কায় ভোট দিন'। রামাদান শুরু হয়ে গেলেই সব খাবারের দোকানগুলোতে এরকম বাহারি পর্দা দেখা যায়। ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘনিঃশাস ছেড়ে দ্রুত পা চালাল তিথি।

গলির মোড়ে দেখা হলো নোভা'পুর সাথে। নোভা'পু ওদের তৃতীয় তলায় থাকে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একাউন্টিংয়ে অনার্সের শেষ বর্ষের ছাত্রী। শুনেছে, খুব ভালো নাকি একাউন্টিংয়ে। তিথি নিজেও কমার্সের ছাত্রী। এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে এখন

www.QuranerAlo.net

ঝাড়া হাত-পা। টিউশনিটা তাই বেশ এনজয় করছে এখন সে। নোভা'পু রিকশার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আজ নোভা'পুকে অন্যরকম লাগছে। মুখে ভারী কোনো মেকাপ নেই, মাথায় ওড়না দিয়ে বড় ঘোমটা টানা। রামাদান ইফেক্ট—বুঝতে দেরি হলো না তিথির। নোভাপুর সাথে সালাম বিনিময় করে গন্তব্যে পা বাড়াল সে আবার।

যেতে যেতে মনে পড়ল—বান্ধবী রুমকির কথা। বিকালে রুমকির বাসায় যাবে বলে মনস্থির করেছে ও। যেভাবেই হোক রুমকিকে বোঝাবে—রামাদানে সিয়াম রেখে মায়ের সাথে মিথ্যা বলে বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করে বড় অন্যায় করে ফেলছে সে। একে তো হারাম রিলেশনশিপ তার ওপর সিয়াম রেখে মিথ্যা বলা! রুমকিকে বোঝানোর জন্য দুটি হাদিসও সে প্রস্তুত করে রেখেছে। একটা হারাম রিলেশনশিপের জন্য তাওবা করে গুনাহ মাফ চাওয়া; অপরটা মিথ্যা বর্জন করা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাদান মাস পেল, অথচ নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, সেই ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধূসরিত (ধ্বংস) হোক।'[১]

যে ব্যক্তি (সিয়াম অবস্থায়) মিথ্যে বলা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা পরিহার করে না, আল্লাহর নিকট তার এই পানাহার পরিত্যাগ মূল্যহীন।[২]

পড়তে বসে কিছুক্ষণ পরপর হাই তুলছে সুচি। সুচি তিথির ছাত্রী। ক্লাস এইটে পড়ে। কাল শনিবার সুচির গণিত পরীক্ষা। গণিতে সে মোটামুটি ভালো। খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না তিথির।

'সিয়াম রেখেছ, সুচি?'—তিথির প্রশ্নে আচমকা সংবিত ফিরে পেয়ে সুচি না-সূচক মাথা নাড়ল। বলল, কালকে অঙ্ক পরীক্ষা। মা অঙ্কের ব্যাপারে বেশ সিরিয়াস। হিসাব মিললেই ফুল মার্কস। মা-ই বলল, সিয়াম রাখার দরকার নেই। শরীর খারাপ করবে। তারচেয়ে বরং খেয়ে-দেয়ে ভালো করে প্রিপারেশন নিতে। তিথি কথা বাড়াল না আর।

---

[১] *সহিহ ইবনু খুযাইমা* : ১৮৮৮; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৯০৮; *জামি তিরমিযি* : ৩৫৪৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৪৫১

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১৯০৩, ৬০৫৭

www.QuranerAlo.net

রান্নাঘর থেকে সুচির মায়ের চিল্লাচিল্লি শোনা যাচ্ছে যথারীতি। বাসার কাজে সাহায্যকারী বুয়ার সাথে প্রায়ই গজগজ করতে থাকে সুচির মা। আজও ব্যতিক্রম হয়নি। রামাদানের প্রথম দিন তিথির মতো বুয়ারও আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল বলে এই শব্দ অত্যাচার!! মনটা খারাপ হয়ে গেল তিথির। তিনি নিজের মেয়েকে সিয়াম রাখতে দিচ্ছেন না, বুয়া সিয়াম রেখে বাসা বাড়িতে কাজ করে দুটো পয়সার জন্য; তার প্রতিও কোনো রহম করলেন না তিনি। তিথির সেই হাদিসটি মনে পড়ল—

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সিয়াম জাহান্নাম হতে ঢালস্বরূপ। সুতরাং (সিয়াম রেখে) কেউ যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং অজ্ঞতাসুলভ আচরণ না করে। যদি কোনো মানুষ তার সাথে ঝগড়া করতে চায় কিংবা তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দু-বার বলে, আমি সিয়ামরত।'[১]

সুচির মা সুচির ভালো রেজাল্ট নিয়ে যতটা সিরিয়াস, তার কিছু অংশও কি আখিরাতের জন্য বরাদ্দ রেখেছে? তিথি মনে মনে ভাবতে লাগল নোভা'পুর কথাও। সারা বছর মুখে ভারী মেকাপ দিয়ে চুল ছেড়ে বুকের ওড়না সাইডে ফেলে ইউনিভার্সিটিতে যায়। অথচ রামাদান এলে সবকিছুতেই ক্ষণিক বিরতি দিয়ে যেন আল্লাহকে বিরাট ফেভার করে ফেলা হয়। দুনিয়ায় হিসাববিজ্ঞানে ফাইনাল একাউন্ট মেলাতে দক্ষ হয়েও যদি নোভা'পু আখিরাতের ফাইনাল একাউন্টে কাঁচা থেকে যায়, তবে ক্ষতিটা তো তারই হবে।

টিউশনি শেষ করে বের হয়ে মন ভালো হয়ে গেল তিথির। রামাদানের প্রথম জুমআ আজ। সকল মুসল্লি পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। দ্রুত বাসার দিকে রওয়ানা হলো তিথি। বাসায় গিয়ে গোসল করে সালাত-শেষে মায়ের সাথে কুরআন নিয়ে বসার কথা তার। মা আর তিথির রামাদান রেজ্যুলেশন হলো—কুরআন বুঝে বুঝে পড়া ও খতম দেওয়া। মায়ের সাথে এই সময়টা খুব প্রিয় তিথির।

হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল মেঘ জমেছে। কিছুক্ষণ আগেও মাথার ওপর সূর্যের খরতাপ খেলা করছিল। বোরকার ভেতরে যেন একটা মৃদু ঠান্ডা বাতাস অনুভব করল তিথি।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৮৯৪; *সহিহ মুসলিম* : ১১৫১

www.QuranerAlo.net

সিয়ামরত ব্যক্তিদের সিয়াম কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য বলেই রামাদানে তিনি তাঁর বিশেষ রহমত ঢেলে দেন বান্দার প্রতি। চারিদিকে কেমন যেন শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমল পরিবেশ অনুভূত হলো। আনন্দে তিথির চোখে পানি এসে গেল। মনে মনে বলে উঠল, 'আহলান... আহলান, ইয়া রামাদান!'

www.QuranerAlo.net

নবি-রাসুলদের দুআ

রৌদ্রময়ী

সবাই নিশ্চয়ই রামাদানে দুআর লিস্ট রেডি করে ফেলেছেন? কুরআন নাযিলের এই মহিমান্বিত মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি আর ক্ষমালাভের আশায় এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে আমরা যিকির-আযকারও করব, ইনশা আল্লাহ। নবি ও রাসুলগণ তাদের জীবনকালে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআর মাধ্যমে সাহায্য ও ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। সেই দুআগুলো আমরা আমাদের দুআর তালিকায় যুক্ত করে নিতে পারি।

আদম আলাইহিস সালামের দুআ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

রাব্বানা যলামনা আনফুসানা ওয়াইল্লাম তাগফিরলানা ওয়াতারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খসিরীন।

হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[১]

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ২৩

www.QuranerAlo.net

লুত আলাইহিস সালামের দুআ

رَبِّ ٱنصُرۡنِي عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

রাব্বিনসুরনি আলাল ক্বওমিল মুফসিদীন।

হে আমার প্রতিপালক, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।[১]

নুহ আলাইহিস সালামের দুআ

أَنِّي مَغۡلُوبٞ فَٱنتَصِرۡ

আন্নি মাগলূবুন ফানতাসির।

(হে আমার প্রতিপালক) নিশ্চয়ই আমি পরাভূত, অতএব আপনি সাহায্য করুন।[২]

মুসা আলাইহিস সালামের দুআ

[এক]

رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ

রব্বি ইন্নী লিমা আনযালতা ইলাইয়া মিন খাইরিন ফাক্বির।

হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবেন, আমি তারই মুখাপেক্ষী।[৩]

[দুই]

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

---

[১] সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৩০

[২] সুরা কামার, আয়াত : ১০

[৩] সুরা কাসাস, আয়াত : ২৪

www.QuranerAlo.net

রব্বি নাজ্জিনী মিনাল ক্বওমিয্ যলিমীন।

হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষাকরুন।[১]

[তিন]

رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي
وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي
وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي
يَفْقَهُوا۟ قَوْلِي

রব্বিশরাহ লী সদরি। ওয়া ইয়াসসির লী আমরি। ওয়াহলুল উক্বদাতাম-মিল লিসানী। ইয়াফক্বহু ক্বওলী।

হে আমার প্রতিপালক, আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আর আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।[২]

আইয়ুব আলাইহিস সালামের দুআ

أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

আন্নী মাসসানিয়াদ্দুররু ওয়া আন্তা আরহামুররাহিমীন।

হে পালনকর্তা, আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।[৩]

[১] সূরা কাসাস, আয়াত : ২১

[২] সূরা ত-হা, আয়াত : ২৫-২৮

[৩] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৩

www.QuranerAlo.net

ইউনুস আলাইহিস সালামের দুআ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যলিমীন।

আপনি ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

ইউসুফ আলাইহিস সালামের দুআ

فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ

ফাত্বিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি আন্তা ওলিইয়া ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ। তাওফফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আলহিক্বনী বিস-সলিহীন।

হে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, ইহকাল ও পরকালে আপনিই আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিত করুন।[২]

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দুআ

[এক]

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ

হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল।

আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।[৩]

[১] সুরা আম্বিয়া : ৮৭

[২] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১০১

[৩] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৭৩

www.QuranerAlo.net

[দুই]

رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

রবিজ'আলনি মুক্বিমাস-সলাতি ওয়ামিন যুররিয়্যাতি, রব্বানা ওয়া তাক্বব্বাল দুআ।

হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সালাতকায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের দুআ কবুলকরুন।[১]

[তিন]

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

রব্বানা আলাইকা তাওক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকালমাসীর।

হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আপনারই ওপর ভরসা করেছি, আপনারই দিকে মুখ করেছি এবং আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।[২]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূব, সাব্বিত ক্বলবী আলা দীনিক।

হে হৃদয়সমূহকে পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।[৩]

[১] সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪০

[২] সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৪

[৩] *জামি তিরমিযি* : ৩৫২২; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬৫১৯, ২৬৬৭৯; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ২৩৮১

www.QuranerAlo.net

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন—আমি বান্দার সাথে তেমন আচরণই করি, যেমনটা সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। আর আমি (বান্দাকে সাহায্য-সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার মাধ্যমে) আমার বান্দার সাথেই থাকি, যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে।[১]

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকাল-সন্ধ্যা যিকিরের আদেশ দিয়ে বলেন—

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

ওয়াযকুর রব্বাকা ফী নাফসিকা তাদ্বাররুআও ওয়া খীফাতাও ওয়া দুনাল জাহরি মিনাল কওলি বিল গুদুওয়ি ওয়াল আসালি ওয়া তাকুন মিনাল গাফিলীন

আর আপনি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ করুন সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চস্বরে। আর গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।[২]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রামাদানে আমাদের আমলগুলো কবুল করে নিন, আমিন।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৭৪০৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৬৭৫

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ২০৫

www.QuranerAlo.net

ইফতার পার্টি

রৌদ্রময়ী এডমিন

» রামাদানে বন্ধুরা একবারের জন্যও কি একসাথে হবো না? সবাই মিলে একবার ইফতার না করলে কি হয়!

» আত্মীয়দের তো একবার হলেও ইফতারিতে ডাকতে হয়, না হলে কি চলে? এভাবে সব আত্মীয়ের বাসায় এই ছুতোয় এক দিন করে ইফতার পার্টি হবে।

» অফিসের কলিগদের সাথে ইফতারি অন্তত একবার করাটা তো আবশ্যক!

» আশপাশের বাসার ভাবিরা সবাই মিলে একদিন রান্না করে এক জায়গায় একত্র হয়েও ইফতার করতে হয়!

এভাবে সবার কথা রাখতে রাখতে ও সামাজিকতা রক্ষা করতে করতে চলে যায় রামাদানের দশ-বারোটি স্বর্ণালি দিন। তার ওপর যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে সাহারির স্পেশাল বুফে অফার, পিৎজা হাটের আনলিমিটেড প্যান পিজার অফার, এর সাথে হ্যাং-আউট, তার সাথে হ্যাং-আউট... এই করতে করতে রামাদান মাসটিও যে কোন দিক দিয়ে ক্যালেন্ডার থেকে আউট হয়ে যায়, তা বোঝাও যায় না। হঠাৎ করে দেখা যায় বিটিভিতে 'রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' বাজানো হচ্ছে।

www.QuranerAlo.net

ইফতার পার্টির পক্ষে বহুল প্রচলিত খোঁড়া যুক্তিটি হলো, একজন সিয়ামরত ব্যক্তিকে ইফতার করালে, একটি পূর্ণ সিয়ামের সাওয়াব পাওয়া যায়। এই কথাটি সত্য হলেও আমরা আইনের ফাঁক-ফোকর যেভাবে বের করি, সেভাবে এই সুন্দর কথাটিরও ফাঁক-ফোকর বের করে ফেলেছি।

যেকোনো ভালো কাজ করার আগে আমাদের ভাবতে হবে, একটি ভালো কাজ করতে গিয়ে আমরা আল্লাহর অপছন্দনীয় একাধিক খারাপ কাজ করে ফেলছি না তো? ভালো ও মন্দের এই দাঁড়িপাল্লায় আমার কাজগুলো রাখা হলে, পাল্লা মন্দের দিকে ভারী হয়ে যাবে না তো?

আমাদের দেশের প্রচলিত ইফতার পার্টিতে যা হয়—

» সারাদিন ধরে ইফতারির আয়োজন করতে করতে গিন্নি ও কাজের মানুষদের দফা রফা হয়।

» অঢেল খাবারের ছড়াছড়ি, খাদ্যের অপচয়, গসিপ করা।

» ঈদে কে কী কিনেছে ও কিনবে সেগুলোর প্রতিযোগিতা করা।

» ইফতার পার্টিতে কার বাসায় কয় পদ বেশি রান্না হলো—তা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা ও সমালোচনা।

» হাজারো পদের ইফতার আইটেম রান্না করে শো অফ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

» নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও আড্ডাবাজি।

» অনেক রেস্টুরেন্টে ইফতারের আয়োজন থাকলেও, থাকে না সালাতের ব্যবস্থা!

» একগাদা খাবার খেয়ে বাসায় ফেরা ও হাঁসফাঁস করতে করতে তারাবির সালাত পড়া, কিংবা বেশি অস্থির লাগলে তারাবি বাদ দেওয়া।

» ঘটনা আরো গুরুতর হয় যখন ইফতার পার্টির এক ধাক্কায় এমনই চিতপটাং হয়ে যাওয়া হয় যে আগামী দিনের সাহারিতে ওঠাটাও মিস হয়ে যায়!

www.QuranerAlo.net

ওপরের কথাগুলো শুনতে অবাস্তব লাগলেও আগের রামাদানগুলো মনে করে দেখেন—এসবই কিন্তু ঘটে আমাদের অধিকাংশের জীবনে। তাছাড়া এমন অনেক দাওয়াত থাকে—যেসবে না যাওয়াটা বা এড়িয়ে যাওয়াটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই মাসে খাদ্যের প্রতি সবার অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা দেখলে অমুসলিমরা মনে করবে, রামাদান সিয়ামের মাস নয়; বরং food festival-এর মাস!

সারাদিন না খেয়ে আমরা ইফতারিতে গোগ্রাসে যে বিপুল পরিমাণ খাবার গলধঃকরণ করি—তা আমাদের জন্য কতটা ক্ষতিকর হতে পারে, আমরা চিন্তাও করি না। আমাদের ইফতারির টেবিলে আইটেমের সংখ্যা এবং সবার খাওয়ার পরিমাণ দেখলে মনে হয় বিগত এক বছর আমরা খেতে পাইনি এবং আজকের পর আগামী এক বছরও আমরা আর খেতে পাব না।

সিয়ামের দিনে সুন্নাত মোতাবেক যদি আমরা অল্প আইটেম দিয়ে কিংবা বিলাস বাহুল্য ত্যাগ করে মানুষকে দাওয়াত দিতে পারি তবে ভিন্ন কথা; কিন্তু আমাদের সমাজটা এত কলুষিত হয়ে গেছে যে, এ ধরনের চিত্র আজকাল খুব কমই দেখা যায়।

কয়েক বছর আগে আমরা একটি রামাদান দেশের বাইরে কাটিয়েছিলাম। সেখানে একদিন আমি আমাদের বাঙালিদের ইফতারিতে ডেকেছিলাম। ইফতার তৈরিতে আর মেহমানদের সাথে দুনিয়াবি গল্পগুজবে কেটে গিয়েছিল সেই দিনের সিয়াম!

আর ঠিক তার পরদিন কিছু বিদেশি মুসলিমকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। আমার এখনো মনে আছে, তারা আমার বাসায় এসেই কুরআন তিলাওয়াতের একটি ক্যাসেট ছেড়ে দিলো, সালাতের সময় সবাই মিলে সালাত আদায় করল, ইফতারের পর অনেকক্ষণ ধর্মীয় আলাপ আলোচনা করে বিদায় নিল!

আলহামদুলিল্লাহ, সেদিন আমি জীবনে প্রথম দেখেছিলাম—আদর্শ ইফতারের আয়োজন কীভাবে করতে হয়!

আমার এই বিদেশি অতিথিদের শেখানো ইফতার মাহফিলের মতো করে যদি আমরা মানুষকে ঘরে এনে খাওয়াতে পারি, তাহলে ঠিক আছে; কিন্তু আড্ডাবাজি আর অত্যধিক রান্নাবান্নায় সময় নষ্ট হওয়ার এবং গৃহিণী ও গৃহকর্মীদের কাজের চাপ বাড়িয়ে তাদের ইবাদতের সময় নষ্ট করার আশঙ্কা থাকলে, আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে ইফতারের দাওয়াত এড়ানোই ভালো।

www.QuranerAlo.net

ইফতার-পার্টি-সংক্রান্ত বিড়ম্বনা এড়ানোর জন্য আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে পারি—

» সিয়ামরতদের ইফতার করিয়ে সাওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকলে ইয়াতিমখানায় ইফতারের জন্য টাকা দেওয়া যায়। এতে সাওয়াব হবে, রিয়া (শো অফ) হবে না, শারীরিক পরিশ্রমের জন্য ইবাদত নষ্ট হবে না এবং গরিব বাচ্চাদের দুআ পাওয়া যাবে।

» গৃহকর্মীদের অথবা পরিচিত কোনো দরিদ্র পরিবারকে সিয়ামের সময় বেশি করে শুকনো খাবার কিনে দিলে, তারা সারা মাস সেখান থেকে ইফতার করতে পারবে এবং আপনি পুরো রামাদানজুড়ে সিয়ামকারীকে ইফতার খাওয়ানোর সাওয়াব পাবেন।

» ছোলা, মুড়ি, চিনি, তেল, ডাল, দুধ, সেমাই, চিড়া, গুড় ইত্যাদি একত্র করে ব্যাগ বানিয়ে গরিবদের দেওয়া যেতে পারে অথবা প্রত্যেককে কয়েক কেজি করে চাল দেওয়া যায়।

» সিয়ামের একদিন আগে বেশি করে রান্না করে, সিয়ামের প্রথম দিন আত্মীয়দের বাড়িতে পাঠানো যায়, এতে পরিশ্রম কম হবে।

» বাসায় যদি ইফতারের আয়োজন করতেই হয় তাহলে সেই অনুষ্ঠানকে ইসলামি হালাকা/আলোচনা অনুষ্ঠানের দিকে ধাবিত করে, দুনিয়াবি আলাপ বর্জন করা যায়।

» ইফতারের প্যাকেট কিনে অথবা ঘরের বানানো ইফতার বাক্সে নিয়ে রাস্তার অজানা/অচেনা মুসাফির/ভিক্ষুক/পথচারীদের দেওয়া যায়। এতে আপনার সৎ কাজটি লোক দেখানোর জন্যও হবে না; কিন্তু আমলনামার খাতা ভারী হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

হায়, আমরা কখন বুঝব, সিয়ামের দিনের মূল সাফল্য রকমারি খাবার দিয়ে টেবিল সাজানো নয়, কিংবা ইফতারির টেবিলে ঝাঁপিয়ে পড়াও নয়; বরং আল্লাহ যাদের এই মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর সৌভাগ্য দেবেন, তারাই সত্যিকার অর্থে সফল সিয়াম পালনকারী। যার জীবনে রামাদান এলো অথচ সে

www.QuranerAlo.net

কাজে লাগাতে পারল না, অর্থহীন বা কম গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখল, তার চেয়ে দুর্ভাগা মুসলিম আর কে হতে পারে!

আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে রামাদানের গুরুত্ব বুঝে সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দেন; একটি প্রোডাক্টিভ রামাদান উপহার দেন। আমিন।

www.QuranerAlo.net

লা তাহযান

জাকিয়া সিদ্দিকী

অবাক চোখে ছোট্ট মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল আনিকা। বারবার ঝাপসা হয়ে আসা চোখটা মুছে নিচ্ছে ও। জামিলও চোখ মুছছে সবার অগোচরে। প্রাইভেট ক্লিনিকের ১২ নম্বর কেবিনে সিঙ্গেল একটি বেডে শুয়ে আছে আনিকা। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছে সে ছোট্ট আর নিষ্পাপ মুখটির দিকে। এই সন্তান তার!

পরিবারের অনেকেই সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুটিকে ঘিরে আছে। কত উচ্ছ্বাস তাদের! কপালে কারো হাতের মৃদু ছোঁয়া পেয়ে চোখ তুলে তাকাল আনিকা। জামিল ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাসতে গিয়ে আবারও চোখ ভিজে উঠল আনিকার। শিশুটির জোর কান্নায় যেন কত বছরব্যাপী জমে থাকা শূন্যতা মুছে যেতে লাগল এই দম্পতির।

রিপোর্টগুলো দেখে মৃদু কেশে নিয়ে ড. মালিকা বলেছিলেন—দেখুন, সন্তান আল্লাহর অনেক বড় একটা নিয়ামত। তবে আল্লাহ সবাইকে সন্তান দেন না। মাশা আল্লাহ, আপনাদের তো অর্থ-সম্পদ ভালো আছে। আপনারা চাইলেই কোনো ইয়াতিম শিশুকে দত্তক নিতে পারেন।

'তাহলে কি কোনো আশা নেই ডক্টর? গলা বুজে এসেছিল আনিকার।'

'আল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে সন্তান দান করেছিলেন ৮০ বছর বয়সে।

www.QuranerAlo.net

আমরা কী করে ভবিষ্যৎ বলতে পারি? মৃদু হেসে প্রশান্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন ডক্টর মালিকা।'

জামিল বরাবরের মতোই চুপটি করে বসে ছিল।

'আপনি তো বিদেশে গিয়েও ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন তাই না? আল্লাহর নির্ধারিত ক্ষমতার কাছে আমরা মানুষেরা বড় অসহায় মিসেস আনিকা। বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিতে আমরা বারবার তাঁর ক্ষমতার কাছে নিজেদের ক্ষুদ্রতা আর অসহায়ত্ব আবিষ্কার করি।'

খুবই নমনীয় সুরে কথাগুলো বলেছিলেন ডক্টর। 'তবে, হতাশ হবেন না। আশা নিয়ে আল্লাহকে ডেকে যান।'

সেদিন বাসায় ফিরে সব বাদ দিয়ে একমনে আল্লাহর সাহায্য চাইতে শুরু করেছিল। রামাদানের একটি রাতও আনিকা কিয়ামুল লাইল মিস করেনি। একে তো সম্মানিত মাস তার ওপরে শেষ রাতের ইবাদত!

একটি স্থির বিশ্বাস জন্মাল আনিকার ভেতরে। দয়াময় আল্লাহ তাকে ফেরাবেন না। ইস্তিগফার আর দুআতেই পুরো মাস কেটে গেল। বিগত চৌদ্দ বছর ধরে দেশে বিদেশে বহু ডাক্তার দেখিয়েছে এই দম্পতি। কোনো চিকিৎসাতেই কোনো কাজ হয়নি। বাজা মেয়ে উপাধি শুধু গ্রামে নয়, শহুরে শিক্ষিত মেয়েদেরও যে কপালে জোটে, সেটা আনিকা উপলব্ধি করেছিল ভালোভাবেই।

বেশ কিছুদিন পরেই এক অদ্ভুত পরিবর্তন! জামিলকে জানাতেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ডাক্তার দেখিয়ে সব টেস্ট করা হলো। পজিটিভ! ঈদের চাঁদও এই দম্পতির জীবনে এতটা আনন্দ এনে দিতে পারেনি কখনো।

আনিকাকে মেঝেতে পা ফেলতে দিতেও আপত্তি জামিলের। দিনগুলো কাটছিল অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে। গভীর রাতে স্রষ্টার সাথে একান্তে কথা বলতে বেশ লাগত আনিকার। 'রব্বি হাবলী মিনাস সলিহীন' (হে আমার রব, আমাকে একটি নেক সন্তান দান করুন।)[১]—এই দুআই ছিল যেন সর্বক্ষণের সঙ্গী।

---

[১] সুরা সাফফাত, আয়াত : ১০০

www.QuranerAlo.net

পূর্ণ সময় অতিক্রম হওয়ার পরে আগমন ঘটল সেই কাঙ্ক্ষিত সন্তানের। গভীর রাতে সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে আনিকা উচ্চারণ করল, আমি তো তোমায় ডেকে কখনো নিরাশ হইনি, প্রভু!

www.QuranerAlo.net

অপ্রত্যাশিত

নুসরাত জাহান মুন

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সাবিহার মনে পড়ে আজকের ক্লাসের এসাইনমেন্টটা করা হয়নি। উফ্! মনটাই খারাপ হয়ে গেল! কার ভালো লাগে রামাদান মাসে এত ক্লাস এসাইনমেন্ট! স্কুলের মতো যদি ভার্সিটিও পুরো রামাদানজুড়ে বন্ধ থাকত, কত ভালো হতো! সারারাত কুরআন তিলাওয়াত করে এখন তার চোখ ঘুমে ক্লান্ত। ভাগ্যিস, রুমমেটরা সবাই বাড়ি চলে গেছে। তাই তো রাত জেগে কুরআন তিলাওয়াত করতে পেরেছে। এসব ভাবতে ভাবতেই সাবিহা ফ্রেশ হয়ে এসাইনমেন্ট করতে বসল। এক ঘণ্টার মধ্যে এসাইনমেন্ট শেষ করে রেডি হয়ে ক্লাসের জন্য বের হলো।

রিকশা ডাকতে গিয়ে ভাবল, 'আচ্ছা আগে দেখি কত টাকা আছে। মাসের শেষের সময়টাতে এমনিতেই হাতখরচের টাকা কম থাকে।' ব্যাগ খুলে দেখল এখন যে টাকা আছে তা দিয়ে রিকশা নিয়ে গেলে হেঁটে ফেরত আসতে হবে। আসরের পর হেঁটে ফিরতে ভালো লাগবে না। তার চেয়ে এখন হেঁটে যাওয়াই ভালো।

ক্লাস শেষে স্যার এক বস্তা শিট দিয়ে দিলো ফটোকপি করতে। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল সাবিহার। কী দরকার ছিল এত্তগুলা শিট দেওয়ার! শিটই যখন দিবে বই কেন কিনাল শুধু শুধু! এখন শিট ফটোকপি করলে হোস্টেলে আবার হেঁটে ফিরতে হবে। তাছাড়া ইফতার কেনার টাকাও তো থাকবে না! এরপরও তো শিট ফটোকপি করতেই হবে; এছাড়া কোনো উপায়ও নেই। সারাদিন শুধু এটাই ভাবল—হেঁটে না

www.QuranerAlo.net

হয় যাওয়াই যাবে, কিন্তু ইফতার করবে কী দিয়ে!

ক্লাস শেষ করে হোস্টেলে ফিরল সে। ফ্রেশ হতে যাবে এমন সময় তণুশ্রী এসে বলল, 'আপু আজ জিলাপি কিনসিলাম। তুমি পছন্দ করো তো, তাই তোমার জন্য দু'টা রেখে দিসি। ইফতারে খেয়ো।'

ব্যস, এতেই সাবিহা খুশি হয়ে মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ বলে ফ্রেশ হতে ওয়াশরুমে গেল।

বের হতে হলো হোস্টেলের খালার চিৎকারে। সে রেগে মেগে আগুন হয়ে বলছে, 'কিতা হইসে হগলের! ইফতারের টাইম আই গেল, অহনো কত্ত মাইয়া ইফতার নেয় নাই।'

মানে কী!

কী আজব!

গত তিন বছর সাবিহা এই হোস্টেলে আছে, একবারও তো হোস্টেল থেকে ভুল করেও কাউকে একটা খেজুর দেয়নি। আজ খালা কী বলে চিল্লাচ্ছে!

একরাশ কৌতূহল নিয়ে ডাইনিং হলে গেল সে। সত্যিই তো সবাইকে ইফতার দেওয়া হচ্ছে। এই সুযোগে অমুসলিম মেয়েরাও প্লেট ভরে ইফতার নিয়ে নিচ্ছে। সাবিহাও ইফতার নিতে নিতে খালা থেকে জেনে নিলো আজ নাকি হোস্টেলের মালিক তার মৃত বাবার সাওয়াবের জন্য সবাইকে ইফতার দিচ্ছেন।

আযানের আর মাত্র ৫/৭ মিনিট বাকি।

ইফতার সামনে নিয়ে সাবিহা অপেক্ষা করছে। সারাদিন সে ভেবেছে আজ বুঝি শুধু পানি দিয়েই ইফতার করতে হবে অথচ তার সামনে এখন কত্ত কী! ২ পিস জিলাপি, ১টা কলা, ২ পিস আম, ২ পিস কাঁঠাল, ছোলা, ২টা পেঁয়াজু, ২টা বেগুনি, ১টা পাকোড়া, ১গ্লাস লেবুর শরবত।

আর এভাবে বসে থাকতে পারল না সাবিহা। দুআ করতে দু'হাত তুলল। বলল, হে আমার রব, মালিক! আমার কোনো সন্দেহ নেই, তুমিই রাহমান। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ, তোমার কাছে আজ শুধু এইটুকুই চাই, যেন তোমার গোলামি করে আমি

www.QuranerAlo.net

মরতে পারি। আমিন।'

দূর থেকে মাগরিবের আযানের সুর ভেসে আসছে।

পরিশিষ্ট : গল্পটা কাল্পনিক।

তবুও একবার নিজের সাথে মিলিয়ে দেখুন তো। আপনার জীবনে কি সত্যিই এমন কখনো হয়নি যে, কোনো কিছুর আশা আপনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন অথচ সটা আপনাকে এতটা অবাক করে সুসম্পন্ন হয়েছে—যা হয়তো আপনি ভাবতেই পারেননি। একটু তো কৃতজ্ঞ হোন।

» শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় ও অশ্লীল কাজ করার আদেশ করে, অথচ আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ক্ষমা ও দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[১]

» আমি আপনাকে যা দান করেছি তা গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন।[২]

» আর যখন মানুষকে কোনো মসিবত (বিপদ) পেয়ে বসে তখন সে শুয়ে বসে ও দাঁড়ানো অবস্থায় আমার কাছে আকুল আবেদন করে, কিন্তু আমি যখন তার থেকে মসিবত দূর করে দিই তখন সে এমনভাবে চলে; যেন সে কখনো তার ওপর আপতিত মসিবতের জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করেনি।[৩]

এই তিনটি আয়াত একটু ভেবে দেখুন।

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৬৮

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪৪

[৩] সুরা ইউনুস, আয়াত : ১২

www.QuranerAlo.net

সীমানার গণ্ডি ছাড়িয়ে

রাবেয়া রওশীন

নিচের লেখাটা লিখেছিলাম ২০১৫ সালের রামাদানে। তখন আমি নিউজিল্যান্ডের ডানেডিন শহরে ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে ছোট্ট একটা শহর ছিল ওটা। তাই বিভিন্ন দেশের মানুষ এসে জড়ো হয় সেখানে। কোনো জাতিই সেখানে আধিপত্য করে না; আবার ছোট কম্যুনিটি হওয়ার কারণে সবাই বেশ আন্তরিক। নিজ দেশের সীমানার বাইরে বিভিন্ন জাতি ও ভাষার মানুষের সাথে প্রথম রামাদান কাটানোর অনুভূতি খুব সুন্দর ছিল। আল্লাহর এই পৃথিবী অনেক বিশাল, অনেক বৈচিত্র্যময়। জীবনে প্রথমবারের মতো অনুভব করেছিলাম—আমি বৃহত্তর মুসলিম সমাজের একজন। এই অনুভূতি নিঃসন্দেহে মনকে অনেক বড় করে।

দেখতে দেখতে রামাদানের বিশ দিন পার হয়ে গেল। খুব অন্যরকম একটা জায়গায় এবার রামাদান কাটাচ্ছি। প্রতিদিনই ইফতারে নানা দেশের মুসলিমরা মসজিদে এসে জড়ো হয়। খেজুর আর পানি দিয়ে ইফতার করে মাগরিবের সালাত আদায় করা হয়। এরপর খাবার দেওয়া হয়। একেক দেশের মুসলিমরা একেক দিন রান্নার দায়িত্ব নেয়। মালেয়শিয়ানদের রান্না বেশ মজা।

সুদানি আর সোমালিয়ানদের রান্না অনেকটা বাঙালিদের মতো। অনেকে ঘর থেকে কিছু একটা নাশতা বানিয়ে আনে। খাওয়ার পর ডেজার্ট হিসাবে থাকে সেটা। কেউ ইফতারেই ঘর থেকে আনা অল্প কিছু নাশতা চারপাশের মানুষকে দিয়ে খায়। একঘণ্টা পর ইশা আর তারাবি পড়া হয়। সৌদি থেকে একজন হাফিজ এসেছেন,

www.QuranerAlo.net

তিনিই তারাবি পড়ান। বাচ্চারাও বেশ মজা পায়, পেছনে খেলতে পারে। সারাদিন শেষে মসজিদে গিয়ে পরিচিত মুখগুলো দেখলে খুব ভালো লাগে। সানডে স্কুলের টিচারদের সাথে দেখা হলে আরো ভালো লাগে।

মালয়েশিয়ান সিস্টার নুরুল 'সানডে স্কুল'-এর প্রিন্সিপ্যাল। তার সাথে কথা বলতে বেশ ভালো লাগে। কথায় কথায় জানতে পারলাম এই দেশে তার আরো কয়েক বছর থাকার ইচ্ছা। এখানে থাকার পেছনে তার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে—দাওয়াহ করা এবং তিনি রীতিমতো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন এ ব্যাপারে। তার দেশে এক ভদ্রলোক খ্রিস্টান থেকে মুসলিম হয়েছে। সেই ভদ্রলোক এখন মুসলিমদের খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানাচ্ছেন—যেন মুসলিমরা খ্রিস্টানদের প্রশ্নের যুৎসই উত্তর দিতে পারে। সিস্টার নুরুল ওনার কাছে ক্লাস করে এসেছেন; কারণ, কয়েক বছর আগে এই দেশে এসে তিনি খ্রিস্টানদের প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে দিতে পারতেন না। মালয়েশিয়ান অন্য মেয়েদের মাঝেও ইসলাম প্রচারের একটা তাগিদ দেখা যায়। প্রায় প্রতিদিনই কেউ-না-কেউ ছোট একটা কাগজে কোনো হাদিস বা ইসলামি কোট লিখে সবার মাঝে বিলি করে।

একদিন খাবার পর আফগানি আন্টি জারঘুনা সবাইকে জানালেন যে—আগের দিন একজন খ্রিস্টান মেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সবাই যেন তাকে স্বাগত জানায়। মেয়েটি ইউরোপিয়ান। এক বন্ধু ওকে ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা দিয়েছিল, তারপর ও নিজেই আরো পড়াশোনা করেছে এই নিয়ে। কুরআন অর্ধেক পড়েছে। সালাত সম্পর্কেও জানে। গত বছরও কয়েকটা সিয়াম রেখেছে। পড়াশোনা করে ওর মনে হয়েছে 'Islam makes sense.' মেয়েটা চেষ্টা করছে রামাদানে প্রায় দিনই মসজিদে আসতে। একদিন ঘর থেকে কিছু ইফতারও নিয়ে এসেছিল। এরপর একদিন দেখলাম অন্য স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে খাবার পরিবেশনও করছে। সালাতে পরার জন্য একটা বোরকাও জোগাড় করে ফেলেছে। এসে ওজু করে সুন্দর করে বোরকা আর স্কার্ফ পরে ফেলে। মসজিদে অনেককেই এখন ও চেনে। পরিচিতদের সাথে হাসিমুখে কথা বলে।

এখানে অমুসলিমদেরও ইফতারে দাওয়াত দেওয়া হয়।

আফগানি আন্টি ফাওজিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই ব্যাপারে। তিনি বললেন—কয়েক বছর আগে এমন একটা মেয়েকে দাওয়াত করা হয়েছিল। সে রামাদানের কয়েক মাস পর ইসলাম গ্রহণ করে। নিজের গল্প বলতে গিয়ে সে বলেছিল—

www.QuranerAlo.net

মসজিদে এসে সবার মাঝে আন্তরিক সম্পর্ক দেখে ওর খুব ভালো লেগেছিল।

একদিন এক কিউই টিনএজ মেয়েকে দেখে অন্যদের জিজ্ঞেস করেছিলাম ওর সম্পর্কে। অন্যরা আমাকে ওর কিউই মুসলিম মাকে দেখাল। মেয়েটির বাবা কিউই। বাবা-মার ছাড়াছাড়ির পর মা এক মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করেছে, নিজেও মুসলিম হয়েছে। মেয়েটি হয়েছে কি না—জানি না। তবে মসজিদে ও বেশ স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াত।

গতকাল ইমাম সাহেবের স্ত্রী রান্না করেছেন। তার ছোট ছেলেদের স্কুলে যেসকল শিক্ষিকা আছেন, তাদের দাওয়াত করা হয়েছিল। এরা সবাই কিউই। আগের বছরও তারা এসেছিল এমনই দাওয়াতে। বলল যে—মসজিদে আসতে ওদের ভালোই লাগে, এখানের মানুষগুলো বেশ আন্তরিক। ওরাও খুব সহজ ছিল আলাপচারিতায়। মালয়েশিয়ান মেয়েরা যখন ছোট কাগজে হাদিস বিলি করছিল তখন তারাও আগ্রহ করে নিল। হাদিসের অর্থও আগ্রহ ভরে বুঝে নিল।

একদিন এক ভারতীয় পরিবার ইফতারের দায়িত্ব নিয়েছিল। তারা অন্য শহরে থাকে এবং সেখানে কোনো মসজিদ নেই। তাই এখানে এসেছে। তবে ওই শহরেই নিজেদের বাসার গ্যারেজে সালাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে মুসলিমদের জন্য। ঠান্ডা যেন না লাগে তাই গ্যারেজে হিটারও বসিয়েছে।

সপ্তাহে এক-দুইদিন সেখানে ইফতারের আয়োজন করে। এখানে মুসলিমরা কীভাবে সাওয়াব অর্জন করা যায় সবাই সে চেষ্টা করে!

মসজিদকেন্দ্রিক একটা মুসলিম সমাজ যে কত্ত সুন্দর হয়—তা এখানে না আসলে আমি বুঝতামই না। কিউই একজন শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করেছিল—এখানে একইসাথে কয়টা ভাষায় কথা বলা হয়? বলতে গিয়ে বুঝতে পারলাম—আরবি, মালয়, উর্দু, বাংলা, পশতু, ইংরেজিসহ আরো অনেক ভাষা চলে এখানে। তারপরও আমরা জানি—আমরা একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ভাষা, চেহারা, গায়ের রঙ ছাড়িয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এক আল্লাহকে আমরা যারা সিজদা করি, তারা সবাই এক বৃহত্তর মুসলিম পরিবারের সদস্য।

www.QuranerAlo.net

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত

হাবিবা মুবাশ্বেরা

এক.

জামান সাহেব বিরাট ব্যবসায়ী। রাজধানীর একটি অভিজাত এলাকায় বসবাস করেন। সারা বছর গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সময় পান না। তবে বছরে একবার অর্থাৎ রামাদানে তিনি গ্রামের বাড়ি যান যাকাতের কাপড় দিতে। তার আগমন উপলক্ষ্যে পুরো গ্রামে যেন উৎসবের আমেজ তৈরি হয়।

অন্যান্য যাকাতদাতার তুলনায় তার দেওয়া শাড়ি ও লুঙ্গির মান অনেক ভালো বলে গ্রামের দরিদ্র মানুষ সারা বছর অপেক্ষায় থাকে কবে জামান সাহেব যাকাতের কাপড় দিতে আসবেন!

তিনি গ্রামে আসার কয়েকদিন আগে থেকেই যাকাত দেওয়ার তারিখ ও স্থান জানিয়ে এলাকায় প্রচারণা শুরু হয়ে যায়। নির্ধারিত দিনে জামান সাহেব তার দামি গাড়িতে করে গ্রামে আসেন যাকাতের শাড়ি, লুঙ্গির শত শত প্যাকেট আর এগুলো বিতরণের জন্য ৪-৫ জন সহযোগী নিয়ে।

সহযোগীদের কেউ যাকাত নিতে আসা নারী-পুরুষদের লাইনে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করেন, কেউ জামান সাহেবের হাতে কাপড় তুলে দেন আবার কেউ ছবি তোলার দায়িত্ব পালন করেন। তীব্র গরমে দরদর করে ঘামতে থাকলেও জামান

www.QuranerAlo.net

সাহেব হাসিমুখে ছবির জন্য পোজ দেন; যেন সন্ধ্যাবেলা ফেসবুকে আপলোড করা ছবিতে এবং পরের দিনের লোকাল পেপারে ছাপানো ছবিতে তার হাসিমুখ দেখে বোঝা যায় তিনি কতটা আনন্দচিত্তে দরিদ্রদের সাহায্য করছেন!

আর সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর একটি শাড়ি বা লুঙ্গি পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করায় দরিদ্র মানুষগুলোর মুখেও তখন ফুটে ওঠে বিজয়ের হাসি। এভাবে যাকাতদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের সাময়িক আত্মতৃপ্তিতেই শেষ হয় যাকাত দেওয়ার বাৎসরিক আয়োজন।

এভাবে বৃহৎসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র পরিমাণ দান (একটি শাড়ি/লুঙ্গি) করে পরবর্তী বছরগুলোর জন্য পরনির্ভরশীল করে রাখলে তা কি আদৌ সম্পদের গতিশীলতা তৈরি করে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে? নাকি শুধু দানের শো-অফ করেই আত্মতুষ্টি অর্জিত হয়?

দুই.

রিসানার মা রাতের বেলা ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে ওর বাবাকে বলছিলেন, ওদের বাসার কাজের বুয়া রহিমা খালার দুর্দশার কথা। চার মাস আগে বুয়ার গার্মেন্টস-কর্মী স্বামী অ্যাক্সিডেন্টে একটি হাত হারিয়েছে। আগের মতো আর গার্মেন্টসে কাজ করতে পারে না সে। দুই বাচ্চা-সহ চারজনের সংসার বুয়া একা কীভাবে চালাবে—এই চিন্তায় দিশেহারা অবস্থা এখন রহিমা খালার।

উপরন্তু স্বামীর চিকিৎসার খরচ চালাতে গিয়ে এই কয়েক মাসে অনেক দেনাও হয়ে গেছে তার। তাই রিসানার মা ঠিক করেছে এবারের যাকাতের পুরো টাকাটাই রহিমা খালাকে দেবে। এতে যদি একটু উপকার হয় তার।

দীর্ঘদিনের গৃহকর্মী রহিমা খালার এই অসহায় অবস্থার কথা শুনে রিসানার মনটাও খারাপ হয়ে গেল। তার জন্য কিছু একটা করার তাগাদা অনুভব করল মনের ভেতর।

রাতের বেলা ফেসবুকে ওর কাছের বান্ধবীদের গ্রুপ 'গার্লস স্কোয়াডে' একটা পোস্ট দিলো সে। বান্ধবীদের সবাইকে প্রস্তাব দিলো নিজেদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে যাকাত দেওয়ার জন্য যে টাকাটা প্রত্যেক ফ্যামিলি নির্ধারণ

www.QuranerAlo.net

করে রেখেছে তা বিচ্ছিন্নভাবে কাউকে না দিয়ে সবার টাকা একত্র করে একটা ফান্ড তৈরি করার।

এই ফান্ডের টাকা দিয়ে রহিমা খালার জন্য কিছু একটা করতে চায় সে। দু-একজন বাদে অধিকাংশ বান্ধবীই এই প্রস্তাবে সাড়া দিলো। ২০ জনের দেওয়া যাকাতের টাকা একত্র করে প্রথমে রহিমা খালার সব ঋণ শোধ করল রিসানা। এরপর তার স্বামীর জন্য বস্তির পাশেই একটি মুদি দোকান ভাড়া নিয়ে দিলো ওর বাবা।

সেই সাথে ১ম মাসে বিক্রি করার জন্য প্রয়োজনীয় মালামালও কিনে দিলো। আর রিসানার বান্ধবীরা সবাই এবারের রামাদানের পুরো মাসের গ্রোসারি আইটেম এই মুদি দোকান থেকেই কিনল। এভাবে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় রহিমা খালার পরিবার ঋণমুক্ত হয়ে নতুন কর্মসংস্থান খুঁজে পেল।

তাদের হাসিমুখ দেখে রিসানার বান্ধবীরা প্রতিজ্ঞা করল—পরের বছর সিয়ামের মাসেও সবার যাকাতের টাকা একসাথে করে তারা এরকম অন্য কোনো দরিদ্র পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে।[১]

অর্থাৎ একটি ব্যাপার এখানে স্পষ্ট যে, পরিকল্পিত উপায়ে ও দীর্ঘমেয়াদে কার্যকরী হবে এমন খাতে যাকাতের অর্থ খরচ করলে—তা সমাজে সম্পদের প্রবাহ তৈরি করে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে একটি অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরির চমৎকার মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে।

তবে এজন্য প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত প্রদান করা ও এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষেই ধনী-দরিদ্রের আর্থিক বিভেদ দূর করার আন্তরিক সদিচ্ছা অন্তরে লালন করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

---

[১] যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়—প্রথমত, যাকাতের অর্থ গরিব-মিসকিন বা উপযুক্ত কাউকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, আসবাব বা পণ্য না দিয়ে সরাসরি টাকা হাতে তুলে দেবে। প্রথমটি আবশ্যক শর্ত। কেননা, যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত কাউকে মালিক বানানো না হলে যাকাত আদায়ই হবে না। আর দ্বিতীয়টি আবশ্যক না হলেও নিঃসন্দেহে উত্তম ও গরিবদের জন্য অধিক উপকারী। তবে হ্যাঁ, কোথাও যদি অবস্থা এমন হয় যে, সরাসরি টাকা হাতে দিলে তা সে অবৈধ বা অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করে ফেলতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনের বিষয়টি জেনে সে ধরনের কোনো পণ্য ক্রয় করে দেবে। কেননা, এক্ষেত্রে এটাই তার জন্য অধিক উপকারী ও কল্যাণকর। [*মাজমাউল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ২৫; পৃষ্ঠা : ৮২; *ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা*, খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ৪৩৩]

www.QuranerAlo.net

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যেই শুধু যেন সম্পদ আবর্তন না করে।[১]

তাই আসুন, আমরা যথাযথ খাতে যাকাত প্রদান করে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করি; যেন পরকালে এই সম্পদ আমাদের জন্য বেদনাদায়ক আজাবের কারণ না হয়।

[১] সুরা হাশর, আয়াত : ৭

www.QuranerAlo.net

লক্ষ্যে অটল

বিনতে আব্দুল্লাহ

এক.

নিশির খুব মন খারাপ। তার দুহাত ভর্তি মেহেদি। মেহেদি তার খুব প্রিয়, তবুও খুব কষ্টে কান্নার ইচ্ছা নিবারণ করে বসে আছে সে। মেহেদি লাগানো হাত দিয়ে তো আর চোখের পানি মোছা যাবে না!

বাড়ির বাকি সবাই অবশ্য খুব খুশি। সবাই বলতে নিশির নিজের ও দুই চাচ্চুর পরিবার আর দাদা-দাদু। নারীরা ব্যস্ত রান্নাঘরে, আর ছোট মেয়েরা এক রুমে জড় হয়ে মেহেদির আসর বসিয়েছে। আর পুরুষরা ড্রয়িং রুমে বসিয়েছে আড্ডা। হাসা-হাসি, হৈচৈ আর সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণে পুরো বাড়ি মেতে আছে। সেই সাথে পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে ঈদের গানের কলি—

'ও মন, রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ...'

ঈদের দিন সবার মতো নিশিরও হাসি-খুশি থাকার কথা; কিন্তু তবুও বুকের ভেতর একটা চাপা কষ্ট তাকে হাসতে দিচ্ছে না। কারণটা আর কিছুই না, রামাদান চলে গেছে। প্রতিটা বছরের মতো এবারও চোখের পলকে রামাদান চলে গেছে, কিন্তু নিজেকে মেরামত করা হয়নি যেন একটুও। কত কত প্ল্যান ছিল, কিছুই ঠিকমতো করা হয়নি। জান্নাতে নিজের জন্য বাড়ি গড়ে নেওয়ার যে বড় সুযোগটা দিয়েছিলেন

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা, তা যেন হাত থেকে ফসকে গেল।

নিশির মনে পড়ে গেল মাইমুনা আপুর শেয়ার করা স্ট্যাটাসটার কথা—'ঈদ তো তাদের জন্য, যারা রামাদানকে ঠিকমতো কাজে লাগিয়েছে।'

কেন প্রতি বছর একই কাহিনি হয়? কেন রামাদান শেষে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না সে? আবার কি পাবে সুযোগ? দেখা হবে আবার রামাদানের সাথে?

এসব ভাবতে ভাবতেই কখন যে বাঁধভাঙা চোখের পানি নিশির হাতের কাঁচা মেহেদির নকশা নষ্ট করে দিলো, তা সে টেরই পেল না!

দুই.

নিজের রুমে একা বসে অপেক্ষা করছে নিশি, অধীর আগ্রহের সঙ্গে। বুক ধুকপুক করছে। হঠাৎ যেন তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে উঠল—এসে গেছে! ধীরে ধীরে হালকা হয়ে যাচ্ছে বুক, মাথাটাও খুলে যাচ্ছে। খুশিতে নাচছে মন। মুখের কোনায় হাসি নিয়ে অতঃপর নিশি বলল, 'আহলান ওয়া সাহলান, ইয়া রামাদান!'

'নিশিপু! নতুন চাঁদ, নতুন চাঁদ!'—চিৎকার করে বলতে বলতে এক দৌড়ে বারান্দার দিকে ছুটে গেল নিশির ছোট ভাই। রামাদানের নতুন চাঁদকে অভ্যর্থনা জানানোর রেওয়াজ তাদের বাড়িতে প্রচলিত অনেকদিন ধরেই। নিশিও গিয়ে যোগ দিলো সবার সাথে, নতুন চাঁদ দেখে দুআটাও পড়ে নিল।

তারপর নিশি ফিরে এলো নিজ রুমে। দেওয়ালে লাগানো রামাদান প্ল্যানারটার প্রথম পয়েন্টের পাশে একটা টিক দিলো, যেখানে লেখা ছিল—'রামাদানের নতুন চাঁদ দেখে দুআ পড়া'।

এবারে রামাদানের আগে থেকেই সব প্ল্যান করে রেখেছে। গত রামাদানে ব্যর্থতার কারণগুলো কী কী ছিল—তা অনেক ভেবে বের করে নোট করে নিয়েছে। অতিরিক্ত খাওয়া আর ঘুম, এ দুটোকেই প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

তারাবির সালাত সুন্দর করতে রুকু আর সিজদার কিছু নতুন দুআ মুখস্থ করে নিয়েছে। প্রতিদিনই কুরআনের সাথে তাফসির, হাদিস, সিরাহ পড়ার রুটিন তৈরি করেছে। শুধু নিজেই না, নিজের বান্ধবী আর পরিবারের সবাইকেও কী করে রামাদানে প্রোডাক্টিভ রাখা যায়—সেই চিন্তাও করে রেখেছে!

www.QuranerAlo.net

বান্ধবী ও পরিচিতজনদের সাথে নিজের রামাদান রুটিন শেয়ার করেছে আর সকলের আপডেট জানার জন্য যথাসম্ভব যোগাযোগ রেখেছে। বাসার নারীদের খুব সাধারণ ইফতার তৈরি করার গুরুত্ব বুঝিয়েছে। পুরুষদের মসজিদে গিয়ে সালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বারবার বলেছে। ছোটদের নিয়ে সুন্দর সব কাগজে হাদিস আর বিভিন্ন দুআ লিখে বাসার দেওয়াল সাজিয়েছে।

এছাড়াও বাড়ির বাচ্চা, বুড়ো-সহ সবাইকে নিয়ে রামাদানে কুরআন তিলাওয়াত করা, হিফজ করা, সিরাহ কুইজ-সহ আরো অনেক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। সবার ব্যাপক উদ্দীপনা দেখে, প্রতিটি প্রতিযোগিতার বিজয়ীর জন্য ঈদের দিন স্পেশাল উপহার থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে নিশির বাবা আর চাচ্চু! সবাই তাই এবার অনেক আগ্রহী রামাদান নিয়ে। নিশিও আশাবাদী; কারণ, একা একা চলার থেকে সবাইকে পাশে নিয়ে আল্লাহর দেখানো পথে হাঁটা অধিকতর সহজ আর আনন্দের!

এবার আর রামাদান শেষে কাঁদতে চায় না নিশি। আর পুনরাবৃত্তি করতে চায় না ব্যর্থতার কাহিনির। ইনশা আল্লাহ—এবার লক্ষ্যে পৌঁছাবেই, সবাইকে নিয়েই পৌঁছাবে!

www.QuranerAlo.net

সংযমের মাস বনাম অপব্যয়ের মহোৎসব

হাসনীন চৌধুরী

'ঈদ মেকাপ ফেস্টিভ্যালে যাবি?'

'কোন ডিজাইনারের জামা কিনছিস এবার?'

'আমি কিন্তু অমুক বুটিকের ড্রেসই কিনব, দাম হাজার দশেকের ওপর হলেও, ওরা ওয়ান পিস-ই বানায়। তার মানে এই জামা আমি ছাড়া আর কারো থাকবে না!'

ঈদের মৌসুম এগিয়ে আসলে সমাজের একাংশের আলোচনার মূল বিষয় থাকে ঈদ শপিং, ডিজাইনারস' ড্রেস, বহুমূল্যবান পোশাক ইত্যাদি! রামাদান শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ফ্যাশনপাড়াগুলোর জমজমাট ব্যবসা শুরু হয়। ভাবখানা এমন যে, সিয়ামের জন্য ঈদ নয়; বরং ঈদটাই আসল, সিয়াম তো অসিলা মাত্র! এসব কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় কোনোভাবে যদি রামাদান মাসকে ডিলিট করে দিয়ে এক লাফে শাওয়াল মাসে চলে যাওয়া যেত, তাহলে ডিজাইনার সমাজের ব্যাপক উপকার সাধিত হতো। অবশ্য তাহলে আবার রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়ে যেত। তারাও তো সারা বছর বসে থাকে 'রামাদান' মাসের জন্য। এই মাসটাই যদি নাই হয়ে যায়, তাহলে প্রতিনিয়ত এত এত ইফতার আর সাহারি পার্টিগুলো কোথায় হবে?

অন্যান্যবারের মতো আসন্ন রামাদানেও নিশ্চয় দেখা যাবে ফ্যাশন শো, টিভিতে প্রতিদিন ঈদের মেকআপ টিপস নিয়ে প্রোগ্রাম ও ইফতারের রেসিপির অনুষ্ঠানে

www.QuranerAlo.net

ছেয়ে যাবে প্রতিটি চ্যানেল; কিন্তু রামাদান কি আদতে এসব অসংযম ও নতুন কাপড়ের প্রতিযোগিতার জন্য আসে? এসবের ভিড়ে আমরা যেন আজ ভুলতে বসেছি যে, আল্লাহ আমাদের প্রতি বছর 'রিস্টার্ট' বাটনে চাপ দিয়ে জীবনকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেন রামাদানে। এই মাসে আমাদের জন্য স্পেশাল অফার হিসেবে দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ রজনী 'লাইলাতুল কদর'-কে। একটু ভালো করে ভেবে দেখলে সবাই স্বীকার করবেন যে, বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় এই সময় ইবাদতে মন বসানো তুলনামূলক অনেক সহজ হয়, আলহামদুলিল্লাহ্!

অথচ আমরা কী করি? ইফতার পার্টি আর শপিংয়ের আড়ালে-আবডালে কখন যে এই মহামূল্যবান সময়টি শেষ করে ফেলি, তা টেরও পাই না! অনেকে বলেন যে, সিয়ামরত ব্যক্তিদের ইফতার খাওয়ানো ও ঈদের দিন ভালো কাপড় পরার কথা ইসলামেও বলা আছে। এজন্যই আমরা এসব করি; কিন্তু আমরা কি আমাদের এ ধরনের খোঁড়া যুক্তি দিয়ে নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছি না? ইসলামে সিয়ামপালনকারীকে খাওয়ানোর ও ভালো পোশাক পরার যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, তা কি আমরা মানি? নাকি শয়তান ভালো কাজের খোলসে করে আমাদের কাছে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজগুলোকে শোভনীয় করে দিচ্ছে?

ইফতার পার্টির নামে হাজার পদ রান্না করে যে শো ডাউনের আয়োজন করা হয়, তা কি আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাঝে পড়ে? হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা খরচ করে আমরা যেসব ঈদের কাপড় কিনি, তা কি কখনো ইসলাম সাপোর্ট করতে পারে? নাকি করা সম্ভব? সামাজিক চাপে হোক অথবা লোক দেখানোর মানসিকতাতেই হোক, সত্যিকার অর্থে সংযমের মাসেই আমরা সবচেয়ে বেশি অসংযমী আচরণ করি।

এখনো মনে আছে শৈশবে 'ঈদের নতুন জামা' নামক বস্তুটি বিশাল আনন্দের একটি ব্যাপার ছিল। মা গজ কাপড় কিনে নিয়ে দর্জি দিয়ে তা সেলাই করাতেন। ঈদের আগের রাত পর্যন্ত সেই কাপড় আমরা সযত্নে লুকিয়ে রাখতাম, মাঝে মাঝে ভাঁজ খুলে গন্ধ নিতাম। আর নতুন জুতা জোড়ার কথা কী আর বলব, কয়েক রাত সেই জুতো সাথে নিয়ে না ঘুমালে যেন ঘুমই আসত না! আজকালকার তুলনায় কত সাধারণ ছিল সেসব জামা জুতো, কিন্তু কী অসাধারণ ছিল সেই সব অনুভূতি।

আর এখন সারা বছর সবাই এত বেশি জামা-কাপড় কেনে যে, ঈদের নতুন কাপড় পাবার আনন্দ অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। এখন আনন্দের চেয়ে দামি ও হাল

www.QuranerAlo.net

ফ্যাশনের কাপড় কেনার প্রতিযোগিতাই চোখে পড়ে বেশি। উৎসবের নিষ্পাপ আনন্দটা তাই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আনন্দের যে এখন বাণিজ্যিকীকরণ হয়ে গেছে!

আমার লেখা পড়ে অনেকেই হয়তো কপাল কুঁচকে বলবে, 'লেখকের সমস্যা কী? সব সাধারণ জিনিসেই দেখি সমস্যা খুঁজে বের করেন! দশ-বারো পদের ইফতার বানালে এটি হবে বিলাসিতা আবার শপিংও বেশি করতে পারব না, নতুন জামাও দামি দেখে কিনতে পারব না? কী আশ্চর্য!! তাহলে ঈদের সময় আমরা করবটা কী?'

ঈদের সময় ভালো কাপড় পরায় দোষের কিছু নেই। আল্লাহ আমাদের মুসলিমদের জন্য দুটো ঈদ দিয়েছেন আনন্দ করার জন্য, তাই এ সময় আমরা আনন্দ করতেই পারি! কিন্তু উৎসবটা যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দান ও তাঁর নির্দেশ, তাই উৎসব উদযাপনের ঢঙটাও তাঁর পছন্দানুসারে হওয়াটাই নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত হবে। আমরা বাঙালিরা জাতিগতভাবেই বাড়াবাড়ি পছন্দ করি তাই ঈদে সুন্দর কাপড় পরার প্রথাটাকেও বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে কুরবানির সময় যেমন গরুর দাম নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়, সিয়ামের সময় তে হয় জামাকাপড় নিয়ে। কে কিরণমালা জামা কিনল, আর কে পাখি ড্রেস পেল না, তা নিয়ে চলে তুলকালাম কাণ্ড!

উচ্চবিত্তদের মাঝে চলে কে কোন ডিজাইনারের জামা কিনল, সেটি নিয়ে প্রতিযোগিতা! কে জানে, আজকাল অনেকে ঈদের কেনাকাটা করতে বিদেশেও যায়। প্রতিদিন পেপারে আর টিভিতে ঈদ ফ্যাশন নিয়ে বিজ্ঞজনেরা নানান মতামত ব্যক্ত করেন ও অতি বিজ্ঞ দর্শকরা সেসব দেখে দেখে কেনার জন্য অস্থির হয়ে যান। রামাদান মাসের শেষ দিকে পত্রিকার শেষ পাতায় খবর ওঠে সে বছরের সবচেয়ে দামি কয়েক লাখ টাকা দামের লেহেঙ্গা বিক্রয়ের খবর ও সাথে থাকে গর্বিত ক্রেতা-বিক্রেতার হাস্যোজ্জ্বল ছবি।

ঘরে ঘরে ঝগড়া হয় এই কেনাকাটা নিয়ে। স্বামী-স্ত্রী, বাবা-সন্তানে চলে বিবাদ বিসংবাদ। সমাজের সাথে তাল মেলানোর জন্য নিজের সামর্থ্যের গলায় পাড়া দিয়ে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় দামি জিনিসপত্র ক্রয় করেন অনেকে। আবার সামর্থ্য যাদের আছে, তারা এই গরিব দেশে নির্লজ্জের মতো দশ-পনেরো হাজার টাকা দামের কামিজ কেনেন, অর্ধ লাখ, এক লাখ টাকা দামের শাড়িও কেনেন।

www.QuranerAlo.net

যেই দেশে মানুষ এখনো না খেয়ে মারা যায়, অল্প কিছু অর্থের জন্য বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে থাকে, সেই দেশে মানুষ কীভাবে পারে স্রেফ কাপড়-চোপড়ের জন্য এত কাড়ি কাড়ি অর্থ ব্যয় করতে! দূরের লোকের কথা না হয় বাদই দিলাম, আমাদের গৃহকর্মীদের সামনে অতি মূল্যবান এসব পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে কি আমাদের একটুও বিবেকে বাঁধে না! যেখানে কাজের মেয়েটিকে সারা মাস গাধার খাটুনি খাটাবার পরও আমরা গুনে গুনে হাজার কয়েক টাকা দিই, তাকে একশো টাকা বেশি দেওয়ার আগে দশবার চিন্তা করি, সেখানে মুহূর্তেই এর চেয়ে বহুগুণ অর্থ দিয়ে শাড়ি-কাপড় ক্রয় কী করে করি আমরা? সত্যিই কি আমাদের লজ্জানুভূতি ।তটাই ভোঁতা হয়ে গিয়েছে?

তাও আবার দামি কাপড়গুলো হাতে গোনা কয়েকবারের বেশি তো পরাও হয় না। ঈদে যে মেয়ে পনেরো সেট জামা পায়, সেও দেখা যায় এক মাস পর আলমারী খুলে বলবে—উফ! পরার মতো তো কিছুই নেই আমার কাছে, আবার শপিংয়ে যেতে হবে!'

এভাবে একদিকে বিত্তবান মানুষ সমাজে নোংরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, অপরদিকে দরিদ্রপাড়ায় যাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি নিতে গিয়ে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায়।

মাঝে মাঝে চিন্তা করি—একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কয় সেট কাপড় লাগে? কোনো কাপড় একবার লোকে দেখে ফেললে সেই কাপড় কেন দ্বিতীয়বার তাদের সামনে পরা যায় না! কেন পোশাক-আশাক আর ঐশ্বর্য দিয়ে একজন মানুষের মূল্য নিরূপণ করতে হবে? কেন মানুষের পরহেজগারিতা, পবিত্র হৃদয়, উত্তম চরিত্র, মেধা ইত্যাদি দিয়ে তাদের যাচাই করা যাবে না? বাহ্যিক সম্পদ-প্রদর্শন তো খোলস মাত্র! অন্তরের প্রাচুর্যই তো আসল সৌন্দর্য বহন করে!

আবদুল্লাহ বিন আবদি নুহম আল মুজানি রাযিয়াল্লাহু আনহু নামে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবি ছিলেন। তিনি অমুসলিম থাকাকালীন কাপড়, সুগন্ধি ইত্যাদিতে শৌখিন বলে খ্যাত ছিলেন! আর সেই মানুষটি ইসলাম গ্রহণের কারণে এক কাপড়ে তার ধনী পরিবার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। সেই একটি চাদরের মতো কাপড়কে তিনি দু-টুকরো করে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশে পরিধান করতেন। সবাই তাকে ভালোবেসে ডাকত 'যুল বিজাদাইন' (দু-টুকরো

www.QuranerAlo.net

কাপড় পরিহিত) নামে। মৃত্যুর সময় এই দু টুকরো কাপড়ই ছিল তার শেষ সম্বল। আল্লাহ তাকে দ্বীনের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠতার জন্য এতটাই সম্মান দিয়েছিলেন যে, ইসলামের দুই বিশিষ্ট খলিফা তার কবর খোঁড়েন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তাকে কবরে শুইয়ে দেন।[১]

কই, অল্প বস্ত্র থাকার জন্য তো তাকে ইসলামে কোনোরকম হেয় করা হয়নি; বরং তার তাকওয়ার কথা মুসলিমরা আজও স্মরণ করে।

যা হোক, লেখা শুরু করেছিলাম ঈদ শপিং নিয়ে। তাই আবার ফেরত আসছি সেই বিষয়ে। অসংযমী না হয়ে কিছু কেনাকাটা করাতে আশা করি দোষের কিছু নেই। কারণ, প্র্যাক্টিক্যালি চিন্তা করলে দেখা যায়—কিছু শপিং আমাদের করতেই হয় ঈদের আগে, নিজের জন্য ততটা না করলেও অন্যের জন্য হলেও কিনতে হয়। তবে বাজারে গেলে কিছু বিষয় মাথায় রাখলে আমরা অনাকাঙ্ক্ষিত অপচয় ও পার্থিব প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারব, ইনশা আল্লাহ। তাই এ লেখা শেষ করছি শপিংয়ের ওপর অল্প কিছু টিপস দিয়ে—

» রামাদানের আগে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সেরে ফেলা, তাহলে সিয়ামের দিনে বাজারে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট হবে না।

» কার কী লাগবে, তা আগে থেকেই লিস্ট করে নেওয়া।

» লোক দেখানোর জন্য অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এবং অহেতুক অতিরিক্ত দামি পোশাক ক্রয় করা হতে বিরত থাকা।

» অহংকার প্রদর্শন হয়, এমন পোশাক না কেনা।

» সত্যিকার অর্থে যাদের ঈদের কাপড় দরকার অথবা যাদের একেবারে না দিলেই নয়, শুধু তাদের জন্য কেনা।

» নিজের কাছে যদি আগে থেকে নতুন পোশাক থাকে অথবা উপহার হিসেবে পাওয়া যায়, তবে নিজের জন্য আবার নতুন করে না কেনা।

---

[১] *আল-ইসাবাহ*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১৩৯; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ২৩-২৪

www.QuranerAlo.net

» অনেকে নতুন জামাকাপড়ের সাথে সাথে সংসারের জন্য ঈদ উপলক্ষ্যে নতুন ফার্নিচারও কেনে। এমন অবাধ বিলাসিতার ফাঁদে পা না দেওয়া।

» গরিবদের জন্য যাকাতের টাকায় নিম্নমানের শাড়ি-লুঙ্গি না কেনা। কারণ, শরিয়ত অনুযায়ী যাকাতের টাকা সরাসরি প্রাপককে দেওয়াই নিয়ম।

» যাদেরকে দেওয়ার কেউ নেই, সম্ভব হলে তেমন মানুষ খুঁজে বের করে তাদের জন্য পোশাক কেনা যায়।

» এবং অবশ্যই ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে—এমন পোশাক না কেনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে অশালীন কাপড়।

পরিশেষে বলতে চাই, ঈদুল-ফিতর একটি পবিত্র আনন্দের দিন। সারামাস সংযম সাধনার পর আমরা উপহারস্বরূপ সুমহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এই উৎসবটি পেয়েছি। তাই সংযমের মাসে যেমন আমাদের চূড়ান্ত অসংযমী হওয়া কাম্য নয়, ঠিক তেমনি ঈদের দিন উপলক্ষ্যে এমন কিছু করা উচিত নয়, যা সারা মাসের ইবাদত সাধনাকে নষ্ট করে এক লাফে আমাদের জাহিলিয়াতের যুগে ফেরত নিয়ে যায়।

সিয়াম পালনের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষা এবং অর্জিত তাকওয়া যদি আমরা এমন এক লহমায় হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমাদেরকে দুর্ভাগা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যাবে! আল্লাহ সর্বোত্তম সাহায্যকারী, তিনি যেন আমাদের সহায় হন। আমিন।

www.QuranerAlo.net

উপহার বিনিময়

হাবিবা মুবাশ্বেরা

এক.

রাহেলা বেগমের তিন ছেলে। তিনজনেই বিবাহিত ও ভালো চাকুরি করে। ৫ তলা বিল্ডিংয়ে বাড়ি ভাড়া থেকে তিনি যা টাকা পান তা দিয়ে সংসার-খরচ চালানোর পরেও বেশ কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তার হাতে। আর এই টাকা তিনি খরচ করেন বিভিন্ন উৎসবের সময়।

ঈদ উপলক্ষ্যে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য কেনাকাটার পাশাপাশি তিন ছেলের শাশুড়ির জন্যও একই রকম তিনটি শাড়ি কিনেছেন তিনি। ছোট ছেলের শ্বশুর বিরাট ব্যবসায়ী। প্রতি বছর দেশের বাইরে থেকে ঈদের শপিং করেন।

এবারও একমাত্র মেয়ের শাশুড়ি রাহেলা বেগমের জন্য ইন্ডিয়া থেকে দামি একটি কাতান শাড়ি এনেছেন। মেজো ছেলের শ্বশুর সরকারি চাকুরিজীবী। ঈদ বোনাসের টাকা পাওয়ার পর দুই মেয়ের শাশুড়ির জন্য জামদানী শাড়ি কিনে পাঠিয়েছেন।

আর বড় ছেলের শাশুড়ি বিধবা মানুষ। ছেলের সংসারে নিজেই থাকেন অতিথির মতো। স্বামীর পেনশনের টাকা থেকে নিজের হাতখরচ চালানোর পর কিছু টাকা জমিয়ে নাতি-নাতনিদের জন্য ঈদের কেনাকাটা করতে পারলেও মেয়ের শাশুড়িকে শাড়ি দেওয়ার মতো আর্থিক সংগতি নেই তার।

www.QuranerAlo.net

তিনি জানেন, মেয়ের শাশুড়ি নিতান্তই ভদ্র মানুষ। এসব নিয়ে নিশ্চয়ই মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। এদিকে রাহেলা বেগম যখন তার ভাই-বোনদের সাথে ফোনালাপে বারবার উল্লেখ করতে থাকেন তার ছোট দুই ছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে পাঠানো শাড়ির কথা তখন বড় ছেলের বউয়ের বুঝতে বাকি থাকে না যে, তার মায়ের পক্ষ থেকে উপহার না পাঠানোর বিষয়টা নিয়ে শাশুড়ি মুখ ফুটে কিছু না বললেও তার মনে ঠিকই চাপা অসন্তোষ কাজ করছে।

তাই শ্বশুরবাড়িতে নিজের মায়ের সম্মান রক্ষার্থে নিজের ঈদ বাজেটের টাকা থেকে শাশুড়ির জন্য একটি শাড়ি কিনে তা নিজের মা পাঠিয়েছে বলে চালিয়ে দেয় সে।

এভাবে নিজের সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও শুধু অন্যের সাথে সমকক্ষতা প্রদর্শনের জন্য যে উপহার দেওয়া হয়—তাতে কি আদৌ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে?

দুই.

জেরিন তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। নানির বাড়িতেও একমাত্র নাতনি সে। প্রতিবছর ঈদেই নানি, মামা, খালা সবার কাছ থেকে জামা উপহার পায় সে। এদিকে দাদা, চাচা, ফুফুরাও ঈদে জামা উপহার দেয় তাকে। সবার কাছ থেকে এত এত উপহার পেয়ে স্বভাবতই অনেক আনন্দিত হয় জেরিন।

কিন্তু সে সমস্যায় পড়ে তখন, যখন এই উপহার প্রসঙ্গে তাকে বড়দের অজস্র প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। 'ঈদে কয়টা জামা উপহার পেলে?' 'কে কোন জামা দিলো?' 'কোন জামা কোন মার্কেট থেকে কিনেছ?' 'বাবা আলাদা করে জামা কিনে দেয়নি?' 'কার দেওয়া জামাটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বড়দের এতসব প্রশ্নে বিরক্ত জেরিন কোনোমতে সত্যি কথাটা বলে দিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চায়; কিন্তু ছয় বছরের অবুঝ শিশু এখনো বুঝতে পারে না—এসব প্রশ্ন আসলে 'কার দেওয়া উপহারের দাম কত', 'কোন আত্মীয়ের আর্থিক স্ট্যাটাস কেমন'—তা যাচাই করার পরোক্ষ কৌশল মাত্র।

এভাবে টাকার অঙ্ক দিয়ে উপহারের মূল্য বিবেচনা করার যে মানসিকতা শৈশবেই একটি শিশুর মনে প্রোথিত করা হচ্ছে, তাতে করে কি পরবর্তী জীবনে 'যেকোনো উপহার'ই তার মনে নিষ্পাপ আনন্দের অনুভূতি সঞ্চার করবে? নাকি উপহার

www.QuranerAlo.net

পাওয়ার পরেই সে সবার আগে 'price tag' ও 'brand name' দেখে সেই উপহারের মূল্যায়ন করা শিখবে?

তিন.

সালমান একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি হাতখরচ চালানোর জন্য একটি টিউশনি করে সে। তার ছাত্র আলিফ মেধাবী হলেও অমনোযোগিতার কারণে এতদিন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারেনি। এ বছর সালমানের কাছে পড়ে প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় অনেক ভালো করেছে সে। এতে খুশি হয়ে আলিফের মা সালমানের এ মাসের বেতনের সাথে আরো কিছু টাকা বাড়তি দিয়ে বলেছেন ঈদের কেনাকাটা করতে।

অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া এই অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে কী করা যায়, তা ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরছিল সালমান। একবার ভাবল বাবা-মা আর ছোট বোনের জন্য ঈদের জামা কিনে ওদের সারপ্রাইজ দেবে।

কিন্তু পরক্ষণেই আইডিয়াটা বাদ দিলো এই ভেবে যে, বাবা-মা আর বোন প্রতিবছর ঈদে নিজেরা তো শপিং করেই, সেই সাথে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকেও প্রচুর গিফট পায়। ওদেরকে দেওয়া মানে তেলা মাথায় ফের তেল দেওয়া।

হঠাৎ ওর মনে পড়ল আব্দুর রহমান চাচার কথা। ওদের বাসার প্রাক্তন ড্রাইভার আব্দুর রহমান চাচা গত বছর অ্যাক্সিডেন্টে পা হারানোর পর এখন আর চাকুরি করতে পারেন না। বস্তির পাশে একটি চায়ের দোকান চালিয়ে এখন সংসার চলে তার। প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ রয়েছে বলে তিনি যে ঈদের সময় যাকাতের কাপড় নিতে লাইনে গিয়ে দাঁড়াবেন না, এটা ভালো করেই জানে সালমান।

তাই আব্দুর রহমান চাচা, তার স্ত্রী আর ছেলের জন্য ঈদের কাপড় কিনে ওদের বাসায় হাজির হলো সে। চাচাকে বলল, 'আমার নিজের রোজগারের টাকা থেকে আপনাদের জন্য সামান্য কিছু কাপড় এনেছি। ঈদের দিনে আপনারা সবাই পরলে খুশি হব।' উপহার পেয়ে হতবিহ্বল চাচা ওর মাথায় হাত রেখে দুআ করে বলল, 'আল্লাহ তোমার ভালো করুক বাবা।'

এই সামান্য উপহার পেয়ে ওদের চোখে যে আনন্দের ঝিলিক দেখল—তা দেখে সালমানের মনে হলো সঠিক মানুষকে সামান্য উপহার দিয়েও যে এত দুআ পাওয়া

www.QuranerAlo.net

যায়—তা কি ও আগে কখনো বুঝতে পেরেছে?

ওপরের এই ঘটনাগুলো কাল্পনিক হলেও সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়। প্রতি বছর ঈদুল ফিতরের সময় সামর্থ্যবান মুসলিম পরিবারগুলোতে উপহার আদান-প্রদানের এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়; যা ঈদুল ফিতরের প্রকৃত তাৎপর্যের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তাআলা ঈদুল ফিতরকে এক অমূল্য উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন। এই দিনকে কেন্দ্র করে যখন মুসলিমরা একে অপরের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়—তখনই ঈদুল ফিতরের প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। আর উপহার বিনিময় হওয়া উচিত এই আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার একটি মাধ্যম মাত্র।

ইসলামে উপহার বিনিময়ের গুরুত্ব প্রসঙ্গে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় করো যেন তোমাদের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।'[১]

তবে সব সময় যে উপহার পেলে তার বিনিময়ে similar gift return করতে হবে এমন বাধ্যবাধকতাও ইসলামে নেই; বরং যেকোনো বস্তুগত উপহারপ্রাপ্তির পর তার সর্বোত্তম প্রতিদান হতে পারে 'জাযাকাল্লাহ' বলে আল্লাহর কাছে উপহারদাতার জন্য দুআ করা।

এই প্রসঙ্গে নবিজির আরো একটি হাদিস পাওয়া যায়, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমাদের ওপর (সদাচরণ বা উপহার প্রদানের মাধ্যমে) ইহসান করবে, তোমরা তার প্রতিদান দিয়ে দাও। যদি তাকে দেওয়ার মতো কিছু না পাও, তাহলে তার জন্য দুআ করো, যে পর্যন্ত না তোমরা মনে করো যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছ।'[২]

তাই আসুন, এই ঈদুল ফিতরে আমরা উপহার বিনিময়ের ক্ষেত্রে 'unnecessary competition'-এর পরিবর্তে 'urgent need', 'price tag'-এর পরিবর্তে

---

[১] *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ৫৯৪; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১১৯৪৬; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৬১৮৪

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ৫৩৬৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫১০৯; *সুনানুন নাসায়ি* : ২৫৬৭; *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ২১৬

www.QuranerAlo.net

'value of love' এবং 'material gift' এর বিনিময়ে 'eternal gift' দেওয়ার ট্রেন্ড চালু করি। তাহলে দেখবেন এবারের ঈদ এক অন্যরকম বিশেষত্ব নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে।

www.QuranerAlo.net

অন্যরকম ঈদ

সিহিস্তা শরীফা

এক.

রৌদ্রময়ীরা জানতে চাইল—আমার মুসলিমজীবনের প্রথম ঈদ সম্পর্কে। প্রথম ঈদটা মূলত বাবার বাড়িতে থাকাকালীন যেনতেনভাবে কেটেছিল। আজ আমি শোনাব আমার স্বাধীন-জীবনের প্রথম ঈদের গল্প।

আমার বিয়েটা হয়েছিল ২৬ রামাদান, ১৪৩০ হিজরি। বাসা থেকে পালিয়ে এসেছিলাম; তাই ঝামেলা এড়াতে বিয়ের জন্য সকালের সময়টাই বেছে নিয়েছিলাম। যদিও পাত্রপক্ষ দেরি করাতে যুহরের পর নিকাহ সম্পন্ন হয়েছিল, শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে ছিলাম আসরের পর।[১]

এদিকে ঘটতে লাগল একের পর এক ঘটনা। মাগরিবের আগে শাশুড়ি ইফতারি তৈরিতে ব্যস্ত রান্নাঘরে; হঠাৎ খবর পেলেন, আমার মা বিয়ের কথা জেনে গেছেন। অফিস থেকে মা নাকি ছুটে আসছেন এখানে। মায়ের আসার খবর পেয়ে এতটাই বিচলিত হয়ে পড়লেন যে, চুলায় কড়াই ভর্তি নুডুলসে শাক ঢেলে দিয়ে নাড়তে লাগলেন তিনি!

উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসার পর কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে ছিলেন আমার অমুসলিম

---

[১] সমকালীন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত *ফেরা* বই দ্রষ্টব্য।

www.QuranerAlo.net

মা। তার সবচাইতে আদরের মেয়েটা হঠাৎ পালিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে, তাও আবার এক মুসলিমকে, হুজুর পরিবারে। এখানে এসে দেখেন তারা মেয়েকে অন্য নামে ডাকছে, সালাত পড়তে বলছে। এত বড় শক খেয়ে যেন হত-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য সহজ হয়েছিলেন, সে অন্য কাহিনি। আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করেন!

মা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; বলেছিলেন—পরে সবাইকে জানিয়ে, অনুষ্ঠান করে এখানেই বিয়ে দেবেন। সমাজের ভয় করছিলেন তিনি। আমি যাইনি। ওই অভিশপ্ত জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এখানেই থেকে গেলাম, উদযাপন করলাম জীবনের প্রথম ঈদ।

এই পরিবারের জীবনযাত্রা আর এখানকার পরিবেশের সাথে আমার বিগত পরিবারের আকাশ পাতাল পার্থক্য! কাজেই শুরুতে এক একটা মুহূর্ত বেশ উপভোগ করেছিলাম। জীবনে প্রথম পুরো একটা পরিবারের সাথে একসাথে বসে ইফতার করেছিলাম। বাবার বাড়িতে গোপনে সিয়াম পালন করতে হতো, লুকিয়ে সাহারি-ইফতার করা লাগত। ফরজ সালাতটাও আদায় করতে পারতাম না। সেদিন খাঁচার বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া বনের পাখির মতোই স্বাধীন মনে হচ্ছিল নিজেকে। হয়তো এ কারণেই, সেই সময়ের প্রতিটা মুহূর্ত আজও মনে গেঁথে আছে আমার। মনে হয়, এই তো সেদিন...

দুই.

মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে সবাই সুন্নাত অনুসরণ করে আগে খেজুর মুখে দিয়ে সিয়াম ভাঙলাম, এরপর পানি। মাগরিবের সালাত আমরা পুরুষের ইমামতিতে জামাআতে আদায় করেছিলাম। পরিবারের পুরুষরা সামনে, আর নারীরা পেছনে। বাসার কাজের মেয়েটাও গৃহকর্ত্রীর সাথে পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইসলামের সৌন্দর্য এখানেই। এই জীবন-বিধানে ছোট-বড় দুনিয়ার সবাই এক উম্মতের সদস্য, যেন এক পরিবার।

সাত তলার ওপরে ছিল বাড়িটা। আমার শৌখিন শ্বশুর বানিয়েছিলেন ছাদের ওপর, বাংলো স্টাইলে। ওপরে টালি দেওয়া ছাদ, একপাশে ছোটখাটো একটা বাগান। আশেপাশে আর কোনো উঁচু বিল্ডিং না থাকাতে চারদিক দিয়ে সুবিশাল বর্ণিল আকাশটা দেখা যেত।

www.QuranerAlo.net

সেদিন মাগরিবের সালাত শেষে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাওয়া রক্তিম সূর্যটার দিকে তাকিয়ে জায়নামাযে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণে হাতের কড়ে গুনেছিলাম তাসবিহ-তাহমিদ-তাকবির। প্রত্যেকটা যিকির অন্তর থেকে বেরিয়েছিল সেদিন। চোখ দুটো সিক্ত হয়েছিল আমার রবের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, ভালোবাসায়।

তিন.

সে রাত ছিল সাতাশ রামাদানের রাত।

সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে কিতাব নাযিল হয়েছিল রামাদানের শেষ দশকের কোনো এক বেজোড় রাতে। মুসলিমরা তাই এই রাতগুলো সেই বিশেষ রাতের সন্ধানে, রাতভর ইবাদত করে কাটিয়ে দেয়। শান্তিময় মহান এই রাতে প্রতিবছর মালাইকারা (ফেরেশতারা) নেমে আসেন। এ রাতে রয়েছে এক হাজার মাসের ইবাদতের সাওয়াব অর্জনের সুযোগ। আগামী এক বছরের ভাগ্য ফেরেশতাদের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয় মহিমান্বিত এই রাতে।

সে রাত ছিল আমার বাসররাত। স্বাধীনতার প্রথম রাত। নতুন বন্ধুত্বের সাথে নতুন অভিযাত্রার শুরু। দু-জন একসাথে সালাত আদায় করেছিলাম। আল্লাহর কাছে প্রাণভরে দুআ আর ইবাদতের মাধ্যমে হয়েছিল জীবনের সেই নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

চার.

সেবারই প্রথম আমি আক্ষরিক অর্থে ঈদ উদযাপন করতে পেরেছিলাম। সারা জীবন অমুসলিম পরিবেশে বেড়ে ওঠার দরুন ঈদের আনন্দ মানে কী—কোনো ধারণাই ছিল না।

ট্যাবলয়েডে দেখা ঈদ ফ্যাশন, ঈদ শপিং আর নারীদের লোক দেখানো ঈদের সাজ, বাহারি রেসিপি আসলে ঈদ না। ঈদ মানে রাতে খোলা ছাদে নতুন চাঁদ দেখার উচ্ছ্বাস, মসজিদে মসজিদে চাঁদ দেখার ঘোষণা, মাইকে ঈদের তাকবির, এলাকার বাচ্চাদের হৈ-হুল্লোড় আর আনন্দ মিছিল, হাত ভরা মেহেদির নকশা, সকাল সকাল সবাই মিলে ঈদগাহে যাওয়া..। আমার ঈদ... সব আনন্দ যেন আজ আমার ঈদের জন্যই।

www.QuranerAlo.net

এই প্রথম আমার নামে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা হলো। ঈদুল-ফিতরে ঈদের সালাতের আগে পরিবারের প্রত্যেক মুসলিমের নামে এই সাদাকা দেওয়া সম্পর্কে আগে কিছুই জানা ছিল না। অথচ ধনী-গরিব প্রত্যেকে যেন ঈদের দিন খেতে পারে—তার জন্যে কত সুন্দর একটা বিধান।

ভোরে উঠে গোসল সেরে পরিবারের সবাই মিলে ঈদগাহে গেলাম। এ দেশে মেয়েদের জন্যেও যে এরকম ব্যবস্থা আছে—তাও সেই প্রথম জেনেছিলাম। এতদিন জানতাম ঈদগাহে শুধু পুরুষরাই যায়। যদিও মেয়েদের নিজ বাড়িতে নিজের ঘরে সালাত আদায় করা মসজিদে যাওয়ার চাইতে উত্তম, তবে ঈদের সালাতের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের ঈদগাহে যেতে আদেশ করেছেন।[১] সেখানে গিয়ে দেখি—নারীদের জন্য মাঠে পর্দাঘেরা আলাদা সালাতের ব্যবস্থা। হাসিমুখে নতুন বউকে অভিবাদন জানাতে এগিয়ে এসেছিল সবাই। এখন তো আমি তাদেরই একজন। এরপর গত দশ বছরে একবার ছাড়া আর কোনো ঈদের সালাত বাদ দিইনি, আলহামদুলিল্লাহ।

পাঁচ.

'নতুন বউদের প্রথম ঈদে বেড়াতে বের হওয়ার আগে বাসায় কিছু খেতে হয় না'—এই তথ্য আমার জানা ছিল না। ভরপেট নাশতা খাওয়ার পর বর সাথে নিয়ে বের হলেন কাছাকাছি থাকা তার আত্মীয়দের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। ভালোবাসার অনুরোধে ঢেঁকি গিলে প্রত্যেক বাড়িতে কিছু-না-কিছু খেয়ে আমার অবস্থা হলো শোচনীয়।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৯৭৪; *সহিহ মুসলিম* : ৮৯০

ঈদের জামাআতে নারীদের উপস্থিত হওয়া নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে এটার বিধান আগের মতোই বহাল আছে। আর কারো মতে ইসলামের প্রথম যুগে এটার অনুমোদন থাকলেও পরে এটার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। বিশেষত পরবর্তী সময়ে ফিতনার আশঙ্কায় নারীদের সব ধরনের সালাতের জন্য বের হওয়ার ব্যাপারে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ অনেকেই নিষেধ করেছেন। [ফাতহুল বারি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৪৭০-৪৭১; *শারহু মুসলিম*, ইমাম নববি, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ১৭৮-১৭৯; *আওনুল মাবুদ*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৩৪৩] মোটকথা, বর্তমান সময়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঈদের সালাতে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক ফিতনার দ্বার খুলে দিতে পারে। তাই নারীদের মসজিদের পাশাপাশি ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত।—শারয়ি সম্পাদক

www.QuranerAlo.net

বিকালে বাসায় ফিরে ঘরে গিয়ে ধপাস করে বিছানায় বসলাম আর সাথে সাথে ভূমিকম্প শুরু হলো! সাত তলার ওপরে বলেই কিনা জানি না—আমাদের হতবাক করে দিয়ে পুরো ঘরটা নড়ছিল কয়েক সেকেন্ড ধরে।

আলহামদুলিল্লাহ, মুসলিম পরিবারে ঈদ উদযাপন কাকে বলে, ঈদের আনন্দ আসলে কী তা—অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম সেবার। এক মাস সিয়াম পালনের পর মুমিনদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটা দিন, এই আনন্দ শুধু সিয়াম পালনকারী মুসলিমদের জন্যই। আবার মহিমাময় মাস রামাদান শেষ হয়ে যাওয়াতে যে কষ্টও লাগে না তা না। বাবার বাড়িতে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই মাসজুড়ে, জীবনের কঠিনতম সময়গুলো পার করেছিলাম। সেই স্মৃতিগুলোও কখনো ভোলার নয়।

ছয়.

এরপর দশ দশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছি এ পরিবারে। শুরুতে একজন আগন্তুক ছিলাম; এখন এটা আমার নিজের পরিবার, নিজের সংসার। বছর ঘুরে রামাদান আসে, রামাদান যায়। আল্লাহর পরীক্ষাও আসে, যায়; কিন্তু বিয়ের পর প্রথম রামাদান আর ঈদের দিনটির তুলনা আর হয় না। একজন নওমুসলিমের জীবনে স্বাধীনভাবে পালন করা প্রথম রামাদান, প্রথম ঈদ। অনুভূতিটা কেমন ছিল তা শুধু আমার রব ভালো জানেন। পরিশেষে, সকল মুসলিমকে জানাই ঈদ মুবারক!

تقبل الله منا ومنكم

www.QuranerAlo.net

ঈদ

আনিকা তুবা

মনে পড়ে, আমার ফেসবুকের প্রথম প্রোফাইল পিকচার ছিল সাদা একটা গোলাপের ছবি। অনেক ভেবেচিন্তে সেই ছবিটা দিয়েছিলাম। নিজের ছবি কখনোই পাবলিকলি দিতাম না। আমার বোন আমার হিজাব ছাড়া একটা ছবি দিয়ে দিলো। তখন ইসলাম মানার প্রথম দিকের কথা। শুধু স্কার্ফ পরতাম। নিজের ছবি দিতে মাঝে মাঝে ইচ্ছাও করত। আবার ভয়ও লাগত। জানতাম—কাজটা ভালো হবে না। আস্তে আস্তে বোরকা শুরু করলাম। রঙিন টাইপ বোরকা পরতাম। নিচে টুকটাক ডিজাইনও থাকত। ঈদের সময় আশপাশের প্রভাবে আমারও একটু ঢিল দিতে ইচ্ছা করত। একবার ঈদে আমার হাতের তালুর ছবি দিলাম। সেই প্রথমবার নিজের কোনো ছবি পাবলিক হলো। বান্ধবি বলেছিল—তুবার হাত আসছে, আস্তে আস্তে সবই আসবে।'

ফেসবুকে এসেছি প্রায় সাত বছর হলো। হাত বাদে আর কিছুই আসেনি, আলহামদুলিল্লাহ। এই ক'বছরে অনেক দেখলাম। অনেক জানলাম। অনেক শিক্ষা পেলাম।

কত জন বদলে গেল। কত জন ঝরে পড়ল। কত জন আবার আমার পরে দ্বীনের বুঝ পেয়েও আমার চেয়ে বেশি এগিয়ে গেল!

এক মেয়েকে চিনতাম, পরিবারের বিপক্ষে এসে খুব কষ্ট করে দ্বীন পালনের চেষ্টা করত। বয়সে আমার চেয়েও কয়েক বছরের ছোট হবে। ছোট বয়সেই তার পরিণত

www.QuranerAlo.net

চিন্তাগুলো দেখতে ভালো লাগত। টুক-টুক করে কত কথা বলত! খুব শখ ছিল একজন দ্বীনদার ছেলেকে বিয়ে করবে; কিন্তু পরিবার শুনল না। দ্বীনি ছেলে কেন বিয়ে করা উচিত না সেই কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলল।

কথার প্রভাব বিষের চেয়েও ভয়ংকর। তারা কিন্তু মেয়েকে কোনো প্রেসার দেয়নি। শুধু বুঝিয়েছে। এক সময় মেয়েটা গলে গেল। জাহিল বিয়ে করতে সমস্যা কী? কত ভালো চরিত্র, কত ভালো আচার-ব্যবহার! আসলে মেয়েটা নিজেই নিজেকে ধোঁকা দিল। এখন সে বদলে গেছে। তার স্বামী কিন্তু বদলায়নি! তিনি আগের মতোই আছেন। এখন ওরা দুজন মিলে অ্যানিভার্সারি পার্টি করে, জন্মদিন করে, মুভি দেখে। মেয়েটা সাজগোজ করা ছবি ফেসবুকে দেয়। আমি মানুষকে ভুলতে পারি না। মাঝে মাঝে ওর প্রোফাইলে যাই। ঘুরে ঘুরে দেখি। খারাপ লাগে। কেমন যেন একটা চিনচিনে ব্যথা হয়। ওর সাথে একদিন রিকশায় ঘুরেছিলাম, মনে পড়ে যায়। ওর মুখে অনেক বড় বড় কথা শুনেছিলাম, সেগুলো গানের মতো কানের মধ্যে বাজে, ভুলতে পারি না।

এরকম মানুষ আমার লিস্টে আরো অনেক আছে। আগে স্কার্ফ পরত, দ্বীনের পক্ষে সোচ্চার ছিল, কত কথা লিখত। এখন আর কিছুতেই নেই। এখন খালি সুন্দর সুন্দর পোজ দেওয়া ফ্যামিলি পিকচার শেয়ার দেওয়াই ফেসবুকে তাদের একমাত্র কাজ।

অনেক ভাইকে চিনতাম, এক সময় তাদের লেখা পড়ে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি, মনে জোর পেয়েছি। এখন তারা অনেকে দ্বীনের মাঝেও নেই। হারিয়ে গেছে। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তারা এখন গান শোনে, খেলা দেখে। মেয়েদের সাথে পাবলিকলি কথা বলে, হাসি-তামাশা করে। তাদের নজরে এগুলো আর খারাপ লাগে না।

যারা দ্বীনের বুঝ পায়নি, তাদের জন্য তবুও একটা অজুহাত দাঁড় করানো যায়, 'হয়তো সে জানে না'; কিন্তু যারা একবার দ্বীনের বুঝ পেয়ে ইসলাম মেনে চলল, তাদের জন্য আমি কী অজুহাত দেবো? আল্লাহর এত বড় রহমত, হিদায়াতকে পেয়েও যে নিজের নফসের অনুরসণ করল, তার জন্য আমি আর কী অজুহাত দিতে পারি? এদের ভুল এদেরকে সরলপথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। গুনাহর জীবনে এরা ডুবে গেছে। সঠিক পথ জেনেও যখন কেউ ভুল পথ বেছে নেয়, তখন তার সাথে আর কী হবে?

www.QuranerAlo.net

আমার ভীষণ কষ্ট হয়। খুব অবাক লাগে ভাবতে, কীভাবে এত স্ট্রং মানুষগুলো এইভাবে বদলে যায়! এরপর লাগে একটা অবর্ণনীয় ভয়—নিজেকে নিয়ে; আমিও যদি বদলে যাই...! আল্লাহ মাফ করুক, যেন তা কখনো না হয়। যেন ঈমান থেকে আর কোনোদিন কুফর কিংবা জাহিলিয়াতে ফেরত না যাই। আল্লাহ আমাদের অন্তর ঈমানের ওপর অটল রাখুন।

এজন্য সর্বদা আমাদের দুআ করা উচিত—

“

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূব, সাব্বিত ক্বলবী আলা দীনিক।

অর্থ : হে হৃদয়সমূহকে পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।[১]

জীবনে চলতে গিয়ে কিছু মানুষ দূরে চলে যায়। আগে হয়তো যার সাথে রেগুলার কথা হতো, এখন তার সাথে কথা বলারও কোনো সুযোগ নেই। এমন আমার জীবনে অনেকেই আছে। এই মানুষগুলো দূরে থাকুক, আর কোনোদিন কথা না হোক, তবুও তারা দ্বীনের ওপর থাকুক—এইটাই শান্তি। হিদায়াত পেয়েও যারা দ্বীন থেকে সরে যায়, তাদের জন্য আফসোস ছাড়া আর কিছুই হয় না। যারা একবার দ্বীনকে বুঝেছে, যে বান্দা একবার আল্লাহর পরিচয় পেয়েছে, সে আল্লাহর ব্যাপারে নিরাশ হয় কী করে!?

খুব কাকুতি-মিনতি করে তাদেরকে বলতে ইচ্ছে হয়, ‘ফিরে আসো, তোমরা ফিরে আসো আবার আল্লাহর দিকে। এখনো তো মৃত্যু হয়নি। এখনো তো সময় শেষ হয়ে যায়নি। নিজেকে বদলে নাও... দ্বীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দাও!’

আমরা রামাদানে সিয়াম রেখেছি। তারাবিতে দীর্ঘ কিয়ামুল লাইল করেছি। লাইলাতুল কদরের খোঁজে কেউ কেউ হয়তো সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছি। অথচ ঈদ শুরু হতেই সব শেষ। জোরে গান বাজিয়ে, সেজেগুজে, পর্দা ছাড়া ছবি তুলে,

---

[১] *জামি তিরমিযি* : ৩৫২২; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬৫১৯, ২৬৬৭৯; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ২৩৮১

www.QuranerAlo.net

ছেলেমেয়ে কাজিন মেলামেশা করে আমরা আমাদের রামাদানের আমলগুলোকে নষ্ট করে ফেলছি। যে ছেলেটা এতদিন কষ্ট করে দাড়ি রাখত, ঈদে এসে দাড়িটা কেটে ফেলল। যে মেয়েটা এতদিন বোরকা-হিজাব করেছে, ঈদের দিন সে হিজাব খুলে ফেলল।

আজ যারা দ্বীন থেকে এক বিন্দুও দূরে সরে যাচ্ছেন, এক বিন্দুও ছাড় দিচ্ছেন, এক বিন্দুও কম্প্রোমাইজ করে নিচ্ছেন, মনে রাখবেন, এই অল্প একটু সরে যাওয়াটাই এক সময় আপনাকে অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এতক্ষণ যাদের কথা বললাম, তারা প্রত্যেকেই কোনো একটা সময়, কোনো একটা পরিস্থিতিতে দ্বীন থেকে সরে গিয়েছিল, আল্লাহর আদেশের ওপর নিজের নফসকে প্রাধান্য দিয়েছিল। আজ তাদের এই পরিণতি...

ঈমান দুনিয়ার সবচেয়ে দামি জিনিস। ঈমান ছাড়া আমাদের সব পরিচয় ধুলোয় মিশে একাকার হয়ে যাবে। তাই নিজের দ্বীনকে কখনো ছাড় দেবেন না, কখনো ঝরে যাবেন না। নিজের নফসের অনুসরণ করাকে ভয় করেন। আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দুআ করতেন—

“

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ, আমি আপনার রহমত প্রত্যাশা করি। কাজেই আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের নফসের নিকট সোপর্দ করবেন না! আর আমার সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দিন! আপনি ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই।[১]

তিনি এ দুআও করতেন—

“

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৯৭০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫০৯০; *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ৭০১

www.QuranerAlo.net

হে চিরঞ্জীব, হে চিরন্তন সত্তা, আপনার রহমতের দ্বারা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার সবকিছু আপনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দিন। আর আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার নিজের নফসের নিকট সোপর্দ করবেন না।[১]

সুতরাং কখনো নিজেকে নফসের হাতে ছেড়ে দেবেন না। আল্লাহর কাছেই নিজেকে সঁপে দেন; নিরাপদে থাকবেন।

সবার ঈদ আনন্দে কাটুক। আনন্দের দিনগুলো যেন গুনাহ কামানোর দিনে পরিণত না হয়। জীবন যেন নফসের পিছে ছুটে চলার জীবন না হয়। আমাদের অন্তরের ঈমানের মহীরুহটা সব অবস্থায় মজবুত থাকুক। আমিন!

[১] *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ২০০০; *আল-আহাদিসুল মুখতারা* : ২৩১৯; *সুনানুন নাসায়ি* : ১০৩৩০

www.QuranerAlo.net

ঈদ আনন্দ

উম্মে লিলি

এক.

'মারইয়াম হোসেন কই?'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় মারইয়াম। এনাম স্যার ক্লাসে ঢুকতেই ওর বুক ধড়ফড় করতে শুরু করে, আশু অপমানের শঙ্কায়।

'আপনি বেতন দেন না কেন?'

'স্যার! আব্বু দিবে।' গলা না কাঁপিয়ে বলার চেষ্টা করে মারইয়াম।

পাশের সারির ছেলেরা দুই একজন ফিরে তাকিয়ে হাসে।

'আব্বুই তো দিবে; কিন্তু কবে দিবে। এই সপ্তাহের মধ্যে বেতন ক্লিয়ার করেন।'

মারইয়ামের কান ঝাঁ ঝাঁ করে। পরের ছাত্রের নাম ধরে ডাকেন এনাম স্যার। মারইয়াম বসে পড়ে। ছোটবেলায় মারইয়াম আব্বুর কাছে একটা দুই টাকার নোট চাইতেও দ্বিধা করত, সেই মারইয়াম কিনা এখন রাগারাগি করে ক্লাসের বেতন তাড়াতাড়ি দেওয়ার জন্য। এভাবে প্রতি মাসে অপমান দুঃস্বপ্নের মতো লাগে ওর কাছে।

www.QuranerAlo.net

শুধু বেতন নিয়ে হলেও হতো। সেদিন টিফিন টাইমে বান্ধবীরা দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। লিপি ম্যাডাম মারইয়ামকে সবার সামনে বললেন, 'কীরে মারইয়াম, তোর ড্রেসের রঙ জ্বলে গেছে; নতুন স্কুল, কেন ড্রেস বানাচ্ছিস না। রুচিরও তো একটা ব্যাপার আছে, নাকি? তোর বাবা এত ফিটফাট তুই এমন ক্ষেত কেন রে?' লিপি ম্যাডাম আদর করে সবাইকে তুই করে ডাকেন।

ম্যাডামকে ও কী করে বলবে, মায়ের কাছে স্কুল-ড্রেসের কথাটা বলতে গিয়ে চোখে পানি এনে ফেলেছে ও। শুধু রঙ জ্বলা না, হাতার কাছে বাজেভাবে ছিঁড়েও গেছে। ছড়িয়ে ওড়না পরে বলে বোঝা যায় না; কিন্তু সারাক্ষণ অস্বস্তি লাগে এই বুঝি ওড়নাটা সরে গেল।

আসমার সাথে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরে মারইয়াম। গল্প করতে করতে দুইজনেরই সময় কেটে যায়। কখন যে বাসার কাছে চলে আসে খেয়ালই থাকে না। কোনো কোনোদিন একদম গেইটের কাছে এসে সবচেয়ে মজার গল্পগুলো মনে পড়ে। তখন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে গেইটের সামনে দুজন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে একদিন মারইয়ামের বাবা দেখেছিল। ঝাড়ি খেয়েছিল সেদিন ও।

'এবার ঈদ শপিং করেছিস?'

'না, এখনো করিনি'। শুকনো মুখে জবাব দেয় মারইয়াম। এই এক যন্ত্রণা ঈদ এলে। 'ঈদ শপিং করেছ?' কুরবানি ঈদে 'গরু না খাসি?' সত্যিটাই বলে দেয় মারইয়াম। ভেতরে একটু অস্বস্তি লাগে। তবুও বলে যে ওরা কুরবানি দিচ্ছে না।

'কয়টা ড্রেস নিবি এবার?' আসমার প্রশ্ন থামে না।

মুখ শক্ত করে উত্তর দেয় মারইয়াম, 'দুইটা।'

বাসার কাছে চলে আসায় আর প্রশ্ন করার সুযোগ দেয় না আসমাকে। বিদায় নিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচে। নয়তো এতক্ষণে 'কোথা থেকে শপিং করবি?' 'আমি তো অমুক ব্র্যান্ডের ছাড়া পরি না' এসব শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যেত।

দুই.

দেলোয়ার হোসেনের একমাত্র আরামের দিন শুক্রবার। সকালের নাস্তা করে শুয়ে শুয়ে পত্রিকা পড়েন। ছোট দুই মেয়ে তার পা টিপে দেয়। তখন তাদেরকে

www.QuranerAlo.net

নবি-রাসুলের গল্প শোনান। নবি-রাসুলের জীবনী থেকে নানা প্রশ্ন করেন। রীতিমতো প্রতিযোগিতা করে উত্তর দেয় তার চার আর পাঁচ বছরের পিঠাপিঠি মেয়ে দুটো।

তিন মেয়ে, এক ছেলে আর স্ত্রী নিয়ে টানাটানির সংসারেও পরম শান্তি অনুভব করেন তিনি। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে এটা ওটার জন্যে অভিযোগ আর অনুযোগ লেগেই আছে। তবুও রিযিক নিয়ে কোনো আফসোস নেই দেলোয়ার হোসেনের। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে চান তিনি।

ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষিত হবে—এটাই তার চাওয়া। বড় মেয়েটাকে নিয়ে একটু দুশ্চিন্তা হয় এখন। ক্লাস ফোরে থাকতে একটা বছর পড়েনি। স্কুলে দিতে পারেননি তখন, ওই যে একটা গ্যাপ পড়ে গেল। মেয়েটা অংক আর ইংরেজিতে দুর্বল। পিএসসিতে কোনো রকমে পার হয়ে গেলেও জেএসসিতে রেজাল্ট কী করবে—তাই নিয়ে চিন্তা। অংক আর ইংরেজির জন্য টিচার দিতে পারলে মনে হয় ভালো হতো। কীভাবে এই বাড়তি টাকার ব্যবস্থা করবেন—তাই ভাবেন তিনি।

মেয়ে তার রূপে গুণে বেশ ভালো। রাস্তায় বের হলে ছেলেরা নাকি কমেন্ট করে—ওর মা একদিন বলছিল। তারপর থেকে মেয়েকে বাইরে বের হলে পর্দা করতে আদেশ দিয়েছেন। প্রথমে একটু তর্ক করলেও পরে মেয়ে ঠিকই শুনেছে। এমনকি বাইরের কেউ বাসায় এলেও মাথায় ওড়না টানতে ভুলে না। ছোটবেলা থেকে পর্দার কথা না বলায় ভুলই হয়েছে তার। বড় হয়ে আর মানতে ইচ্ছা করে না। বড় বোনকে দেখে ছোট দুইজনও ওড়নার জন্য বাবার কাছে আবদার জুড়ে দিয়েছে।

'সাহারি আর ইফতারের জন্য বাজার করো।' লিস্ট ধরিয়ে চলে যায় আমেনা বেগম। জুমা'র আগে বাজার সেরে নেওয়ার জন্য মেয়ে দুটোকে ছুটি দিয়ে উঠে পড়েন দেলোয়ার হোসেন। আগামীকাল থেকে সিয়াম। সবকিছুর দাম কেমন বাড়বে তাই ভেবে ভয় লাগে তার। এক ফাঁকে পাঞ্জাবিটা ইস্ত্রি করে নেন নিজ হাতে। জামা-কাপড় কম হলেও যত্ন করে রাখেন তিনি। ফিটফাট থাকতে ভালোবাসেন।

তিন.

'আম্মু! একটা ফ্রিজ কিনো না। বাইরে থেকে আসলে যেন ঠান্ডা পানি খেতে পারি।'

রান্নাঘর থেকেই ভাইয়ের বিলাসী আবদার শুনতে পায় মারইয়াম। ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে কোত্থেকে যেন এসে হাজির হয়েছে। না সে বাবার সাথে বাজারে যায়,

www.QuranerAlo.net

না ঘরের কোনো কাজে হাত লাগায়। ছেলে বলে কি ঘরের কোনো দায়িত্বই তার নেই! আর আছে বিবেকহীন চাহিদা। সেদিন লোডশেডিং দেখে বলছিল, 'আল্লাহ, আমাদের বড়লোক বানিয় দাও! জেনেরেটর আছে এমন বাসায় থাকব।' ক্লাস সিক্স তো এমন কোনো ছোট ক্লাস না। এমন চিন্তা করে কীভাবে! মারইয়ামের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

'কিনব বাবা কিনব। আর কয়টা দিন ধৈর্য ধরো'। আমেনা বেগম সান্ত্বনা দেন ছেলেকে। ছেলেটা তার খুব ভদ্র। মেয়ের মতো জেদি হয়নি। মাঝে মাঝে এটা ওটা আবদার করে ঠিকই; কিন্তু জিদ করে না কখনো।

প্রথম সন্তান মেয়ে হওয়ায় স্বামীর থেকে কথা না শুনলেও শ্বশুরবাড়ির কথা ঠিকই শুনতে হয়েছিল তার। প্রায় তিন বছর পর যখন ছেলেটা হলো স্বস্তি পেয়েছিল সে। এই তিনটা বছর অনেক কালো মুখ দেখেছে। সন্তান হওয়াও জ্বালা, না হওয়াও...। তার তিন নম্বর বাচ্চার সময়ই সবাই খুব বিরক্ত ছিল। স্বামীর আয় এত কম, বাচ্চা নিচ্ছে কেন। খুশি মনেই ছিলেন তিনি। খাদিজার জন্মের সময় এসব কথা আমলে নেননি।

কিন্তু ফাতিমার সময় আর পারেননি। খাদিজার যখন ৬ মাস তখন ফাতিমা পেটে আসে। ওই সময় চাকরি চলে গিয়েছিল ওদের বাবার। বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন মুখ কালো করে। নিঃসন্তান ডাক্তার বললেন, 'ভাবি আমরা বাচ্চা চাচ্ছি, নেই। আর আপনি আল্লাহর এত বড় নিয়ামতে মন খারাপ করছেন?' ডাক্তারের কথায় তার মন ভালো হয়নি।

ছোট ছোট তিনটি বাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়ি উঠেছেন। ভাই-বোন কথা বলতে ছাড়ে না। মা রান্না থেকে শুরু করে ঘরের বেশিরভাগ কাজের দায়িত্ব দিয়ে বসে আছেন। শ্বশুরবাড়ি গিয়েও টিকতে পারেন না। মেয়েটা হওয়ার সময় ওর জীবন মৃত্যুর আশঙ্কা তৈরি হয়। তখন তাওবা করেন আমেনা। যা খুশি তাই হোক, মেয়েটা তার বাঁচুক। ফুটফুটে ফাতিমা জন্মাল। রিযিক নিয়েই এসেছে মেয়েটা। ওর বাবারও একটা চাকরি হলো। আগের থেকে ভালো বেতন। ওরা আবার ঢাকায় ফিরল।

সংসার কোনো রকম চলে যাচ্ছে। স্বামীর পকেট থেকে অল্প কিছু টাকা সরিয়ে রাখেন তিনি। দেলোয়ার হোসেন বুঝেও না বোঝার ভান করেন। এভাবে যা জমান সংসারের নানা প্রয়োজনে আবার বের করে দেন। তখন একটু মিথ্যার আশ্রয় নেন।

www.QuranerAlo.net

বলেন, 'অমুকের টাকা, তমুকের থেকে নিলাম। ফেরত দিতে হবে কিন্তু।' এই একটা মিথ্যাই তিনি বলেন। আল্লাহর কাছে মাফও চান এর জন্যে।

স্বামীকে বলেও রেখেছেন, 'শোনো, হয়তো টাকা-পয়সা নিয়ে কিছু মিথ্যা তোমার সাথে বলতে পারি। আর কোনো মিথ্যা কিন্তু বলি না'। দেলোয়ার হোসেন মিটিমিটি হাসেন, কিছু বলেন না। এই টাকাগুলো যে বিপদে আপদে কত কাজে লাগে। ড়ি যাওয়ার সময় একবার পরিচিত গাড়ি দেখে উঠে পড়েন তার স্বামী। টিকেট টেননি, ভাড়া পরে দেবেন বললেও বাসের সুপারভাইজার কেমন করতে থাকে। খন আঁচল থেকে টাকা বের করে দিয়ে অসম্মান থেকে নিস্তার পাওয়া গিয়েছিল। মানুষটার কবে আক্কেল হবে বোঝেন না আমেনা বেগম।

ফ্রিজ একটা কেনা হয়েছিল, সেকেন্ড হ্যান্ড। এক বছর যেতে না যেতেই নষ্ট। ঠিক করাতে যা লাগবে তার চেয়ে কেনাই ভালো। ছেলে মেয়ে কিছু চাইলে না করতে খুব খারাপ লাগে। আবারও কেনার ইচ্ছা আছে আল্লাহ তাওফিক দিলে। সংসারে অভাব থাকলেও শান্তিটা আমেনা বেগমও বুঝতে পারেন। ছেলেমেয়ের ঝগড়াঝাঁটি নেই, অযথা দুশ্চিন্তা নেই। আলহামদুলিল্লাহ! আর কী লাগে!

চার.

'আপু আমার মাথা থেকে যদি তোমরা একটা উকুন আনতে পারো তাহলে সুন্দর একটা কলম কিনে দেবো।'

'তোমার মাথায় কোনো উকুন নেই ভাইয়া।' ফাতিমা বিরক্ত হয়ে বলে।

কিন্তু সুন্দর কলম উপহার পাওয়ার আশায় ফাতিমা আর খাদিজা দুই দিক থেকে বিলি কাটতে থাকে। এর আগে ভাই একটা অদ্ভুত কলম দিয়েছিল। গোল বলের মতো দেখতে। টিফিনের টাকা জমিয়ে ছোট দুই বোনকে কিছু দিতে আব্দুল্লাহর ভালোই লাগে। মারইয়াম ওদের জন্যে আচার বা পাঁচ টাকার কোণ আনে। আর আব্দুল্লাহ আনে ব্যতিক্রমী কিছু। ওরা দুইজন অবশ্য সবটাতেই খুশি।

ইফতার তৈরি করতে করতে ঘর্মাক্ত আমেনা বেগম রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।

'আম্মু! বসো! বাতাস করি'। লাফ দিয়ে উঠে বসে ছেলে। হাত পাখা দিয়ে সর্বোচ্চ শক্তিতে বাতাস করতে থাকে। রামাদানে যেন লোডশেডিংয়ের ভোগান্তি আরো বেড়ে গেছে।

www.QuranerAlo.net

মারইয়ামকেও ডাকে আমেনা বেগম। পেঁয়াজুর ডাল মাখা হাতটা ধুয়ে তাড়াতাড়ি আসে ও। বিড়াল-ছানার মতো চারজন মায়ের কাছে শুয়ে-বসে থাকে।

'এবার কিন্তু ঈদের ড্রেস হবে না তোমাদের। তোমাদের বাবা ঈদের বোনাস পায়নি। অফিসে কী যেন সমস্যা।'

'সমস্যা নাই আম্মু। ঈদে একটু ভালো রান্না করো তাতেই হবে। গত বছর ঈদে ছোট চাচা যে পাঞ্জাবিটা দিলেন ওটা তো পরি নাই বেশি একটা'। আব্দুল্লাহ মাকে সুস্তি দেওয়ার চেষ্টা করল।

'ফাতিমা, খাদিজাও কি জামা পাবে না?' হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করল মারইয়াম।

'দেখি'।

এই 'দেখি' শব্দটা আশা-নিরাশার মাঝামাঝি ঝুলিয়ে দেয়। মারইয়ামের মা-বাবার সবচেয়ে প্রিয় শব্দ মনে হয় এটা। সন্তানকে পুরোপুরি নিরাশ না করে একটা কিছু বুঝ দেওয়া।

পাঁচ.

মায়ের থেকে টাকা নিয়ে মারইয়াম বের হয়েছে নিকটবর্তী কাপড়ের দোকানটার উদ্দেশে। গজ কাপড় কিনবে সে। নিজের জন্য না। ছোট দুই বোনের জন্য। বোন দুটো তার জমজের মতো। ঘন্টায় ঘন্টায় আড়ি আর ভাব নেয় একজন আরেকজনের সাথে। চোখের মণির সাদা অংশটুকু এত সাদা, মনে হয় নীল দিয়ে ধোঁয়া। পুতুল-পুতুল লাগে মারইয়ামের কাছে।

নিজের ঈদের জামা নিয়ে ওর কোনো চিন্তা নেই। ঈদের জামা এমন কোনো জরুরি বিষয় নয়। ক্লাস ফোরে স্কুল ছেড়ে দিয়ে নানাবাড়িতে যে কয়মাস ছিল, সে কথা মনে পড়লে আল্লাহর দেওয়া সব নিয়ামতের কথা মনে পড়ে যায় ওর। নানা নানী পারেনি দূর-দূর করতে। মামাতো ভাইবোনরা বেড়াতে এলে একসাথে খেতে বসে প্লেটের খাবারের পার্থক্য দেখে অনেক কিছু বুঝে নিত ছোট্ট মারইয়াম।

যে খালা এত আদর করত সে-ও একদিন বলে বসল, 'দুলাভাইয়ের কিছু একটা হলে সবগুলা তো আব্বার ঘাড়ে পড়বে।' ফাতিমা হওয়ার পর চলে আসতে

www.QuranerAlo.net

পেরেছিল বলে একটু শান্তি। এই আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা হলে যতই আদর করে কথা বলুক, সেই সময়গুলোর কথা মনে পড়ে যায়। বন্ধুদের মামা-চাচারা স্কুলে নিতে আসলে অবাক লাগে ওর। মনে হয় এই দুনিয়ায়ও এমন হয় নাকি, মামা–চাচারা এমন আদর করে। যারা আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল তাদের হয়তো এমন হয়।

নীলের ওপর লাল লাল ফুল প্রিন্টের একটা কাপড় কিনে সাথে একটা লাল কাপড়ও নেয় আলাদা, পাইপিং আর কলারের জন্যে। মা কেটে দেয়, মারইয়াম সেলাই করতে বসে। ঈদের দুইদিন আগে ফ্রক রেডি। ফাতিমা আর খাদিজাকে ডাকে মারইয়াম।

'আপুরা, পরো দেখি, কেমন লাগে'।

নতুন জামা হাতে পেয়ে খুব খুশি হয় দুজন। রুমের সবাইকে বলে, 'এই তোমরা চোখ বন্ধ করো। কেউ দেখবা না। আমরা জামা পরব'।

জামা পালটে সবাইকে দেখায় দুই বোন। বাবা-মা ভাই সবার মতামত চায়। 'কেমন লাগছে?'

লাল কলারের জন্যে ওদের গালে লাল রঙের শেড পড়েছে। মারইয়াম আগেই খেয়াল করেছে ওর দুই বোন যে জামা-ই পরে সেই রঙের শেড পড়ে ওদের গালে। আসমাকে মিথ্যে বলেনি ও। ওর ঈদের জামার সংখ্যা দুই-ই। আশা ছিল, ওর জামা না হলেও ছোট দুইজনের জন্যে আদায় করে নিতে পারবে। ওদের খুশিতেই মারইয়ামের ঈদ আনন্দ। আলহামদুলিল্লাহ!

www.QuranerAlo.net

ঈদ মুবারক

উম্ম ঈসা

এ বাড়িতে প্রথম এসেছিলাম একটি বিশেষ উৎসবের দিনে। ফুলেল ডিজাইন করা বাক্সে, গোলাপি স্যাটিনে মুড়ে; কিন্তু এ বাড়ি থেকে বিদায়ের দিনটিও যে ওই একই উৎসবের দিন হবে—এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

গোলাপি স্যাটিন সরাতেই আমার সুন্দর সোনালি গিলটি করা কারুকাজ যে ওর মন কেড়ে নিল, বেশ বুঝতে পারছিলাম। আমাকে পছন্দ করেছিল ও। পরবর্তী সময়ে অবাক হয়ে লক্ষ করলাম—ওর মনের ভাব কীভাবে যেন বুঝতে পারতাম আমি। কী ভাবছে, কী চলছে ওর মনের মধ্যে—সঅ..ব। সত্যিই এ এক আশ্চর্য যোগ।

অতিথিটি সেই প্রথম এসেছিলেন ওদের বাসাতে, ঈদের দাওয়াতে। পশ ঘরানার অতিথি, সাথে পশ প্যাকেজে আমি। এ ঘরের ঘরণীর আবার বাহারি জিনিসের শখ নেই বললেই চলে। ওগুলোকে বাতুলতা মনে করেই চলেন তিনি; কিন্তু এ যে নিতান্ত অনাসক্তি নয়, বরং সন্তর্পণ প্রচেষ্টা আসক্তি এড়ানোর, তা বুঝেছিলাম পরে।

ওদের ছোট্ট পরিবারটিকে দেখতাম ওপর থেকে, পাখির চোখে। ডাইনিং রুমের সাথে লাগোয়া ছাদ ছোঁয়া তিনটি সুন্দর তাক। ওরই ওপরতলায় আরো কিছু শৌখিনতার পাশে ঠাঁই হলো আমার, সযত্নে।

ধীরে ধীরে সবার সাথে পরিচয় হলো। জাপানি ফুলদানি—মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ছোট

www.QuranerAlo.net

মামা দিয়েছেন। ক্রিস্টাল মোমদানি—বান্ধবীর পাঠানো। আমাদের নিচের তাকেই ওভেন। আর পাশেই পরিপাটি রান্নাঘর।

জায়গাটা বেশ যুৎসই, ১৮০ ডিগ্রি ভিউয়ে কিচেন, ডাইনিং আর লিভিং স্পেসের অনেকখানি দেখা যায়।

কত দিবা-নিশি, ভোর, দুপুর, বিকালের নীরব সাক্ষী এই আমি। ছোট্টমণিকে নিয়ে দেখতাম ওর চরম স্ট্রাগল। এই ছেড়ে এলো খেলনার কাছে তো মুহূর্তের মধ্যেই পায়ের কাছে বিড়ালছানা হাজির। কোলে না ওঠা পর্যন্ত ম্যাঁও ম্যাঁও করতেই থাকবে। বেলা শেষে তাই দেখা যেত একপদই রাঁধা হয়েছে। তাতেও বিরক্তি নেই বিবির, আর ওই একপদ দিয়ে ভাত খেয়ে মিঞারও।

আর যেদিন অনেকখানি হাত পুড়িয়ে ফেলল ও। কার্পেটে বসে কাঁদছিল। আহ কী যে মায়া লাগছিল। উপায় থাকত তো একটুখানি হাত বুলিয়ে দিতাম।

আবার বিকেলবেলা গ্যারেজ খোলার আওয়াজ পেলেই দরজা পানে ছোট্টমণির ছুটে যাওয়া, 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে' করে, অমনি হাতের সব কাজ ফেলে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে এগিয়ে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে ও। এসব তো আমার চোখের সামনেই দেখা।

ভালো লাগত না কেবল রান্নার গন্ধগুলি। শুঁটকি যেদিন হতো, বাপরে বাপ! তিন দিন পর্যন্ত নাক টানার জো নেই। 'শুনছো, শুঁটকি শেষ হয়ে গেছে, বাংলা দোকান থেকে আনতে হবে আবার।' শুনে জাপানি ফুলদানিকে বলতাম 'আলহামদুলিল্লাহ পড়েন।'

রামাদানটা ভালো যেত। খাবার দাবারের উৎকট গন্ধটা অনেক কম থাকত।

এরা সবকিছুতেই বাতুলতা পরিহার করে চলে। ওভেন ভাইয়ের পাশেই আমাদের নিচের তলায় বাজত কুরআন। আমরা সবাই মিলে তন্ময় হয়ে শুনতাম। ওই শুনতে শুনতে ওর রান্না, বাসন ধোয়ার কাজ চলতে থাকত। কখনো কখনো ছেড়ে দিত বলিষ্ঠ কণ্ঠের ওয়াজ। ওহ কী শিহরণ জাগানো সেইসব ওয়াজ!

তবে সবচে ভালো লাগত ও নিজে যখন কুরআন নিয়ে বসত, মিহি কণ্ঠের সুরেলা তিলাওয়াত, কী মিষ্টি আওয়াজ। একটুখানি পড়ত আর অনেকখানি ভাবত। ভাবতে ভাবতে কোথায় যে হারিয়ে যেত। এই হাসছে, তো এই কাঁদছে। হঠাৎ ওর তাকিয়ে

www.QuranerAlo.net

থাকা দেখে ভাবতাম—আমার দিকেই দেখছে বুঝি। লজ্জা পেয়ে যেতাম। পরে বুঝতাম আমার দিকে না, ও আসলে ভাবনার জগতে হারিয়ে গেছে।

ঈদ আসার আগে আগে শুরু হতো বেস্ট টাইম। সিজনাল ক্লিনিং! ওই একবারই অত উঁচুতলা থেকে নামা হতো আমার। খুব সযত্নে মুছে, স্প্রে ক্লিন করে আবার রেখে দিত সাবধানে। মনে হতো একদম ফ্রেশ স্পা করলাম যেন!

কিন্তু জাপানি ফুলদানিকে আর রাখা হতো না। ঈদের দিন ওই একটা ব্যাপারেই ভীষণ হিংসে হতো। আর কোনো শৌখিনতা না থাকলেও ফুল কিনতে খুব ভালোবাসত আমাদের গৃহকর্ত্রী। আর সেই সতেজ, সুরভিত ফুল নিয়ে জাপানি ফুলদানি থাকত ঈদ টেবিলের মধ্যমণি হয়ে। মেহমানদের সে কী প্রশংসা! সবই দেখতাম এখান থেকে, পাখির চোখে।

সেবার ঈদে ওর কী যে মনে হলো। আমাকে নামাল। নামানোর আগের ইতস্তত ভাবটুকু আমার চোখ এড়ালো না। ভয় পাচ্ছিল ও। কীসের যেন ভয়।

ব্রাউনি বেক করেছিল অনেক। ইজি জব আবার বাচ্চারাও পছন্দ করে। মখমলের মতো মোলায়েম চকোলেট ব্রাউনি নিয়ে অভিজাত এই আমি এই প্রথম হলাম ঈদ টেবিলের সেন্টারপিস। বাচ্চারা সব হুমড়ি খেয়ে পড়ল। জাপানি ফুলদানির মতো ঢাউস না হলেও আমার গড়নও কিছু কম সুন্দর নয়। সোনালি কারুকাজ করা তিন স্তরের পরিবেশন ট্রে আমি, মাঝের ফুলেল আংটাটা সবার নজর কাড়তে বাধ্য। চারপাশে ওর রুচির প্রশংসা আর স্তুতির বন্যা বয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম ও শরমে মরে যাচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে আস্তাগফিরুল্লাহ আর আউজুবিল্লাহ পড়েই যাচ্ছিল। শো অফ হয়ে যাচ্ছে না তো আবার! আসলে ঈদের আয়োজন করে তো সবাই একসাথে হওয়ার জন্য, দাওয়াতি কাজ হিসেবে আর বাচ্চাটাকে হালাল উৎসবের আমেজ দেওয়ার নিয়তে। ওর বড় মূল্যবান কয়েকটি নিয়ত। যা বারবার ধুয়ে মুছে ও পরিষ্কার করে চলে।

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রবিল আলামীন

www.QuranerAlo.net

নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।[১]—এই আয়াতটি পড়ে ও।

ও কত বাহারি পদ রাঁধতে পারে, কত বাহারি ক্রোকারিজ ওর আছে এই সব ধুলো জঞ্জাল ভাবনা যেন কখনো মলিন করতে পারে না ওর যত্নের নিয়ত সে ব্যাপারে সদা তৎপর থাকে।

তীক্ষ্ণ কাচ ভাঙার আওয়াজে ভাবনার মায়াজাল ছুটে যায় ওর। বিস্ফারিত নেত্রে দেখে ওর সাধের এই আমি পড়ে আছি টুকরো টুকরো হয়ে। সারা ঘরময় ছিটিয়ে আছে আমার গিলটি করা সোনালি অংশ আর মোলায়েম ব্রাউনি। বড় চঞ্চল ছেলেটা ওর এ কাজটি করেছে, তাড়াহুড়ো করে ব্রাউনি নিতে গিয়ে। রিফ্লেক্স এর মতো একটা চড় দেওয়ার জন্য যেন হাত ওঠে। পরক্ষণেই প্রচণ্ড এ ইচ্ছা দমন করে ও। বলে, আলহামদুলিল্লাহ। ইন্নালিল্লাহ। এভাবেই শিখিয়েছিল ওর বান্ধবী মিলি। কোনো বিপদ ঘটলে প্রথমে আলহামদুলিল্লাহ বলতে, তারপর ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন দুআটা পড়তে।

মেহমানদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। কেউ চুক চুক করে আহারে করছে, কেউ বিরক্ত হয়েছে, কেউ বাচ্চাদের সরিয়ে রাখছে যাতে কাচ পায়ে না বিঁধে। শোরগোল নীরবে পাশ কাটিয়ে এক এক করে আমার অংশগুলো তুলে নিল ও। এবার আমি চলে যাব ডাস্টবিনে। তারপর গার্বেজ ট্রাক-এ, তারপর অনেক দূরে রিসাইক্লিং সেন্টারে। এ জীবনের জন্য দেখা এখানেই শেষ। ছোট্ট এ জীবনে এক অসাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে কিছুকাল কাটিয়েছিলাম এইটুকুই আমার পাওয়া।

শেষবারের মতো ডাস্ট প্যানে লেগে থাকা আমার ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে দেখল ও। চোখে ব্যথাময় চাহনি। ব্যস, বন্ধ হয়ে গেল বিনের ঢাকনা।

এভাবে যেমন করে এক ঈদের দিনে এসেছিলাম, সেভাবেই চলে গেলাম আরেক ঈদের দিনে। তবে হ্যাঁ, পাখির চোখে আমার দেখা ওর প্রতিটি ভালো কাজের সাক্ষী আমি। যদি ওর কখনো সাক্ষীর প্রয়োজন হয় আমি হবো সেই সাক্ষী। এ প্রয়োজনটুকু তো সবারই হতে পারে একদিন, তাই না?

---

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ১৬২

www.QuranerAlo.net